প্রসূতি-তন্ত্র

বা

সচিত্র আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা।

কবিরাজ—

শ্রীরাখালদাস সেনগুপ্ত, কাব্যতীর্থ,

বিদ্যাবিনোদ, কবিরত্ন—

প্রণীত।

প্রকাশক,

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত, এম্, এ,

৮৪নং বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

—:০:—

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

গুপ্তপ্রেশে,
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
২২১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা।

সমগ্র আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র আটটী অঙ্গে বিভক্ত। সেই অঙ্গগুলির নাম,—শল্যতন্ত্র, (Surgery) শালাক্যতন্ত্র (Diseases of the eye, ear, nose and throat) কায়চিকিৎসা (Practice of medicine) ভূতবিদ্যা (Treatment of mental Diseases) কৌমারভৃত্য (Midwifery and Diseas of children) অগদতন্ত্র (Toxicology) রসায়ণতন্ত্র এবং বাজীকরণতন্ত্র।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন একটী বিশিষ্ট বিষয় অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক বহুগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তদ্রূপ প্রাচীনকালে আয়ুর্ব্বেদেরও একটী অঙ্গবিশেষ অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মহর্ষিগণ বহুসংখ্যক গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে সকল গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা ও অষ্টাঙ্গহৃদয় প্রভৃতি যে কয় খানি মাত্র গ্রন্থ জীর্ণ-বিকল-দেহে অদ্যাপি আয়ুর্ব্বেদের স্মৃতিমন্দির স্বরূপ বিরাজ করিতেছে, ঐ সকল গ্রন্থের টীকাসমূহে আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনতম বিস্তৃত ইতিহাসের কথঞ্চিৎ পরিচয় অবগত হওয়া যায়।

অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদের অন্যতম অঙ্গ কৌমারভৃত্য। কুমার শব্দের অর্থ বালক। গর্ভাধান হইতে বালক যতদিন না চারিপাঁচ বৎসরের হয়, ততদিন পর্য্যন্ত শিশুর এবং উহার জননীর স্বস্থবৃত্ত ও রোগ সকলের চিকিৎসা যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, উহার নাম কৌমারভৃত্য।

বৌদ্ধযুগের ইতিহাস সকল আলোচনা করিলে দেখাযায়,—রাজগৃহবাসী জীবকাচার্য্য কৌমারভৃত্যের একজন প্রধান আচার্য্য ছিলেন। পালি-

ভাষায় তাঁহার নাম—"জীবক কৌমারভচ্চ" বলিয়া লিখিত হইয়াছে জীবক রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক ছিলেন এবং তদানীন্তন গান্ধার দেশের রাজধানী তক্ষশীলার (Taxila near Hasan Abdal Attock District, Panjab) বিশ্ববিদ্যালয়ে কৌমারভৃত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এতদ্বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সকল গ্রন্থের একখানিও বর্ত্তমান সময়ে পাওয়া যায় না।

হিন্দুরাজগণের অধঃপতনের সঙ্গেই আয়ুর্ব্বেদেরও অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। পরে যবনরাজগণের অভ্যুদয়কালে আর্য্যদিগের গৌরবের সামগ্রী মহর্ষিগণের সুদীর্ঘতপস্যার ফলস্বরূপ অমূল্য গ্রন্থরাজিও অযত্নে অত্যাচারে বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছে। কালক্রমে উপযুক্ত পঠন-পাঠনার অভাবে ও রাজানুগৃহীত চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রবর্ত্তনে আয়ুর্ব্বেদও অবনতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। কালের নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করিয়া আয়ুর্ব্বেদের যেকয়খানি গ্রন্থ অদ্যাপি জীর্ণভগ্নদেহ লইয়া অতীতের সাক্ষীস্বরূপ বিরাজ করিতেছে, সেই সকল গ্রন্থের নিভৃত-কক্ষপুটে কৌমারভৃত্যের যে সকল অমূল্য উপদেশ নিহিত ছিল, তৎসমুদয় একত্র সংগৃহীত করিয়াই বর্ত্তমান গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে প্রধানতঃ প্রসূতিসম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল বর্ণিত হইয়াছে; এজন্য ইহার নাম প্রসূতিতন্ত্র।

আয়ুর্ব্বেদের অন্যান্য চিকিৎসাঙ্গের ন্যায় এই অঙ্গেরও এককালে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গর্ভাধান কি কি বিধি অনুসারে হওয়া উচিত, গর্ভাধানকালে মাতাপিতার স্বাস্থ্য কিরূপ থাকা আবশ্যক এবং শাস্ত্রোক্ত বিধি সকল না মানিয়া চলিলে কিরূপ সন্তান জন্মে, ইত্যাদি বিষয়সমূহে আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ সকল যথার্থই অমূল্য ও অনন্যসাধারণ। গর্ভাধানের পর গর্ভিণীর অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলে নবপ্রসূতিরও স্বভাবিক প্রসবে কোনপ্রকার বাধাবিপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। দোহদ অর্থাৎ সাধভক্ষণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আজকাল স্ত্রী-

আচার' বলিয়া অনেকেই উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু দোহদের অপ্রাপ্তিতে হানি এবং গর্ভস্থ শিশুর অঙ্গবিকৃতি প্রভৃতির কারণ সকল আয়ুর্ব্বেদে যে প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে, সে সকলের সত্যতা পর্য্যালোচনা করিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই বিস্মিত হইবেন। ভূয়োদর্শনের অভাবে অনেকেই আয়ুর্ব্বেদের বিধিনিষেধের ফলাফল সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা দৃঢ়তাসহকারে ঐ সকল তত্ত্ব সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি। কেননা,—আজ পর্য্যন্ত কেহ ঐ সকলের অসত্যতার প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই, পরন্তু সত্যতার প্রমাণ পদে পদে দেখিতে পাওয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় জ্বর প্রভৃতি রোগ সকল এবং রক্তস্রাব, গর্ভস্রাব ও গর্ভপাতের সম্ভাবনা হইলে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত মাসানুমাসিক প্রযোজ্য ভেষজ সকলের অপূর্ব্ব উপকারিতা আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী ব্যক্তিমাত্রেরই সুপরিজ্ঞাত। ঐ সকল ভেষজদ্রব্যের ব্যবস্থাপক মহর্ষিগণ দ্রব্যসমূহের অদ্ভুত প্রভাব সম্বন্ধে যে কতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা যদি পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তবে তাঁহারা ঐ সকলের আশ্চর্য্যজনক উপকারিতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইবেন। এতদ্ভিন্ন মূঢ়গর্ভের (Unnatural Labour) চিকিৎসা, বর্ত্তমান অবনতির দিনেও আয়ুর্ব্বেদে যেরূপভাবে বর্ণিত আছে, উহা দেখিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্য-প্রথায় প্রসবকার্য্য, প্রয়োজনানুসারে প্রসূতি ও সন্তানের উপর শস্ত্রপ্রয়োগ প্রভৃতি কার্য্য সকল সুশ্রুতোক্ত "উৎকর্ষণাপকর্ষণস্থানাপবর্ত্তনোদ্বর্ত্তনোৎকর্ত্তনভেদনচ্ছেদনপীড়নর্জ্জুকরণদারণাদি" (সুঃচিঃ১৫শ অঃ) কর্ম্মসমূহের অন্তর্ভূত। এতদ্ভিন্ন সুশ্রুতোক্ত মূঢ়গর্ভের গতিসকলের ও তাহাদের প্রতীকারক উপদেশ সকলের সম্যক্ আলোচনা করিলে কোন্ ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন যে, কেবল "অপবর্ত্তন" (Turning) নহে, পরন্তু

"উদর-বিদারণ" (ceaserion section) গর্ভদারণ (embryotomy) প্রভৃতি শস্ত্রকর্ম্মসকলও একদিন কৌমারভৃত্যক বৈদ্যগণের অতি সহজ সাধ্য ব্যাপার ছিল।

পাশ্চাত্য-চিকিৎসার বর্ত্তমান উন্নতির দিনে স্ত্রীরোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল অভিনব উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, এককালে আয়ুর্ব্বেদেও সেই সকল উপায় অবলম্বিত হইত। তাঁহারা যে ক্ষেত্রে Cotton wool pledget এর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তথায় আয়ুর্ব্বেদের ব্যবস্থা পিচুধারণ, স্বস্থানচ্যুত যোনিব্যাপদে (Displacements) এবং অণ্ডী ভিন্ন সূচীমুখী (Imporforate hymen) প্রভৃতি অস্বাভাবিক যান্ত্রিক বিকৃতিতে যেমন হস্ত বা যন্ত্র প্রয়োগাদি দ্বারা সংশোধনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, আয়ুর্ব্বেদও তাদৃশস্থলে ঐসকল বিধিব্যবস্থার উপদেশ দিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন প্রদর প্রভৃতি ব্যাধিজন্য রোগিণীর কৃশতা ও দুর্ব্বলতা নিবারণকল্পে কড্‌লিভার অয়েল এবং বলকারক (Tonic) ঔষধের ব্যবস্থা করেন, আয়ুর্ব্বেদ সেখানে 'অশোকঘৃত' প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন; যেখানে সঙ্কোচক ঔষধ (astringent injection) প্রয়োজ্য, তথায় 'আরগ্বধাদি কষায়' দ্বারা যোনিধাবন করিতে দেওয়া হয়। এইরূপ অনেক ক্ষেত্রেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসা প্রণালীর সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান যে সকল জরায়ুব্যাধির (Diseases of womb) উল্লেখ করিয়া থাকেন, তৎসমুদয়ও আয়ুর্ব্বেদের বিংশতি প্রকার যোনিব্যাপদের অন্তর্ভূত। তবে বর্ণনা-প্রণালীর পার্থক্য-অনুসারে উভয়শাস্ত্রের কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হওয়া বিচিত্র নহে।

বহুদিন হইতে এদেশে আয়ুর্ব্বেদের শস্ত্রকর্ম্ম সকলের ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আর একজনও কবিরাজকে সুশ্রুতের উপদেশ-অনুসারে শস্ত্রকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে দেখাযায় না। সুতরাং উপদেষ্টার

অভাবে মূঢ় বা মৃতগর্ভশল্যোদ্ধরণের জন্য কিরূপে শস্ত্রব্যবহার করিতে হয়, তাহা আর কিছুমাত্র বুঝিবার উপায় নাই। অপিচ এই মূঢ়গর্ভের প্রতীকারের জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণকে পদে পদে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। যদিও গর্ভকালে মহর্ষিগণের উপদেশ মত চলিলে প্রসূতিগণের প্রসবকালে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। তথাপি যদি কদাচিৎ দৈববশতঃ মূঢ়গর্ভহেতু স্বাভাবিক প্রসবে বাধা উপস্থিত হয়, সেইরূপ ক্ষেত্রে প্রাচীন আচার্য্যগণ যে সকল অপূর্ব্ব কৌশল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় বর্ত্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু প্রসবকার্য্য এতাদৃশ দুরূহ ব্যাপার যে, উহা গ্রন্থপাঠে হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। সেজন্য মৃত বা মূঢ়গর্ভের প্রতিকারক ব্যাপার সকল উপযুক্ত গুরুর নিকট সবিশেষ যত্নসহকারে শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে কৌমারভৃত্যের সবিশেষ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য তাঁহাদের নিকট প্রসবকার্য্যের কৌশল সকল শিক্ষা করিলে, বর্ত্তমান যুগের আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়িগণের একটী গুরুতর অভাব দূরীভূত হয় বলিয়া আশা করা যায়। বিদ্যার সম্পূর্ণতার জন্য অন্যতর গুরুর শরণাপন্ন হওয়া আমাদেরই শাস্ত্রের উদার-উপদেশ। অযথা অসম্পূর্ণ আত্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া নিজের শাস্ত্রের ও দেশের অশেষবিধ কল্যাণ সাধনে পরাঙ্মুখ হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে,—যদি কৌমারভৃত্যের শস্ত্রসাধ্য ব্যাপারগুলি বিশেষজ্ঞ গুরুর নিকট শিক্ষা করিয়া আয়ুর্ব্বেদের উপদেশমত চিকিৎসা করা যায়, তাহাহইলে বর্ত্তমান সময়ের কায়চিকিৎসার ন্যায় কৌমারভৃত্যও একদিন চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিবে।

প্রাচীন মহর্ষিগণ মানব সকলের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলকামনা করিয়া তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, মানবের

ত্রিবিধ উন্নতিই যুগপৎ সাধিত হয়। তখন আর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। সেজন্য ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বিবাহ, দ্বিরাগমন, গর্ভাধান, সাধভক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপার গুলিকে অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্মময় সংস্কাররূপে পরিণত করিয়া গিয়া আর্য্যসন্তানগণের সুদীর্ঘ জীবন ও অক্ষুণ্ণস্বাস্থ্য লাভের একটী অপূর্ব্ব উপায় আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে আর সাধারণের ধর্ম্মের প্রতি তাদৃশ আস্থা নাই, কাজেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভাবে ভারতীয় আর্য্যগণ দিন দিন হীনবল ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছেন।

ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া সকলের পক্ষে উপযুক্ত নহে, অথচ সাধারণের স্বাস্থ্যহানির কথঞ্চিৎ প্রতিবিধানের চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থখানির প্রচারের উদ্দেশ্য। ইহাতে বিবাহ হইতে সন্তানের জন্ম পর্য্যন্ত যাবতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে মহর্ষিগণের অমূল্য উপদেশ সকল সংগৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা আর্য্যধর্ম্মের প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ নহেন, অথচ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য চেষ্টা ও সুসন্তান-কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এই গ্রন্থের দ্বারা স্বস্থবৃত্তির অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন।

অনভিজ্ঞতার ফলে মানুষকে অনেক সময় নানাপ্রকার দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পুত্র ও কন্যার কিরূপ বয়সে মিলন হওয়া বাঞ্ছনীয়, বিবাহের পরে স্বামী ও স্ত্রীর কিপ্রকার আচার ব্যবহার কর্ত্তব্য, গর্ভাধান হইতে প্রসবের পূর্ব্বপর্য্যন্ত গর্ভিণী সম্বন্ধে যাবতীয় বিধি-নিষেধ এবং প্রসবকালে ও তাহার পর সন্তানের পরিচর্য্যাদি সম্বন্ধে গৃহস্থের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রের উপদেশ সকল এইগ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগে প্রসূতিতত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের অবশ্য জ্ঞাতব্য কতিপয় বিষয়ের সার সঙ্কলন করিয়া দিয়া গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। কালক্রমে দেশের জলবায়ু পরিবর্ত্তনে ও বৈদেশিকগণের সংস্পর্শে যে কয়েকটী নূতন রোগ আমাদের দেশে দেখা দিয়াছে, সে সম্বন্ধেও

যথাকর্ত্তব্য উহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাধারণতঃ যাঁহারা প্রাচীন মহর্ষি প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থসমূহের পর্য্যালোচনা করিবার সুবিধা লাভ করেন নাই, তাদৃশ পল্লীবাসী চিকিৎসক ও গৃহস্থসাধারণের জন্য পুস্তকখানি বিরচিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহার দ্বারা কাহারও কিছু উপকার হইলে শ্রমসফল জ্ঞান করিব।

পরিশেষে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, মদীয় পূজ্যপাদ অধ্যাপক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের বহুদর্শিবিদ্ বৈদ্যরত্ন কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন বিদ্যানিধি কবিভূষণ এম্‌. এ.-এল্‌ এম্‌. এস্‌ মহোদয় এই গ্রন্থখানি পরিদর্শন ও পরিশিষ্টাংশটীর আমূল সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু কতকগুলি অত্যাবশকীয় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থরচনায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তাঁহার সাধু-সঙ্কল্পপূর্ণ হইলে আয়ুর্ব্বেদের মহদুপকার হইবে ভাবিয়া আমি উহাতে দুঃখিত না হইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিবার জন্য, আমার পরমহিতৈষী সংস্কৃত কলেজিয়েট্‌ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব আসিষ্টাণ্ট্‌ হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ বি. এ, পাবনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত এম্‌. এ এবং পাকুড়ের রাজজামাতা স্বর্গীয় জ্বালাপ্রসাদ পাড়ে প্রভৃতি বন্ধু মহোদয়গণ সাতিশয় উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। এজন্য আমি ইঁহাদের নিকটেও সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইঁহারা যদি আমায় পুনঃপুনঃ উদ্‌যুক্ত না করিতেন, তাহা হইলে আমার দ্বারা গ্রন্থপ্রকাশের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমার শেষোক্ত বন্ধু মহোদয় অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াই অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন। আজ যদি তিনি

জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে বোধহয় অভিমত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অধিকতর আনন্দিত হইতেন।

এস্থলে ইহাও অবশ্য বিজ্ঞাপ্য যে, এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচারের জন্য "জ্ঞানোদয়" "মারবারী" ও "ভারত" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হিন্দী সংবাদ পত্রসকলের সম্পাদক হিন্দীভাষার সুলেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঝাবরমল্ল শর্ম্মা মহোদয় ইহার হিন্দী অনুবাদ করিতেছেন। বোধহয় তিনি অচিরে উহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন। মাদৃশজনের কার্য্যে অনুরাগ প্রকাশের জন্য আমি উঁহাকে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নিজের লেখা পুস্তকের নিজেই প্রুফ সংশোধন করিয়াছি, কাজেই ইহাতে অনেক ভুল থাকিবার কথা; সেজন্য সাধারণের নিকট বিনীতভাবে ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। তদ্ভিন্ন যদি কিছু অসঙ্গতি থাকে, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে যথাসাধ্য সংশোধন করিয়া দিবার চেষ্টা করিব। ইতি

সঞ্জীবন-ঔষধালয়।
১০৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
আশ্বিন, ১৩২০ সাল।

শ্রীরাখালদাস সেনগুপ্ত।

সূচীপত্র

বিবাহ ... ১

দ্বিরাগমন ও অকালগর্ভাধান

দোষ ... ৬

শুক্রবিজ্ঞান ... ৯

বিশুদ্ধ শুক্র ১০

অবিশুদ্ধ শুক্র ১০

শুক্রদোষ-চিকিৎসা ... ১২

[illegible] ... ১৫

সুধারত ... ১৫

পূর্ণচন্দ্ররস ... ১৬

আর্ত্তব-শোণিত-বিজ্ঞান ১৭

বিশুদ্ধ আর্ত্তবশোণিত ... ১৮

অবিশুদ্ধ আর্ত্তবশোণিত ১৯

আর্ত্তব-দোষ-চিকিৎসা ২০

ঋতুমতী লক্ষণ ... ২১

ঋতুকালকর্ত্তব্য ... ২২

গর্ভাধান ও সহবাস ২৩

অপত্যার্থী পুরুষের কর্ত্তব্য ২৬

গর্ভোৎপত্তি ... ২৭

গর্ভানুৎপত্তি ... ২৮

গর্ভের কারণ-সম্পত্তি ... ৩০

বন্ধ্যাকারণ ... ৩২

স্বল্পসন্তানহেতু ... ৩২

বন্ধ্যাচিকিৎসা ... ৩৩

গর্ভিণী-লক্ষণ ... ৩৪

গর্ভিণী-ব্যবহারবিধি ... ৩৫

গর্ভিণীর প্রতিব্যবহারবিধি ৩৬

দোহদ বা সাধভক্ষণ ... ৩৭

গর্ভ-বিজ্ঞান ... ৩৯

পুত্রকন্যা ও নপুংসকোৎপত্তি-হেতু ... ৩৯

যমজসন্তান ... ৩৯

গর্ভস্থ শিশুর বর্ণোৎপত্তি ৩৯

গর্ভস্থ শিশুর অঙ্গাভিব্যক্তি ৪০

গর্ভস্থ শিশুর অঙ্গবিকৃতি ৪০

গর্ভস্থশিশুর জীবনোপায় ৪১

গর্ভস্থ শিশুর মলমূত্রাদির অভাবহেতু ... ৪২

গর্ভস্থ শিশুর প্রকৃতি-পরিজ্ঞান ... ৪২
গর্ভস্থ সন্তান-পরিজ্ঞান ... ৪৪
প্রতিমাসিক গর্ভবিবরণ ৪৫
গর্ভিণী-রোগাধিকার ৪৭
অনাগত-ব্যাধি-প্রতিষেধ ৪৭
গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব প্রতীকার ... ৫১
গর্ভবেদনা প্রতীকার ... ৫৩
গর্ভিণীর জ্বর চিকিৎসা ৫৬
গর্ভচিন্তামণি রস ... ৫৭
অতিসার-চিকিৎসা ৫৭
গ্রহণী-চিকিৎসা ... ৫৯
লবঙ্গাদিচূর্ণ ... ৫৯
শ্বাসকাসাদি চিকিৎসা ৬০
সিতোপলাদিলেহ ... ৬০
ইন্দুশেখর রস ... ৬০
গর্ভোপঘাত-বিজ্ঞান ৬১
গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত ৬১
গর্ভস্রাব-প্রতীকার ৬২
স্থানভ্রষ্ট গর্ভ ... ৬৪
উপবিষ্টক ও নাগোদর ৬৫
উপবিষ্টক ও নাগোদর-চিকিৎসা ৬৫
অসম্বর্দ্ধিত-গর্ভ-প্রতীকার ৬৬
প্রসবকাল—
সূতিকাগৃহ ... ৬৭
স্বাভাবিকপ্রসব লক্ষণ ... ৬৮
আসন্ন-প্রসব-লক্ষণ ... ৬৮
প্রসবকাল কর্ত্তব্য ... ৬৮
প্রবাহণ ... ৬৯
অকাল-প্রবাহণ-দোষ ৬৯
মূঢ়গর্ভ— ... ৭০
মূঢ়গর্ভের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ৭২
মূঢ়গর্ভিণীর অরিষ্ট লক্ষণ ৭২
মূঢ়গর্ভ প্রতীকার ... ৭২
মৃতগর্ভনিদান ... ৭৪
মৃতগর্ভপ্রতীকার ... ৭৪
সুখপ্রসব যোগ ... ৭৭
প্রসবানন্তর কর্ত্তব্য ... ৭৯
অমরাপতন ... ৭৯
অপাতিত অমরার প্রতীকার ... ৮০
শিশুপরিচর্য্যা ... ৮১
নাড়ীচ্ছেদ ... ৮২
ধাত্রী-নির্ব্বাচন ... ৮৪
প্রসূতি-পরিচর্য্যা ... ৮৫
প্রসূতি-কর্ত্তব্য ... ৮৬

সূতিকাকাল ও পুন-
গর্ভাধান ... ৮৭

প্রসূতি রোগাধিকার

মৃত বা মূঢ়গর্ভার চিকিৎসা ৮৮
বলা তৈল ... ৮৯
মক্কল্লশূল চিকিৎসা ৯১
সূতিকারোগ-নিদান ৯২
সূতিকারোগচিকিৎসা ৯৩
অমৃতাদি ... ৯৩
হ্রীবেরাদি ... ৯৩
সহচরাদি ৯৪
দেবদার্ব্বাদি ... ৯৪
পঞ্চকাঞ্জিক ... ৯৪
সৌভাগ্যশুণ্ঠী .. ৯৫
সূতিকারিরস ... ৯৬
সূতিকারি রস ... ৯৬
স্তন্যবিজ্ঞান ... ৯৭
বিশুদ্ধস্তন্য ... ৯৭
নির্দ্দুষ্টস্তন্য .. ৯৭
স্তন্যদুষ্টি-কারণ ... ৯৮
দূষিতস্তন্য-লক্ষণ ... ৯৮
স্তন্যদুষ্টি প্রতীকার ৯৯
স্তন্যবৃদ্ধিকর যোগ ... ১০১
স্তনবিদ্রধি ... ১০২
স্তনবিদ্রধি প্রতীকার ১০৪
প্রদররোগ-নিদান ১০৬
প্রদরচিকিৎসা ... ১০৯
কুটজাষ্টক ... ১১১
পুষ্যানুগচূর্ণ ... ১১১
পুষ্করলেহ ... ১১২
প্রদরান্তকলৌহ .. ১১৩
প্রদরান্তক রস ... ১১৪
শীতকল্যাণঘৃত ... ১১৪
অশোকঘৃত ... ১১৫
বৃহৎ-শতাবরীঘৃত ... ১১৬
অশোকারিষ্ট ... ১১৬
যোনিব্যাপৎ ... ১১৭
যোনিব্যাপৎ চিকিৎসা ১২৪
ফলকল্যাণ ঘৃত ... ১২৮
কুমারকল্পদ্রুম ঘৃত ... ১২৯
কন্দরোগ ... ১৩০
কন্দরোগ চিকিৎসা ... ১৩২
রক্তগুল্ম ... ১৩২
রক্তগুল্মের নিদান ... ১৩২
রক্তগুল্মের লক্ষণ ... ১৩৩
গর্ভভ্রান্তি ... ১৩৩
রক্তগুল্ম ও গর্ভের পার্থক্য ১৩৩

রক্তগুল্ম-চিকিৎসা ১৩৪
কাঙ্কায়ন গুড়িকা ... ১৩৫
পঞ্চাননরস ... ১৩৬
গুল্মকালানলরস ... ১৩৬
ত্রায়মাণাদ্য ঘৃত ... ১৩৭
বাসাঘৃত ... ১৩৭
দন্তীহরীতকী ... ১৩৮
শিশু-চিকিৎসা ... ১৩৯
ভদ্রমুস্তাদি ... ১৪১
হরিদ্রাদি ... ১৪১
ধাতক্যাদি ... ১৪১
বালচতুর্ভদ্রিকা ... ১৪১
শৃঙ্গাদিচূর্ণ ... ১৪১
কণাদিলেহ ... ১৪২
পুষ্করাদিচূর্ণ ... ১৪২
নাগরাদি ... ১৪২
পটোলাদি ... ১৪৩
লবঙ্গচতুঃসম ... ১৪৩
দাড়িম্বচতুঃসম ... ১৪৩
বালাকুটজাবলেহ ... ১৪৩
অষ্টমঙ্গলঘৃত ... ১৪৪

পরিশিষ্ট—

শ্রোণিচক্র ... ১
প্রসবলক্ষণ ... ৬
প্রসবের তিন অবস্থা ৮
প্রসবকালে কর্ত্তব্য... ১১
প্রসূয়মাণ অবস্থায় কর্ত্তব্য ১২
প্রসবান্তে কর্ত্তব্য ... ১৬
গর্ভিণীর বিপৎসমূহ ২১
শোথ ... ২২
রক্তামাশয় ... ২২
গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত ২২
গর্ভাপস্মার ... ২৪
প্রসূতির বিপৎ সমূহ ২৫
সূতিকা সন্নিপাত ২৫
জরায়ুবিকৃতি ... ২৫
নূতন স্ত্রীরোগ ... ২৭
বিষমেহ ... ২৮
ফিরঙ্গরোগ ... ২৮
শিশু পরিচর্য্যা ... ২৯
আহার ... ২৯
স্নান ... ৩০
শিশু রোগ সমূহ... ৩০
নাভিরোগ ... ৩০
ধনুষ্টঙ্কার বা পেঁচোয় পাওয়া ... ৩১
চোকউঠা ... ৩১

তড়কা ... ৩২
পেটের অসুখ ... ৩২
কোষ্ঠ কাঠিন্য ... ৩২

— —

চিত্রসূচী—

শ্রোণিচক্র ... ১
জরায়ু ... ৩
প্রসবোন্মুখ সন্তান ... ৯

প্রসূতিতন্ত্র

বা

আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা

প্রথম অধ্যায়।

বিবাহ।

বিবাহ প্রাচীন আর্য্য সমাজেব একটী পবিত্র ধর্ম্মময় সংস্কার বিশেষ। ইহা পাশ্চত্য সমাজের ন্যায় দাম্পত্য বন্ধনের চুক্তি বিশেষ নহে।

প্রচীন কালে আর্য্যগণ অত্যন্ত পরলোক বিশ্বাসী ছিলেন। তাহারা পরলোকে সুখ কামনায় ইহলোকে জীবনব্যাপী কঠোর সংযমের সহিত ধর্ম্ম কর্ম্মাদি করিতেন, দেহান্তে পিণ্ডপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় পুত্রের উদ্দেশ্যে বিবাহ করিয়া পত্নীকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিতেন। সংসারের প্রতি মঙ্গলময় কার্য্যে, ধর্ম্ম-সাধনায়,পত্নী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগমন করিতেন। কদাচ কায়মনোবাক্যে স্বামীর প্রতিকূলাচরণ করিতেন না। তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তানগণও পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে পূজা করিত; পিতার জন্য ইহজীবনের সর্ব্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

পদ্মরাগ মণির আকরে কখনই কাচের উৎপত্তি হইতে পারে না। ব্রহ্মচারী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ উদারহৃদয় মাতাপিতার মিলনে গুণহীন সন্তানের জন্ম সম্ভবপর নহে। সেজন্য পূর্ব্বকালে বিবাহ দিবার সময় বর ও কন্যার গুণ এবং বংশমর্য্যাদা প্রভৃতি সবিশেষ অনুসন্ধানের বিষয় ছিল। কেহ কখনও গুণহীন পাত্রে কন্যাদান করিত না। যদিও কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ দেওয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের একান্ত অভিপ্রেত ছিল, তথাপি তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে,—"কন্যা ঋতুমতী হইয়া যাবজ্জীবন গৃহে থাকে, সেও ভাল। তথাপি তাহাকে গুণহীন পাত্রে সমর্পণ করিবে না।" ১। এজন্য তাঁহারা আরও বলিয়া গিয়াছেন যে— "সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, কুলে শীলে উৎকৃষ্ট, রূপবান্ বর পাইলে কন্যা বিবাহ-যোগ্যা না হইলেও তাহাকে যথাবিধানে সম্প্রদান করিবে"। ২। ফলকথা,—উপযুক্ত পাত্রের একান্ত আবশ্যক। সেজন্য কন্যার বিবাহ-যোগ্য বয়সের কিছু বাকী থাকুক অথবা বিবাহের বয়স কিছু অধিক হউক, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। একথা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকারগণ ও স্বীকার করিয়া থাকেন।

বিবাহকার্য্যে পাত্রের গুণ ও দোষ যেরূপ আলোচনার বিষয়; সেই রূপ কন্যার ও দোষ গুণ সবিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়। যেহেতু, গুণহীনার গর্ভজাত সন্তান কখনই সদ্‌গুণ সম্পন্ন হয় না। সেজন্য মহর্ষি মনু বলিয়াছেন যে,—"অনিন্দিতা কন্যাকে বিবাহ করিলে অনিন্দিত সন্তান জন্মগ্রহণ

১। "কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবেনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥"

২। "উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি॥"

মনুসংহিতা

করে এবং নিন্দিতাকে বিবাহ করিলে মনুষ্যগণের নিন্দিত সন্তান জন্মে। অতএব নিন্দিত বিবাহ-ত্যাগ করিবে। ১।

পূর্ব্বে শাস্ত্রবচন সর্ব্বথা প্রতিপালিত হইত। কাজেই, গুণহীন কন্যার বিবাহ হওয়া সমাজে একপ্রকার দুঃসাধ্য ছিল। সেজন্য কন্যার মাতাপিতা কন্যাকে আর্য্য পরিবারের গৃহিণীপদের যোগ্যা করিবার জন্য রীতিমত শিক্ষাদান করিতেন। তাঁহাদের সুশিক্ষার গুণে কন্যাগণ ধর্ম্ম-পরায়ণ, বিনীত-স্বভাব ও ভক্তি-শ্রদ্ধা-দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ সকলের দ্বারা সুশোভিত ছিল এবং বিবাহের পর স্বামিভবনে আসিয়া স্বকীয় গুণরাশির দ্বারা সকলকেই আপনার করিয়া লইত; বিলাসিনীদিগের ন্যায় স্বামী ভিন্ন আত্মীয় স্বজনকে অনাবশ্যক পরিজন বলিয়া ভক্তি ও স্নেহশূন্য চক্ষে দেখিত না। তখনকার আর্য্য পরিবার শান্তির আগার ছিল।

পূর্ব্বকালে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা ছিল। ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইত। কাজেই, যতদিন বালক বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গুরুর নিকট গার্হস্থ্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার অনুমতি না পাইত, ততদিন সে কখন মনেও স্ত্রীকল্পনা করিত না; বিবাহ তো দূরের কথা। তারপর, বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যখন সে আপনাকে সংসার পরিচালনে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিত, তখন বিবাহ করিত। নতুবা বিদ্যা-লাভে বিমুখ হইয়া কেহ কখনও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিবাহের জন্য উদ্‌যুক্ত হইত না।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন।

১। "অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ"
মনুসংহিতা

সেজন্য তাঁহারা বিবাহের কাল সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে,—"অভিমত বিদ্যালাভের পর, পঁচিশ বৎসরের পুরুষের সহিত বার বৎসরের কন্যার বিবাহ দিবে। তাহা হইলে,—পিতৃকুলের হিতকারক, ধার্ম্মিক, সংসারের উপকারক পুত্র পৌত্রাদি প্রাপ্ত হইবে। ১।"

সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মহর্ষি সুশ্রুতের বচনটী অতীব সমীচীন বলিয়াই বোধহয়। যেহেতু, ঐ সময়ের মধ্যেই বর্ত্তমান কালেও সাধারণতঃ বালকগণের বিদ্যাশিক্ষা এক প্রকার সমাপ্ত-প্রায় হইয়া থাকে; তখন তাহার উপর সংসারের ভার অর্পিত হয়। তদ্ভিন্ন যখন বয়সের পূর্ণতা হইতে থাকে, তখন স্ত্রী ও পুরুষের হৃদয়ে পরস্পর মিলনের একটা স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইতে থাকে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। সুতরাং ঐসময়ে স্ত্রী ও পুরুষের ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহ বন্ধন দ্বারা মিলন সংঘটিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বিবাহের অব্যবহিত পরেই গর্ভাধান কখনই কর্ত্তব্য নহে। একথা অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, বিবাহের পরে যুবক যুবতী একত্র মিলিত হইয়াও অসঙ্গত অবস্থায় অবস্থান করিবে, ইহা কখনই হইতে পারেনা। যদিও ব্রহ্মচারী সংযতেন্দ্রিয় পুরুষের পক্ষে এরূপ ব্যাপার দুঃসাধ্য নহে, তথাপি আমরা অকাল গর্ভাধানের নিবারণোপায় দ্বিরাগমন প্রসঙ্গে নির্দ্দেশ করিব। ফলকথা,—এদেশে ব্রহ্মচর্য্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। যতদিন না বালক মাত্রেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, ততদিন আর দেশের মঙ্গল নাই। অবৈধ উপায়ে অনিয়মিতরূপে ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিয়া হীনশুক্র ক্ষীণশক্তি যুবকগণের সন্তান সন্ততি কখনই সুস্থকায়, দীর্ঘজীবী, বুদ্ধি-স্মৃতি-মেধাশীল

১। "অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতি-বর্ষায় দ্বাদশবর্ষাং পত্নীমাবহেৎ
পিত্র্যধর্ম্মার্থকামপ্রজাঃ প্রাপ্স্যতীতি।"

সুশ্রুত সংহিতা

হইবে না। সুতরাং সে সকল সন্তানের দ্বারা দেশের বা দশের কোন প্রকার উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

আর এককথা,—অনেকে বলিতে পারেন যে, কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে পাত্রস্থ করা ধর্ম্মশাস্ত্রের অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম এবং আজ কাল অনেক কন্যাকে দ্বাদশ বর্ষের পূর্ব্বেই ঋতুমতী হইতে দেখাযায়, সেক্ষেত্রে কি প্রকারে দ্বাদশ বর্ষে ঋতুমতী কন্যার বিবাহ দেওয়া শাস্ত্রসঙ্গত হইতে পারে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, দ্বাদশবর্ষের পূর্ব্বেই কন্যার ঋতুমতী হইবার বিশিষ্ট কোন নিয়ম নাই। গ্রীষ্ম অপেক্ষা শীত প্রধান দেশের স্ত্রীলোকগণ কিঞ্চিৎ বিলম্বে ঋতুমতী হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন যে সকল কন্যা আমোদ প্রিয়, গৃহকর্ম্মে যোগদান করে না, সর্ব্বদা বিলাস বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য ব্যস্ত, চিত্তের উদ্বেগকর উপন্যাসাদি পাঠে নিরত, ব্রহ্মচর্য্য-হান,—তাহারাই দ্বাদশবর্ষের পূর্ব্বেই ঋতুমতী হইয়া থাকে। অতএব, যদি বর্ত্তমান সময়ে কন্যাগণকে সুশিক্ষা-দান, গৃহকর্ম্মে নিপুণ করিয়া বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে কন্যাগণের অকালে ঋতুমতী হইবার সম্ভাবনা থাকেনা। সুতরাং, ধর্ম্মহানির আশঙ্কা নাই। অধিকন্তু তাদৃশ শিক্ষিতা কন্যা, স্বামীর ভবনে গৃহিণী হইবার যোগ্যা এবং শ্রেষ্ঠ-সন্তান-জননী হইবে, সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিরাগমন ও অকাল-গর্ভাধান-দোষ।

বিবাহের পর স্বামিভবনে কন্যার দ্বিতীয়বার আগমনের নাম দ্বিরাগমন।

অতি প্রাচীন কালে অর্থাৎ বৈদিক সময়ে দ্বিরাগমনের কোনও উল্লেখ দেখাযায় না। যেহেতু, তখন বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল না। কন্যার বিবাহ যোগ্য বয়সে পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। তাহার পরবর্ত্তী কালে, যখন অল্পবয়সে বিবাহ দিয়া লোকে গৌরীদানের পুণ্যলাভ করিতে লাগিল। তখন হইতেই বোধ হয় দ্বিরাগমনের সূত্রপাত হয়। কেন না, অল্পবয়সে বিবাহ দেওয়া তখনকার কালে যুক্তিযুক্ত হইলেও অকালে স্বামী স্ত্রীর মিলন বাঞ্ছনীয় ছিল না। সেজন্য তাঁহারা বিবাহের অব্যবহিত পরেই কন্যাকে শ্বশুরভবনে পাঠাইয়া দিতেন না। কন্যা পিতৃগৃহেই বাস করিত। তারপর যখন তাহার বয়স যৌবন-সীমায় উপনীত হইত অর্থাৎ কন্যা গর্ভধানযোগ্যা হইত, তখন তাহাকে শুভদিনে সবিশেষ উৎসব সহকারে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইত। কাজেই, স্বামী স্ত্রীর অসময়ে মিলন জন্য যে বিষময় ফল ফলিয়া থাকে, তাহা আর হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। বাস্তবিকই দ্বিরাগমনের যদি এইরূপ উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এ প্রথা অতীব সুন্দর।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের দ্বিরাগমন প্রথা অন্যরূপ। এখন বিবাহের অব্যবহিত পরেই দ্বিরাগমন কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। কন্যার বয়স অথবা শারীরিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে কোনও লক্ষ্যরাখা হয় না।

সুতরাং, বিবাহের পর হইতেই স্বামী স্ত্রীর একত্র রাত্রিবাস প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত দূষনীয় প্রথা। এপ্রথা অচিরে ত্যাগ-করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। যেহেতু আজকাল ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে, স্ত্রী পুরুষ কেহই জানে না। কুসংসর্গে ও কুশিক্ষার দোষে সকলেই বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই চরিত্র নষ্ট করিয়া থাকে। বিবাহের বহুপূর্ব্ব হইতেই বিবাহের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া থাকে, সুতরাং অপ্রাপ্ত-বয়সেই স্বামী ও স্ত্রী মানসিক উত্তেজনা বশতঃ অবৈধভাবে মিলিত হইয়া থাকে। কাজেই, প্রতিনিয়ত মানসিক বৃত্তির উত্তেজনায় ও অপব্যবহারে অসময়ে কন্যা ঋতুমতী হয় এবং অকালে গর্ভাধান হয়। সেই অকাল-গর্ভজাত সন্তান অতি অল্পকাল মধ্যেই, এমন কি সূতিকাগৃহেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দ্বাদশবর্ষে বিবাহ হইলে অবশ্য অকালে গর্ভধান হইবে এবং তাহাতে অক্ষম, রুগ্ন ও অচিরজীবী সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, এই আশঙ্কায় বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত সমাজ অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন এবং তাহার প্রতিকারের জন্য অধিক বয়সে কন্যা পুত্রের বিবাহ দিবার বিষয়ে অত্যন্ত উদ্‌যোগী হইয়াছেন। কিন্তু এবিষয়ে আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁহারা পুনরায় যাহাতে আমাদের সমাজে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সেবিষয়ে চেষ্টা করুন। নচেৎ, পবিত্র আর্য্য সমাজ অধঃপাতের চরমসীমায় উপনীত হইবে।

আমাদের মতে বাল্যবিবাহ অনিষ্টকর নহে, বাল্যে গর্ভাধানই যত অনিষ্টের মূল। পক্ষান্তরে বাল্যবিবাহের অনেক সুবিধা ও স্থায়িফল দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু, বাল্যের অবসানে যৌবনের প্রারম্ভেই মানুষের হৃদয়ে পরস্পর মিলনের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহা যাহাতে বিপথে না যাইতে পারে, সেজন্য যথাসময়ে একটা ধর্ম্ম-বন্ধন স্থাপনের জন্য শাস্ত্রের উপদেশ—বিবাহ। অল্পবয়সের সংস্কার সহজে মুছিয়া যায় না। চাণক্য বলেন,—“যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ।”—

এই কাঁচা মাটির পাত্রের ন্যায় সুকুমার বয়সে মনের উপর সংস্কারনিবেশ মনোবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুমোদিত কৌশল। সুতরাং, যদি বাল্যে বিবাহ দেওয়া হয় এবং কন্যা পুত্র যদি ব্রহ্মচারী ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে কেহ কখনও দাম্পত্যধর্ম্ম স্মরণ করিয়া অজিতেন্দ্রিয় হইতে সাহসী হইবে না। তারপর গর্ভাধান যোগ্য বয়সে দ্বিরাগমনের দ্বারা উভয়ের মিলন সংঘটিত হইলে, কোনরূপ অনুশোচনার কারণ থাকিবে না। আর যদি, বাল্যবিবাহ বাল্যে গর্ভাধানের নামান্তর হয়, তবে বাল্যবিবাহ অবশ্যই সবিশেষ অনিষ্টজনক, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বাল্যে গর্ভাধান হইলে, তাহার যে কি বিষময় ফল ফলিয়া থাকে, সে বিষয়ে মহর্ষি সুশ্রুত যাহা বলিয়াছেন,তাহা শ্রবণ করুন। তিনি বলেন,— "যদি ষোল বৎসরের কম বয়সের কন্যাতে পাঁচিশ বয়সের কম বয়সের যুবক গর্ভাধান করে; তাহা হইলে, সেই গর্ভস্থ সন্তান গর্ভমধ্যেই বিনষ্ট হয়। আর তাহা না হইয়া, যদি সন্তান জন্মগ্রহণই করে; তাহা হইলে, সেই সন্তান দীর্ঘজীবী হয় না। অথবা, যদি সে বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ইন্দ্রিয় সকল দুর্ব্বল হয়। অতএব কন্যার গর্ভাধান-যোগ্য বয়স না হইতেই, তাহাতে অল্পবয়স্ক পুরুষের গর্ভাধান করা, কখনই কর্ত্তব্য নহে।"

মহর্ষি সুশ্রুত, কন্যার দ্বাদশ বর্ষে বিবাহ এবং ষোড়শ বর্ষে গর্ভাধান বিধেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব, দ্বাদশবর্ষে কন্যার বিবাহ দিয়া ষোড়শ বর্ষে তাহার দ্বিরাগমনের ব্যবস্থা করিলে, স্বাস্থ্যো-

" ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে ॥
জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥" সুশ্রুতসংহিতা।

পদেশক ধর্ম্মজ্ঞ ঋষির আদেশ প্রতিপালিত হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে কেহ যেন মনে না করেন যে, তাহা হইলে মহর্ষির আদেশমত পুত্রের বয়স পঞ্চবিংশতি থাকে না, অধিক হইয়া পড়ে। ইহা দোষের নহে, পুত্রের আঠাইশ উনত্রিশ বয়সে সন্তান জন্মিলে অক্ষম ও রুগ্ন হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু পিতার অকালে পরিবার বৃদ্ধির জন্য ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়।

শুক্র-বিজ্ঞান।

মানুষ যে সকল দ্রব্য আহার করিয়া থাকে, সেই সকল ভুক্ত পদা-র্থের রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা ও মজ্জা হইতে শুক্র জন্মিয়া থাকে। এই সাতটী পদার্থকে ধাতু বলে। (১)। ইহারা শরীর ধারণের প্রধান উপকরণ।

সপ্তধাতুর মধ্যে শুক্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাতু। শুক্রই পুরুষের পুরুষত্ব। অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিয়া শুক্রক্ষয় করিলে, মানুষের বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা, উৎসাহ, অধ্যবসায়, শক্তি, সামর্থ্য প্রভৃতি সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাদৃশ পুরুষ মনুষ্যোচিত কোন কার্য্যেই যোগ্যতা লাভ

" রসাসৃঙ্‌মাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রাণি ধাতবঃ

সুশ্রুত সংহিতা

করিতে পারে না, দুর্ব্বহ দুঃখময় জীবন অতিবাহিত করিতে করিতে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। শুক্ররক্ষার নামই ব্রহ্মচর্য্য। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারাই সংসারের যাবতীয় সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন এবং সুদীর্ঘ-জীবন ও অক্ষুণ্ণ-স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন।

বিশুদ্ধ শুক্র সন্তানোৎপত্তির অন্যতম বিশিষ্ট উপাদান। শুক্র দোষযুক্ত হইলে, তাহা হইতে কখনই সন্তান জন্মিতে পারে না। বিশুদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দোষ বর্জ্জিত শুক্র স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল, দ্রব অর্থাৎ তরল, (গলিত রৌপ্যাদি ধাতুর ন্যায় ; জলবৎ নহে।) স্নিগ্ধ, মধুর এবং মধুর ন্যায় গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন,—তৈল অথবা মধুর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট শুক্র ও ভাল। ১।

অবিশুদ্ধ শুক্র সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হয় না। যাহারা অহিতকর আহার বিহার করে, তাহাদের বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া শুক্রধাতুকে বিকৃত করে। বিকৃত শুক্র,—বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, কুণপ অর্থাৎ শবের ন্যায় দুর্গন্ধ যুক্ত, গ্রন্থিবিশিষ্ট, পূতি অর্থাৎ পচাগন্ধ যুক্ত, ক্ষীণ এবং মূত্র ও পুরীষ-গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। ২।

শুক্র বায়ু দ্বারা দূষিত হইলে, অরুণ-কৃষ্ণাদিবর্ণযুক্ত ও সূচীভেদবৎ বেদনা বিশিষ্ট; পিত্ত দ্বারা দূষিত হইলে,—নীলপীতাদিবর্ণযুক্ত ও পিত্ত জন্য যন্ত্রণা বিশিষ্ট ; কফ দ্বারা দূষিত হইলে,—শুক্লবর্ণ ও কণ্ডূতি বিশিষ্ট;

১। "স্ফটিকাভং দ্রবং স্নিগ্ধং মধুরং মধুগন্ধি চ।
শুক্রমিচ্ছন্তি কেচিত্তু তৈলক্ষৌদ্রনিভং তথা।"

২। "বাত-পিত্ত-শ্লেষ্ম-কুণপ-গ্রন্থি-পূতি-পূয়-ক্ষীণ-মূত্র-পুরীষ-রেতসঃ প্রজোৎপাদনে ন সমর্থা ভবন্তি।"

সুশ্রুত সংহিতা

রক্ত দ্বারা দূষিত হইলে শোণিতবর্ণ ও বেদনাযুক্ত এবং শবগন্ধি ও পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে।১

এতদ্ভিন্ন বাতশ্লেষ্ম-দোষে শুক্র গ্রন্থিযুক্ত, পিত্তশ্লেষ্ম-দোষে পূতিগন্ধময় ও পূযসদৃশ, বাতপিত্ত দোষে পূর্ব্বোক্ত দোষযুক্ত ও ক্ষীণ এবং বাতাদি-ত্রিদোষ যুক্ত হইলে শুক্র, মূত্র ও পুরীষগন্ধি হইয়া থাকে। ২। ইহাদিগের মধ্যে কুণপগন্ধি, গ্রন্থিযুক্ত, পূতি ও পূয় সদৃশ এবং ক্ষীণ শুক্র কৃচ্ছ্রসাধ্য; মূত্র ও পুরীষগন্ধি অসাধ্য। তদ্ভিন্ন অন্য প্রকার শুক্রদোষ সাধ্য অর্থাৎ চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হইতে পারে। ৩

১। "তেষু বাতবর্ণবেদনং বাতেন। পিত্তবর্ণবেদনং পিত্তেন। শ্লেষ্মবর্ণ-বেদনং শ্লেষ্মণা। শোণিতবর্ণবেদনং কুণপগন্ধ্যনল্পং রক্তেন।"

সুশ্রুত সংহিতা।

২। "গ্রন্থিভূতং শ্লেষ্মবাতাভ্যাং। পূতিপূয়নিভং পিত্তশ্লেষ্মভ্যাং।
ক্ষীণং প্রাগুক্তং পিত্তমারুতাভ্যাং। মূত্রপুরীষগন্ধি সন্নিপাতেনেতি।"

৩। তেষু কুণপগ্রন্থিপূতিপূয়ক্ষীণরেতসঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যাঃ,
মূত্রপুরীষরেতসস্ত্বসাধ্যাঃ; সাধ্যমন্যচ্চেতি"

সুশ্রুত সংহিতা।

চতুর্থ অধ্যায়।

শুক্রদোষ চিকিৎসা।

বায়ু, পিত্ত ও কফ জনিত শুক্রদোষে, বাতাদি দোষ নাশক ভেষজ সকলের দ্বারা ঘৃতপাক করিয়া খাইতে দিবে এবং ঐ সকল ভেষজদ্বারা তৈলপাক করিয়া বস্তিপ্রদেশে স্বেদ দিবে অথবা ঐ তৈলের উত্তরবস্তি অর্থাৎ মূত্রদ্বারে পিচকারী দিবে। ১

শুক্র কুণপগন্ধি অর্থাৎ শবের ন্যায় গন্ধযুক্ত হইলে, নিম্নলিখিত প্রকারে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। ২

গব্যঘৃত ৴৪ সের। ক্বাথার্থ,—ধাইফুল, খদিরকাষ্ঠ, দাড়িমের খোসা, অর্জ্জুন ছাল,—ইহাদের মিলিত ওজন ১২।৷০ সাড়ে বারসের। পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ঐ সকল দ্রব্যই মিলিত ৴১ একসের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ।৷০ আধ তোলা। অনুপান দুগ্ধ।

অথবা শালসারাদিগণীয় দ্রব্যসমূহের ক্বাথ ও কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া প্রত্যহ ।৷০ আধ তোলা মাত্রায় খাইতে দিবে। ৩

শালসারাদিগণ যথা,—"শাল, অসন, খদির, শ্বেতখদির (পাপড়ি-

১। "তেষ্বাদ্যান্ শুক্রদোষাংস্ত্রীন্ স্নেহস্বেদাদিভির্জয়েৎ।
ক্রিয়াবিশেষৈর্মতিমাংস্তথা চোত্তরবস্তিভিঃ।"

২। "পায়য়েত নরং সর্পি ভিষক্ কুণপরেতসি।
ধাতকীপুষ্পখদিরদাড়িমার্জ্জুনসাধিতম্॥"

৩। "পায়য়েদথবা সর্পিঃ শালসারাদিসাধিতম্।"

সুশ্রুত সংহিতা।

খয়ের) তমাল, সুপারি, ভূর্জ্জপত্র, মেষশৃঙ্গী, তিনিস, চন্দন, রক্তচন্দন, শিশু, শিরীষ, পিয়াল, ধব, অর্জ্জুন, তাল, শেগুন, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ লতাশাল, অগুরু ও কালীয়ককাষ্ঠ। ১

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকলের মিলিত ওজন ১২।।০ সাড়ে বার সের,৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ কাথের সহিত /৪ চারি সের ঘৃত এবং কল্কার্থ পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসকল মিলিত /১একসের পরিমাণে বাটিয়া ঐ সঙ্গে দিয়া পাক করিবে। পাকশেষ হইলে ঘৃত নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

শুক্র গ্রন্থিভূত হইলে, শটী দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া খাইতে দিবে। ২

(ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ, শটী সাড়ে বার সের। পাকার্থ, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬সের। কল্কার্থ,শটী /১এক সের। যথাবিধানে পাক করিবে।)

অথবা পলাশক্ষার দ্বারা ঘৃতপাক করিয়া খাইতে দিবে। ৩

(পলাশ ছাল ভস্ম /৮সের। পাকার্থ জল ৪৮ সের শেষ ২৪সের। সাতবার ঐ ক্ষারজল ছাঁকিয়া সেই ক্ষারজলে /৪সের ঘৃতপাক করিবে)।

শুক্র পূযের মত হইলে, পরূষকাদি ও ন্যগ্রোধাদিগণীয় দ্রব্য সকল দ্বারা ঘৃত প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিবে। ৪

পরূষকাদি,—ফলসা, দ্রাক্ষা, কায়ছাল; দাড়িম, পলাশ, নির্ম্মলীফল, শিরীষ, জায়ফল, আমলা, হরীতকী ও বহেড়া।" ৫

২। "শালসারাজকর্ণখদিরকদরকালস্কন্ধক্রমুকভূর্জ্জমেষশৃঙ্গীতিনিসচন্দনকুচন্দনশিংশপা শিরীষাসনধবার্জ্জুনতালশাকনক্তমালপূতিকাশ্বকর্ণাগুরূণি কালীয়কঞ্চেতি।"

সুশ্রুত সংহিতা।

১। ২।—"গ্রন্থিভূতে শটীসিদ্ধং পালাশে বাপি ভস্মনি।"

৩। "পরূষকবটাদিভ্যাং পূয়প্রখ্যে চ সাধিতম্।"

৪। "পরূষকদ্রাক্ষাকট্ফলদাড়িম্বরাজাদনকতকফলশাকফলানি ত্রিফলা চেতি।"

সুশ্রুত সংহিতা।

ন্যগ্রোধাদি,—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, যষ্টিমধু, আমড়া, অর্জ্জুন, আম্র, কোশাম্র, পিড়িংশাক, তেজপত্র, বড়জাম, ক্ষুদেজাম, পিয়াল, মৌল, কট্‌কী, বেতস, কদম্ব, কুল, রক্তলোধ, শল্লকী, লোধ, সাবরলোধ, ভেলা, পলাশ ও মেষশৃঙ্গী। ১

পূর্ব্বোক্ত পদ্মকাদি অথবা ন্যগ্রোধাদিগণীয় দ্রব্যসকল ১২॥০ সাড়ে বার সের ওজনে লইয়া ৬৪ সের জল দিয়া পাক করিবে। ষোলসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং ঐ ক্বাথে ⁄৪ চারি সের ঘৃত দিয়া পাক করিবে। কল্ক,—ঐ পদ্মকাদি বা ন্যগ্রোধাদিগণীয় দ্রব্যসকল ⁄১ একসের পরিমাণে লইয়া ঘৃতপাক কালে দিবে। পাক সমাপ্ত হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ আধ তোলা, অনুপান দুগ্ধ।

মূত্র বা পুরীষগন্ধি শুক্রদোষে—চিতারমূল,বেণারমূল ও হিং, এই সকল দ্রব্যদ্বারা ঘৃতপাক করিয়া খাইতে দিবে। ২

বিশেষ দ্রষ্টব্য,—পূর্ব্বে যেসকল দ্রব্যদ্বারা ঘৃতপাক করিয়া পান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ সকল দ্রব্যের পাচন প্রস্তুত করিয়াও রোগীকে দিতে পারা যায়। পাচন করিবার নিয়ম এইরূপ,—যেসকল দ্রব্যের পাচন করিয়া খাওয়াইতে হইবে, তাহাদের মিলিত ওজন দুই তোলা পরিমাণে লইয়া আধসেরে জলে সিদ্ধ করিবে। আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং ঐ ক্বাথ পান করিতে দিবে।

শুক্রক্ষীণ হইলে, নিম্নলিখিত শুক্রবর্দ্ধক ঔষধ সকল সেবন করিতে দিবে।

১। "ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষমধুকপীতনককুভাম্রকোশাম্রচোরকপত্র-জম্বুদ্বয়পিয়ালমধুকরোহিণীবঞ্জুলকদম্ববদরীতিন্দুকীশল্লকীরোধ্রসাবর-রোধ্রভল্লাতকপলাশনন্দীবৃক্ষশ্চেতি।"

২। "বিট্‌প্রভে পায়য়েৎ সিদ্ধং চিত্রকোশীরহিঙ্গুভিঃ।"

সুশ্রুত সংহিতা।

অপত্যকর যোগ।

আলকুশীবীজ, মাষকলাই, খেজুর, শতমূলী, পানিফল ও কিসমিস,—মিলিত /২ দুইসের, /৪ চারিসের দুগ্ধ ও /৪ চারিসের জলে পাক করিবে। যখন /২ দুইসের অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া পরিষ্কৃত পাতলা কাপড়ে বেশ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে বংশলোচন চূর্ণ ৮পল (৮আট তোলায় একপল হয়) চিনি ৮পল এবং নূতন গবাঘৃত ৮পল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২তোলা হইতে ৮ তোলা পর্য্যন্ত। সেবনান্তে ষষ্টিকান্ন পথ্য দিবে; ইহা অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক। নিয়মিতরূপে সেবন করিলে জরাজীর্ণ দুর্ব্বল ব্যক্তি ও যুবার ন্যায় শক্তিশালী হয় এবং সবলকায় সন্তান সন্ততি লাভ করে।১

বৃষ্যঘৃত।

নূতন গব্যঘৃত /৪ চারিসের। কল্কদ্রব্য,—জীবক, ঋষভক, মেদা (এই তিনটী দ্রব্য আজ কাল পাওয়া যায় না, সেজন্য ইহাদের পরিবর্ত্তে যথাক্রমে গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও অশ্বগন্ধা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।) জীবন্তী থুলকুড়ি, বড়থুলকুড়ি, খেজুর, যষ্টিমধু, কিসমিস, পিপুল, শুঁঠ, পানিফল, ভূমিকুষ্মাণ্ড—এই সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে

১ "আত্মগুপ্তাফলং মাষান্ খর্জ্জূরাণি শতাবরীম্।
শৃঙ্গাটকানি মৃদ্বীকাং সাধয়েৎ প্রস্থসম্মিতম্॥
ক্ষীরপ্রস্থং জলপ্রস্থতেৎ প্রস্থাবশেষিতম্।
শুদ্ধেন বাসসা পূতং যোজয়েৎ প্রস্থৈস্ত্রিভিঃ॥
শর্করায়াস্তুগাক্ষীর্য্যাঃ সর্পিষোঽভিনবস্যচ।
তৎ পায়য়েত সক্ষৌদ্রং ষষ্টিকান্নঞ্চভোজয়েৎ॥
জরাপরীতোঽপ্যবলো যোগেনানেন বিন্দতি।
নরোঽপত্যং সুবিমলং যুবেব চ স হৃষ্যতি॥"

চরকসংহিতা।

পেষণ করিয়া তাহার সহিত /৪ চারিসের দুগ্ধ ও ১২বার সের জল দিয়া পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ ঘৃত পাক করিবে। পাক শেষ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত /১ একসের চিনি ও /১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিবে। রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া মাত্রার ব্যবস্থা করিবে। ষষ্টিকান্নের সহিত অথবা দুগ্ধসহ ঘৃত খাইতে দিবে। ইহা অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক ও শ্রেষ্ঠ বৃংহণ। ১

পূর্ণচন্দ্র রস।

রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, শোধিত শিলাজতু, বিড়ঙ্গচূর্ণ ও শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেকে সমান। ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া ৬রতি পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা বৃষ্য অর্থাৎ অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক। ২

এতদ্ভিন্ন যে সকল আহার্য্য বস্তু মধুর, স্নিগ্ধ, আয়ুষ্কর, পুষ্টিকারক, গুরু ও মনের আহ্লাদজনক, তৎসমুদায়ই বৃষ্য অর্থাৎ শুক্রবর্দ্ধক বলিয়া জানিবে। ৩

১। জীবকর্ষভকৌ মেদাং জীবন্তীং শ্রাবণী-দ্বয়ং।
খর্জ্জূরং মধুকং দ্রাক্ষাং পিপ্পলীং বিশ্বভেষজম্॥
শৃঙ্গাটকং বিদারীঞ্চ নবং সর্পিঃ পয়ো জলম্।
সিদ্ধং ঘৃতাবশেষং তচ্ছর্করাক্ষৌদ্রপাদিকম্॥
ষষ্টিকান্নেন সংযুক্তমুপভোজ্যং যথাবলম্।
বৃষ্যং বল্যঞ্চ বর্ণ্যঞ্চ কণ্ঠ্যং বৃংহণমুত্তমম্॥" চরকসংহিতা।

২। "সূতাভ্রলৌহং সশিলাজতু স্যাদ্
বিড়ঙ্গ-তাপ্যং মধুনা ঘৃতেন।
সংমর্দ্দ্য সর্ব্বং খলু পূর্ণচন্দ্রো-
নামোঽস্য বৃষ্যোভবতি প্রযুক্তঃ।"
রসেন্দ্রসার সংগ্রহঃ।

"যৎকিঞ্চিন্মধুরং স্নিগ্ধং জীবনং বৃংহণং গুরু।
হর্ষণং মনসশ্চৈব সর্ব্বং তদ্বৃষ্যমুচ্যতে॥" চরকসংহিতা।

অমৃতপ্রাশ, বৃহচ্ছাগলাদ্য, বৃহদশ্বগন্ধা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘৃত সকলও অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক এবং সর্ব্বপ্রকার শুক্রদোষ নাশক ও অপত্যকর।

পঞ্চম অধ্যায়।

আর্ত্তব-শোণিতবিজ্ঞান।

যৌবন সমাগমে রমণীগণের রজোদর্শন হইয়া থাকে। ভুক্তদ্রব্যের রস হইতেই স্ত্রীগণের আর্ত্তব শোণিতের উৎপত্তি। ১

স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ রাজোদর্শন দ্বাদশবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশদ্‌বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। তারপর,—শরীর বৃদ্ধ হইলে অথবা তৎপূর্ব্বে কোনপ্রকার রোগাদি দ্বারা জরা-জীর্ণ হইলে আর রজো-দর্শন হয় না। ২

যে সকল স্ত্রীলোকের শরীর কোন প্রকার ব্যাধি দ্বারা পীড়িত বা অন্য কোন কারণে হীনবল বা অপরিপুষ্ট নহে, তাহাদের প্রতিমাসেই একবার করিয়া রজঃস্রাব হইয়া থাকে। ঐ স্রাব সাধারণতঃ তিন দিন

১। "রসাদেব স্ত্রিয়া রক্তং রজঃসংজ্ঞং প্রবর্ত্ততে।"

২। "তদ্বর্ষাদ্দ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমানমসৃক্ পুনঃ।
জরাপক্কশরীরাণাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্।"

সুশ্রুতসংহিতা।

পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ১। কিন্তু প্রদর প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

প্রতি মাসেই আর্ত্তব শোণিত সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং মাসান্তে ঐ আর্ত্তব শোণিত বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া গর্ভাশয়স্থ দুইটী ধমনী দ্বারা যোনিমুখে নির্গত হইয়া থাকে। সেই আর্ত্তবশোণিত ঈষৎকৃষ্ণবর্ণ ও গন্ধহীন হইয়া থাকে। ২

রজোদর্শনের প্রথম দিন হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত সময়কে ঋতু-কাল বলে। তন্মধ্যে প্রথম তিন দিন অত্যন্ত শোণিত-স্রাব হইতে থাকে, তারপর আর বড় দেখা যায় না। ঋতুকালই গর্ভধারণের উপযুক্ত সময়। ৩। যেহেতু, ঐ সময়ে গর্ভাশয়-দ্বার উন্মুক্ত থাকে। অনন্তর দিবাবসানে পদ্মিনীর ন্যায়, ঋতুকালান্তে গর্ভাশয়-দ্বার সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। সুতরাং তৎকালে গর্ভাধান হইতে পারে না। ৪

বিশুদ্ধ আর্ত্তব শোণিত,—শশকের রক্তের মত অথবা আলতার রঙের মত। উহা ধুইয়া ফেলিলে কাপড়ে দাগ লাগে না। ৫

১। "মাসি মাসি রজঃ স্ত্রীণাং রসজং স্রবতি ত্র্যহম্।"
বাগ্‌ভটঃ।

২। "মাসেনোপচিতং কালে ধমনীভ্যাং তদার্ত্তবম্।
ঈষৎকৃষ্ণং বিগন্ধঞ্চ বায়ুর্যোনিমুখং নুদেৎ॥"
সুশ্রুতসংহিতা।

৩। "আর্ত্তবস্রাবদিবসাদৃতুঃ ষোড়শরাত্রয়ঃ।
গর্ভগ্রহণযোগ্যস্তু স এব সময়ঃ স্মৃতঃ॥"
ভাবপ্রকাশঃ।

৪। "নিয়তং দিবসেঽতীতে সঙ্কুচত্যম্বুজং যথা।
ঋতৌ ব্যতীতে নার্য্যাস্তু যোনিঃ সংব্রিয়তে তথা॥"

৫। "শশাসৃক্‌প্রতীমং যত্তু যদ্বা লাক্ষারসোপমম্।
তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যদ্বাসো ন বিরঞ্জয়েৎ॥"
সুশ্রুতসংহিতা।

শুক্রের ন্যায় আর্ত্তব শোণিত ও বায়ু, পিত্ত, কফ—এই দোষত্রয় দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অথবা দোষদ্বয় বা দোষত্রয় দ্বারা কিংবা দুষ্ট শোণিতের দ্বারা যদি উপসৃষ্ট হয়, তাহা হইলে গর্ভোৎপত্তি হয় না। ১

অবিশুদ্ধ আর্ত্তব শোণিত,—বায়ু, পিত্ত, কফ, কুণপ অর্থাৎ শবের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত, গ্রন্থিবিশিষ্ট, পূতি অর্থাং পচাগন্ধযুক্ত, ক্ষীণ অর্থাৎ পরিমাণে অল্প এবং মূত্র ও পুরীষের ন্যায় গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বায়ু দ্বারা দূষিত হইলে, অরুণ কৃষ্ণাদিবর্ণযুক্ত ও স্রাবকালে সূচীভেদবং যন্ত্রণা বিশিষ্ট; পিত্ত দ্বারা দূষিত হইলে,—নীল পীতাদিবর্ণ বিশিষ্ট ও পিত্তজন্য যন্ত্রণাযুক্ত; কফ দ্বারা দূষিত হইলে, শুক্লবর্ণ ও কণ্ডূতি বিশিষ্ট; রক্ত দ্বারা দূষিত হইলে, শোণিতবর্ণ ও বেদনাযুক্ত এবং শবগন্ধি ও পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন বাতশ্লেষ্মদোষে গ্রন্থিযুক্ত, পিত্তশ্লেষ্মদোষে পূতিগন্ধময় ও পূয়সদৃশ, বাতপিত্তদোষে পূর্ব্বোক্ত দোষযুক্ত ও ক্ষীণ এবং বাতাদি ত্রিদোষ দ্বারা দূষিত হইলে, আর্ত্তব শোণিত মূত্র ও পুরীষগন্ধি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কুণপগন্ধি, গ্রন্থিযুক্ত, পূতিগন্ধময়, পূয়সদৃশ, ক্ষীণ এবং মূত্র অথবা পুরীষের মত গন্ধযুক্ত আর্ত্তব শোণিতের প্রতীকার একপ্রকার অসম্ভব। তদ্ভিন্ন দোষ সকলের প্রতীকার হইতে পারে। ২

১। "আর্ত্তবমপি ত্রিভির্দ্দোষৈঃ শোণিতচতুর্থৈঃ পৃথগ্‌দ্বন্দ্বৈঃ সমস্তৈশ্চোপসৃষ্টমবীজং ভবতি।"

সুশ্রুতসংহিতা।

২। "তদপি দোষবর্ণবেদনাদিভির্বিজ্ঞেয়ম্। তেষু কুণপগ্রন্থিপূতিপূয়ক্ষীণমূত্রপুরীষপ্রকাশমসাধ্যং সাধ্যমন্যদ্ভবতি ॥"

সুশ্রুতসংহিতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আর্ত্তব-দোষ-চিকিৎসা।

আর্ত্তব শোণিত বাতাদি কর্ত্তৃক দূষিত হইলে, তাহা সংশোধন করিবার জন্য স্নেহ-স্বেদাদি প্রদান করিবে এবং শুক্রদোষের প্রতীকারের জন্য যে সকল ঔষধ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই সকল ঔষধ জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথের দ্বারা উত্তরবস্তি অর্থাৎ অপত্য-পথে পিচকারী দিবে। তদ্ভিন্ন শুক্রদোষের চিকিৎসার ন্যায়, সেই সকল ঔষধের দ্বারা ঘৃতাদি প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে এবং বাতাদি দোষ নাশক ঔষধ সকল বাঁটিয়া তুলা বা বস্ত্র খণ্ডাদিতে মাখাইয়া পিচু অর্থাৎ অপত্য-পথে ধারণ করিতে দিবে ও সুপথ্য ব্যবস্থা করিবে। ১

এতদ্ভিন্ন আর্ত্তব শোণিত গ্রন্থিভূত হইলে,—আকনাদি, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও কুড়চি,—এই কয়টী দ্রব্য মিলিত দুই তোলা পরিমাণে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিবে এবং আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। তদ্ভিন্ন, আর্ত্তব শোণিত দুর্গন্ধময় অথবা পূয় কিংবা মজ্জার মত হইলে, দুই তোলা শ্বেত অথবা রক্তচন্দন আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

১। "শুক্রদোষহরাণাঞ্চ যথাস্বমবচারণম্।
যোগানাং শুদ্ধিকরণং শেষাস্বপ্যার্ত্তবার্ত্তিষু॥"
সুশ্রুতসংহিতা।

আর্ত্তব শোণিতের অন্যান্য দোষে অর্থাৎ শবগন্ধি, ক্ষীণ, মূত্র বা পুরীষগন্ধি প্রভৃতি রজোদোষে, তাদৃশ শুক্রদুষ্টির চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ১। যদিও এই সকল দোষ অসাধ্য বলিয়া পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তথাপি রোগী সুপথ্য করিলে এবং রোগ অল্পদিনের হইলে, রীতিমত চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে বলিয়াই এসকলের প্রতীকারোপায় শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে সকল ঔষধ রজোদোষের চিকিৎসার জন্য বর্ণিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন,—পুষ্যানুগচূর্ণ অশোকারিষ্ট, অশোকঘৃত, কুমারকল্পদ্রুমঘৃত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঔষধ ও ঘৃতাদি দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রজোদুষ্টি আরোগ্য হইতে পারে। সে সকলের প্রস্তুতিকরণোপায় প্রদর প্রভৃতি রোগাধিকারে বর্ণিত হইবে।

রজোদোষে,—শালিতণ্ডুলের অন্ন, যবমণ্ড, মদ্য, মাংস ও পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য সকলের পথ্য দিবে। ২

সপ্তম অধ্যায়।

ঋতুমতী-লক্ষণ।

কন্যা যখন প্রথম ঋতুমতী হয়, তখন তাহার মুখমণ্ডল পরিপুষ্ট ও প্রসন্ন, দন্ত ও মুখবিবর ক্লিন্ন, বাক্য সুশ্রাব্য হয়, ভুজদ্বয়, কটীদেশ, স্তনযুগল,

২। "অন্নং শালিযবং মদ্যং হিতং মাংসঞ্চ পিত্তলম্।"
সুশ্রুতসংহিতা।

নাভি, উরু, জঘন ও নিতম্বস্থল ঈষৎ কম্পিত এবং চিত্ত নিতান্ত হৃষ্ট ও ঔৎসুক্য-পরায়ণ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন কুক্ষি, চক্ষুর্দ্বয় ও কেশসমূহ শ্লথ হইয়া পড়ে এবং পুরুষ সহবাসে অত্যন্ত অভিলাষ জন্মে। ১

ঋতুকাল-কর্ত্তব্য।

কন্যা ঋতুমতী হইয়া প্রথম দিবস হইতে ব্রহ্মচারিণী হইবেন এবং দিবানিদ্রা, অঞ্জনগ্রহণ, রোদন, স্নান, অনুলেপন, অভ্যঙ্গ (তেলমাখা) নখচ্ছেদন, অতিদ্রুতভাবে গমন, হাস্য, অতিকথন, অত্যুৎকট শব্দাদি শ্রবণ, ভূমিংবিলেখন (মাটিতে আঁচর কাটা) প্রচণ্ড বায়ু সেবনাদি এবং সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রম পরিত্যাগ করিবে। ২

যেহেতু,—ঋতুকালে রমণী দিবাভাগে নিদ্রা যাইলে, তাহার গর্ভজাত সন্তান নিদ্রাশীল; অঞ্জন গ্রহণ করিলে বালক দৃষ্টিশক্তিহীন; রোদন করিলে দুঃখশীল; তৈলাদি অভ্যঙ্গ করিলে কুষ্ঠ; নখচ্ছেদন করিলে সন্তান কুনখ; প্রধাবন করিলে চঞ্চল; অত্যন্ত হাস্য করিলে সন্তানের দন্ত, ওষ্ঠযুগল, তালু ও জিহ্বা নীলাভবর্ণ; অত্যন্ত বাক্যবায় করিলে বালকের প্রলাপ; অত্যুৎকট শব্দশ্রবণ করিলে বালক বধির; ভূমিতে দাগ কাটিলে সন্তানের খলতি অর্থাৎ টাক এবং প্রচণ্ড বায়ু সেবন করিলে সন্তান উন্মত্ত হইয়া থাকে। অতএব ঋতুমতীর এই সকল ব্যবহার পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

১। "পীনপ্রসন্নবদনাং প্রক্লিন্নাত্মমুখদ্বিজাম।
নরকামাং প্রিয়কথাং স্রস্তকুক্ষ্যক্ষিমূর্দ্ধজাম্॥
স্ফুরদ্ভুজকুচশ্রোণীনাভ্যূরুজঘনস্ফিচম্।
হর্ষৌৎসুক্যপরাঞ্চাপি বিদ্যাদৃতুমতীমিতি॥"

"ঋতৌ প্রথমদিবসাৎ প্রভৃতি ব্রহ্মচারিণী দিবাস্বপ্নাঞ্জনাশ্রুপাতস্নানানুলেপনাভ্যঙ্গ-নখচ্ছেদনপ্রধাবনহসনকথনাতিশব্দশ্রবণাবলেখনানিলায়াসান্ পরিহরেৎ॥"

সুশ্রুতসংহিতা।

ঋতুর প্রথম তিন দিন 'মাদুর' প্রভৃতির শয্যা, মৃণ্ময় পাত্রে অথবা শাল কিম্বা কদলীপত্রে হবিষ্যান্ন ভোজন করা এবং স্বামি-সন্দর্শন না করা ঋতুমতীর অবশ্য কর্ত্তব্য। ১

এতদ্ভিন্ন ঋতুকালে,—উপবাস, ভয়, রুক্ষ-সেবন, বমন ও মলমূত্রাদির বেগধারণ প্রভৃতি অহিত আচরণ সকল পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু ঐ সকল কারণে স্রবমাণ আর্ত্তব-শোণিত দূষিত ও সংরুদ্ধ হইয়া রক্ত-গুল্মাদি রোগোৎপাদন করে। ২

অষ্টম অধ্যায়

গর্ভাধান ও সহবাস।

ঋতুমতীর সহিত প্রথম তিন দিবস পর্য্যন্ত সহবাস করা কখনই উচিত নহে। যেহেতু,—দূষিত রক্তের সংস্রবে পুরুষের আয়ুঃক্ষয় হয় এবং উপদংশ * ও শুক্রক্ষয় হইয়া থাকে ও বায়ু কুপিত হয়। ৩

১। "দর্ভসংস্তরশায়িনীং করতলশরাবপর্ণান্যতম—
ভোজিনীং হবিষ্যং ত্র্যহঞ্চ ভর্ত্তুঃ সংরক্ষেৎ।" সুশ্রুতসংহিতা

২। "ঋতাবনাহারতয়া ভয়েন, বিরুক্ষণৈর্ব্বেগবিধারণৈশ্চ।
সংস্তম্ভনোল্লেখনযোনিদোষৈঃ, গুল্মঃ স্ত্রিয়ারক্তভবোহভ্যুপৈতি॥"
চরকসংহিতা।

* ইহা বর্ত্তমান সময়ের 'গর্ম্মি' নহে।

৩। "তত্র প্রথমে দিবসে ঋতুমত্যা মৈথুনগমনমনায়ুষ্যং পুংসাং ভবতি।
* তথাচ,—"উপদংশস্তথা বায়োঃ কোপঃ শুক্রস্য চ ক্ষয়ঃ।" সুশ্রুতসংহিতা।

ঋতুর প্রথম তিন দিবস গর্ভাশয় হইতে অধোমুখে সবেগে শোণিত-স্রাব হইতে থাকে। সুতরাং তখন সহবাস করিলে, ক্ষরিত শুক্র গর্ভাশয় মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। যেমন প্রবল নদী-স্রোতের প্রতিকূলে কোনও দ্রব্য চালিত হইলে, সে যেমন বিপরীতগামী হয়; তদ্রূপ প্রবল শোণিত-স্রাবের সময় নিহিত বীজও গর্ভাশয় মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে না পারিয়া অধোগামী হইয়া থাকে। ১

এতদ্ভিন্ন ঋতুর প্রথমাবস্থায় আর্ত্তবশোণিত নিতান্ত তরল, অগ্নিবৎ উত্তপ্ত ও অপরিপক্ক; সুতরাং তাহা দূষিত। সেজন্য ঐ সময় সহবাস করিলে রমণীর প্রদরাদি রোগ জন্মে এবং তৎকালে দূষিত শোণিত সম্পর্কে যদি প্রথম দিবসের মিলনে গর্ভ-সঞ্চার হয়, তাহা হইলে সেই গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দ্বিতীয় দিবসের ফলও তদ্রূপ অথবা সূতিকাগৃহেই সন্তান বিনষ্ট হয় এবং তৃতীয় দিবসের পরিণাম ফলও পূর্ব্ববৎ হয় অথবা সন্তান অসম্পূর্ণাঙ্গ বা অল্লায়ুঃ হইয়া থাকে।

অনন্তর চতুর্থ দিবস হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত গর্ভাধানের প্রশস্ত সময়। চতুর্থ দিবসে ঋতুমতী কন্যা স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিবে, সুগন্ধ পুষ্পের মাল্য ধারণ করিবে, ধৌত বস্ত্রাদি পরিধান করিবে ও অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত হইবে। ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ স্বামী ও তদ্রূপ স্নাত, চন্দন-চর্চ্চিত দেহ এবং মনোরম বেশভূষাদি দ্বারা সজ্জিত হইবে এবং দিবসে ঘৃতপান করিয়া স্নিগ্ধ হইবে এবং ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত শালিতণ্ডুলের পায়স অথবা শালিতণ্ডুলের অন্ন ঘৃত ও দুগ্ধসহ ভোজন করিয়া তাম্বুল চর্ব্বন করিবে। রমণীও ঐরূপ লঘুপথ্য

১। "প্রবহৎসলিলে ক্ষিপ্তং দ্রব্যং গচ্ছত্যধো যথা।
তথা বহতি রক্তে তু ক্ষিপ্তং বীর্য্যমধোব্রজেৎ॥"
ভাবপ্রকাশঃ।

২। "তত্রাধীয়তে গর্ভঃ, স প্রসবমানো বিমুচ্যতে। দ্বিতীয়েঽপ্যেবং সূতিকাগৃহে বা তৃতীয়েঽপ্যেবং অসম্পূর্ণাঙ্গোঽল্পায়ুর্বা ভবতি॥" সুশ্রুতসংহিতা।

ভোজন করিবে এবং পরস্পর অনুরক্ত, পুত্রার্থী স্বামী ও স্ত্রী রাত্রিতে সুপরিষ্কৃত শয্যায় উভয়ে মিলিত হইবে। ১

স্ত্রীসহবাসকালে, বিপরীতভাবে সঙ্গত হওয়া অত্যন্ত দোষাবহ। যেহেতু তাহাতে গর্ভ-সঞ্চার হইলে যদি পুত্র জন্মে, তাহা হইলে তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি স্ত্রীলোকের মত হইয়া থাকে এবং যদি কন্যা জন্মে, তাহা হইলে তাহার আকৃতি ও আচার ব্যবহার সমস্তই পুরুষের ন্যায় হইয়া থাকে। ২

যদি সহবাস কালে রমণী ন্যুব্জভাবে অথবা পার্শ্বশায়িনী থাকে, তাহা হইলে সেরূপ অবস্থাতেও গর্ভাধান কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু ন্যুব্জভাবে থাকিলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া অপত্যপথ পীড়ন করিয়া থাকে, সুতরাং বীজগ্রহণের বাধা জন্মে। আর যদি রমণী দক্ষিণ পার্শ্বগতা হয়, তাহা হইলে শ্লেষ্মা উৎপীড়িত ও স্বস্থানচ্যুত হইয়া গর্ভাশয়মুখ অবরুদ্ধ করিয়া

১। "চতুর্থেঽহন্যেনামুৎসাদ্য সশিরস্কং স্নাপয়িত্বা শুক্লানি বাসাংস্যাচ্ছাদয়েৎ পুরুষঞ্চ।
তত: শুক্লবাসসৌ চ স্রগ্বিনৌ সুমনসৌ অন্যোন্যমভিকামৌ সংবসেতামিতি॥"

চরকসংহিতা।

"পুমান্ ব্রহ্মচারী সর্পিঃস্নিগ্ধঃ ক্ষীরসর্পির্ভ্যাং শাল্যোদনং ভুক্ত্বা ব্রহ্মচারিণীং নারীমুপেয়াদ্রাত্রৌ।

সুশ্রুতসংহিতা।

"স্নাতশ্চন্দনলিপ্তাঙ্গঃ সুগন্ধসুমনোঽর্চ্চিতঃ।
ভুক্তবৃষ্যসুবসনঃ সুবেশঃ সমলঙ্কৃতঃ॥
তাম্বূলবদনস্তস্যামনুরক্তোঽধিকস্মরঃ।
পুত্রার্থী পুরুষো নারীমুপেয়াচ্ছয়নে শুভে॥"

ভাবপ্রকাশঃ।

২। "যো ভার্য্যায়ামৃতৌমোহাদঙ্গনেব প্রবর্ত্ততে।
ততঃ স্ত্রীচেষ্টিতাকারো জায়তে ষণ্ডসংজ্ঞিতঃ॥
ঋতৌ পুরুষবদ্বাপি প্রবর্ত্তেতাঙ্গনা যদি।
তত্র কন্যা যদি ভবেৎ সা ভবেন্নরচেষ্টিতা॥"

সুশ্রুতসংহিতা।

ফেলে, কাজেই বীজগৃহীত হয় না এবং রমণী বামপার্শ্বশায়িনী হইলে পিত্ত স্বস্থানচ্যুত হইয়া শুক্র ও আর্ত্তব শোণিতকে বিদগ্ধ করিয়া থাকে, সুতরাং গর্ভসঞ্চার হয় না। অতএব উত্তানভাবে বীজগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। ১

দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিতেছে অথবা অন্য কোন প্রকার রোগগ্রস্ত পুরুষ বা স্ত্রীর গর্ভাধান কখনও কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু, তাদৃশ পুরুষ বা স্ত্রীর মিলনোৎপন্ন সন্তানগণেরও পূর্ব্বোক্ত প্রকার দোষ সকল ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ পিতামাতার রোগ সকল দ্বারা সন্তানও আক্রান্ত হইয়া জীপনব্যাপী দুঃখ ভোগ করে। অতএব রুগ্ন দম্পতীর গর্ভাধান অনুচিত। ২

অপত্যার্থী পুরুষের কর্ত্তব্য।

যাঁহারা কুলপ্রদীপ, ধীশক্তি-সম্পন্ন, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, চরিত্রবান্ পুত্রকামনা করেন, তাঁহাদের নিজের চরিত্রের প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখা উচিত। যেহেতু পিতার অনিচ্ছাসত্ত্বে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহার গুণ ও দোষসমূহ সন্তানের প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে।

যাঁহারা দীর্ঘজীবী, সুস্থ ও সবল পুত্রপ্রার্থী, তাঁহাদিগকে মহর্ষি চরক উপদেশ দিয়াছেন যে, রজস্বলা, কোনও প্রকার রোগপীড়িতা, অপবিত্রা ও অপ্রশস্তা স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হইবে না এবং অমাবস্যা বা পূর্ণিমাদি নিষিদ্ধ তিথিতে ও অভুক্ত অবস্থায় অথবা অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া কিম্বা

১। 'নচ ন্যুব্জা: পার্শ্বগতাং বা সেবেত। ন্যুব্জায়াঃ বাতো বলবান্, স যোনিং পীড়য়তি। দক্ষিণপার্শ্বগতায়াঃ শ্লেষ্মপীড়িতচ্যুতোঽপি দধাতি গর্ভাশয়ম্ বামপার্শ্বগতায়াস্তৎ পিত্তং বিদহতি রক্তশুক্রে। তস্মাদুত্তানা বীজং গৃহ্নীয়াদিতি।' অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্।

২। "দীর্ঘরোগিণ্যামন্যেন বা বিকারেণোপসৃষ্টায়াং গর্ভাধানং নৈব কুর্ব্বীত। পুরুষস্যাপ্যেবংবিধস্য তএব দোষাঃ সম্ভবন্তি।" সুশ্রুতসংহিতা। ৫

মলমূত্রাদির বেগধারণ করিয়া অথবা পরিশ্রম,ব্যায়াম কিম্বা উপবাস করিয়া অথবা প্রকাশ্য স্থানে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিবে না। ১

এতদ্ভিন্ন অন্যত্র গর্ভধান ও সহবাস সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে, সে সকলও অপত্যার্থী পুরুষের অবশ্য প্রতিপাল্য।

নবম অধ্যায়

গর্ভোৎপত্তি।

যদি পুরুষের রেতঃ এবং স্ত্রীর আর্ত্তব শোণিত ও গর্ভাশয়, সর্ব্ব প্রকার দোষশূন্য থাকে। তাহা হইলে তাদৃশ নির্দ্দোষ পুরুষ ও স্ত্রীর ঋতুকালে সঙ্গম হইলে গর্ভাশয় মধ্যে শুক্র ও শোণিত মিলিত হয় এবং তাহাতে যদি জীবাত্মা পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-জন্য মনোবেগে আসিয়া মিলিত হয়, তাহা হইলেই গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে। অনন্তর সেই গর্ভস্থ সন্তান অভিমত গর্ভ-পুষ্টিকর রসের দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে, অব্যাহত ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সর্ব্বপ্রকার উপচারের দ্বারা পরিরক্ষিত হইলে, যথাকালে

১। "ন রজস্বলাং নাতুরাং নামেধ্যাং নাশস্তাং ন নিষিদ্ধতিথিষু নাভুক্তবান্ নাত্যশিতো ন মূত্রোচ্চার-পীড়িতো ন শ্রমব্যায়ামোপবাসক্লমাভিহতো ন রহসি ব্যবায়ং গচ্ছেৎ।"

চরকসংহিতা।

সর্ব্বেন্দ্রিয়-সম্পন্ন, পরিপূর্ণ-কলেবর, বল, বর্ণ, মন ও অঙ্গ-সংস্থানাদি সম্পদয়ুক্ত হইয়া সুখে জন্মগ্রহণ করে। ১

গর্ভানুৎপত্তি।

অনেকে মনে করেন যে, মাতা ও পিতাই গর্ভোৎপত্তির বিশিষ্টতম কারণ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কেন না, অনেক ধনী মাতা পিতাকে সন্তানের জন্য লালায়িত দেখা যায়। আবার অনেক দরিদ্র মাতা পিতাকে অতিরিক্ত সন্তান প্রতিপালনে বিব্রত দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সন্তানোৎপত্তি, মাতা পিতার ইচ্ছাধীন হইত, তাহা হইলে কেহ সন্তানের অভাবে, কেহ বা সন্তানের আধিক্যে দুঃখভোগ করিতেন না। ২। এজন্য তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সবিশেষ আলোচনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, মাতা, পিতা, আত্মা, সাত্ম্য, রস ও সত্ত্ব—এই ছয়টীই গর্ভোৎপত্তির কারণ। ইহাদের মধ্যে একটীর অভাব হইলে আর গর্ভোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। যেমন কতকগুলি উপকরণের একত্র সংস্থান বিশেষ দ্বারা একখানি গৃহ বা একখানি রথ নির্ম্মিত

১। "পুরুষস্যানুপহতরেতসঃ স্ত্রিয়াশ্চাপ্রদুষ্টযোনিশোণিতগর্ভাশয়ায়া যদা ভবতি সংসর্গঃ ঋতুকালে, যদা চ অনয়োস্তথৈবযুক্তয়োঃ সংসর্গে তু শুক্রশোণিতসংসর্গমন্তর্গর্ভাশয়গতঃ জীবোঽবক্রামতি সত্ত্বসম্প্রয়োগাৎ তদা গর্ভোঽভিনির্ব্বর্ত্ততে। স সাত্ম্যরসোপযোগাৎ অরোগোঽভিসম্বর্দ্ধতে সম্যগুপচারৈশ্চোপচর্য্যমাণস্ততঃ প্রাপ্তকালঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়সম্পন্নঃ পরিপূর্ণসর্ব্বশরীরো বলবর্ণসত্ত্বসংহননসম্পদুপেতঃ সুখেন জায়তে।"

২। "যদি হি মাতা পিতরৌ গর্ভং জনয়েতাং, ভূয়স্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পুমাংসশ্চ ভূয়াংসঃ পুত্রকামাঃ পুত্রানেব জনয়েয়ুঃ দুহিতৄর্ব্বা দুহিতৃকামাঃ। ন চ কাশ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ কেচিদ্বা পুরুষাঃ নিরপত্যাঃ স্যুরপত্যকামাশ্চ পরিদেবেরন্।"

চরকসংহিতা।

হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত কারণ ছয়টীর পরস্পর মিলনেই গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে। *। যেহেতু,—

১। মাতা ভিন্ন গর্ভোৎপত্তি হইতে পারে না। কেন না, জরায়ু না থাকিলে জরায়ুজ প্রাণীর জন্মই হইতে পারে না।

২। পিতাও মাতার ন্যায় গর্ভোৎপত্তির কারণ। যেহেতু, পিতার অভাবে জরায়ুজদিগের জন্ম অসম্ভব।

৩। আত্মা না থাকিলে গর্ভের প্রাণ সঞ্চার হইতে পারে না। যেহেতু, আত্মাই নিজ শক্তির দ্বারা আপনাকে শুক্র ও শোণিতের দ্বারা সংযুক্ত করিয়া গর্ভরূপে পরিণত করে।

৪। অসাত্ম্য অর্থাৎ দেহের অহিতকর আহারকারীদিগের বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া সমস্ত শরীরকে পরিব্যাপ্ত করে এবং শুক্র, শোণিত ও গর্ভাশয়ের বিকৃতি সম্পাদন করিয়া গর্ভোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে।

---

*। "মাতৃতঃ পিতৃতঃ আত্মতঃ সাত্ম্যতো রসতঃ সত্ত্বত ইত্যেতেভ্যো ভাবেভ্যঃ সমুদিতেভ্যো গর্ভঃ সম্ভবতি।"

"এবময়ং নানাবিধানামেষাং গর্ভকরাণাং ভাবানাং সমুদায়াদভিনির্ব্বর্ত্ততে গর্ভো যথা কূটাগারং নানাদ্রব্যসমুদায়াদ্ যথা বা রথো নানাঙ্গসমুদায়াৎ।"

১। "মাতৃজশ্চায়ং গর্ভো ন হি মাতুর্বিনা গর্ভোৎপত্তিঃ স্যাৎ, ন চ জন্ম জরায়ুজানাম্।"

২। *পিতৃজশ্চায়ং গর্ভো ন হি পিতুর্ঋতে গর্ভোৎপত্তিঃ স্যাৎ,ন চ জন্ম জরায়ুজানাম্।"*

৩। "স হি গর্ভাশয়মনুপ্রবিশ্য শুক্রশোণিতাভ্যাং সংযোগমেত্য গর্ভত্বেন জনয়ত্যাত্মনাত্মানম্।"

৪। "যাবৎ খলসাত্ম্যসেবিনাং স্ত্রীপুরুষাণাং ত্রয়ো দোষাঃ প্রকুপিতাঃ শরীরমুপসর্পন্তো ন শুক্রশোণিতগর্ভাশয়োপঘাতায়োপপদ্যন্তে তাবৎ সমর্থা গর্ভজননায় ভবন্তি।"

চরকসংহিতা।

৫। ভুক্ত দ্রব্যের রসও গর্ভোৎপত্তির অন্যতম কারণ। যেহেতু, রসের অভাব ঘটিলে মাতাই জীবিতা থাকিতে পারে না, গর্ভোৎপত্তি তো দূরের কথা। রসের দ্বারাই গর্ভের পরিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৬। সত্ত্ব অর্থাৎ মনও গর্ভোৎপত্তির অন্যতম হেতু। যেহেতু, মনই শরীরের সহিত জীবের সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেয়। মনের অভাব হইলে মানুষের স্বভাব কোথায় চলিয়া যায়, ভক্তি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রিয় সকল উপতপ্ত হয়, বল থাকে না, ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করে, পরে প্রাণও দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

গর্ভের কারণ-সম্পত্তি।

পূর্ব্বোক্ত কারণ ছয়টী হইতে সন্তান যে সমস্ত শারীরিক দ্রব্যসম্পত্তি লাভ করে, তাহা যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

১। মাতা হইতে,—ত্বক্, শোণিত, মাংস, মেদ, নাভি, হৃদয়, ক্লোম যকৃৎ, প্লীহা, বুক্ক, বস্তি, পুরীষাধান, আমাশয়, পক্কাশয়, গুহ্যপ্রদেশ, ক্ষুদ্রান্ত্র স্থূলান্ত্র, বপা ও বপাবহন।

৫। "রসজশ্চায়ং গর্ভো নহি রসাদৃতে মাতুঃ প্রাণযাত্রাপি স্যাৎ কি পুনর্গর্ভজন্ম।

৬। "অস্তি খলু সত্ত্বমুপপাদকং যজ্জীবস্পৃক্ শরীরেণাভিসম্বধ্নাতি। যস্মিন্নপগমনপুরস্কৃতে শীলমস্য ব্যাবর্ত্ততে, ভক্তির্বিপর্য্যস্যতে, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যুপতপ্যন্তে, বলং হীয়তে, ব্যাধয় আপ্যায্যন্তে। যস্মাদ্ধীনঃ প্রাণান্ জহাতি।"

"মাতৃতঃ সম্ভবন্তি,—ত্বক্ চ লোহিতঞ্চ মাংসঞ্চ মেদশ্চ নাভিশ্চ হৃদয়ঞ্চ ক্লোমচ যকৃচ্চ প্লীহাচ বুক্কৌচ বস্তিশ্চ পুরীষাধানঞ্চামাশয়শ্চ পক্কাশয়শ্চোত্তরগুদঞ্চাধরগুদঞ্চ স্থূলান্ত্রঞ্চ বপাচ বপাবহনঞ্চেতি মাতৃজানি।"

চরকসংহিতা ৫

২। পিতা হইতে,—কেশ, শ্মশ্রু, নখ, লোম, দন্ত, অস্থি, শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও শুক্র।

৩। আত্মা হইতে,—শুভাশুভ কর্ম্মফলানুসারে তত্তদ্‌যোনি, আয়ু, আত্ম-জ্ঞান, মন, ইন্দ্রিয় সকল, প্রাণ, অপান, প্রেরণ,ধারণ, আকৃতি, স্বর ও বর্ণ সকল ইত্যাদি।

৪। সাত্ম্য হইতে,- আরোগ্য, অনালস্য, লোভশূন্যতা ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নতা, স্বর, বর্ণ ও বীজসম্পৎ এবং আনন্দাতিশয্যাদি।

৫। রস হইতে,—শরীরের গঠন, বুদ্ধি, প্রাণের সহিত দেহের সম্মিলন, তৃপ্তি, পুষ্টি ও উৎসাহাদি।

৬। সত্ত্ব অর্থাৎ মন হইতে,—ভক্তি, শীল, শৌচ, দ্বেষ, স্মৃতি, মোহ, ত্যাগ, মাৎসর্য্য, শৌর্য্য, ভয় ও ক্রোধ প্রভৃতি।

অতএব সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পুত্রাদি লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত কারণ সম্পদ্ গুলির বিশুদ্ধতা বিষয়ে সকলের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। মাতা পিতা এবং তাহাদের চরিত্রাদি ও আহার্য্য পদার্থ, শ্রেষ্ঠ সন্তা-নোৎপত্তির হেতু বলিয়া সকলের জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক।

২। "পিতৃতঃ সম্ভবন্তি,—কেশশ্মশ্রুনখলোমদন্তাস্থিসিরাস্নায়ুধমন্যঃ শুক্রমিতি পিতৃজানি।"

৩। "আত্মতঃ সম্ভবন্তি, তাসু তাসু যোনিষূৎপত্তিরায়ুরাত্মজ্ঞানং মন ইন্দ্রিয়াণি প্রাণাপানৌ প্রেরণং ধারণমাকৃতিস্বরবর্ণবিশেষাঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ চেতনা ধৃতির্বুদ্ধিঃ স্মৃতিরহঙ্কারঃ প্রযত্নশ্চেতি আত্মজানি।"

৪। "সাত্ম্যতঃ সম্ভবন্তি,—আরোগ্যমনালস্যমলোলুপত্বমিন্দ্রিয়প্রসাদঃ স্বরবর্ণবীজ-সম্পৎ প্রহর্ষভূয়স্ত্বঞ্চেতি সাত্ম্যজানি।"

৫। "রসতঃ সম্ভবন্তি,—শরীরস্যাভিনির্ব্বৃত্তিরভিবৃদ্ধিঃ প্রাণানুবন্ধস্তৃপ্তিঃ পুষ্টিরুৎসাহশ্চেতি রসজানি।"

৬। "সত্ত্বতঃ সম্ভবন্তি,—ভক্তিঃ শীলং শৌচং দ্বেষঃ স্মৃতির্মোহঃ ত্যাগো মাৎসর্য্যং শৌর্য্যং ভয়ং ক্রোধস্তন্দ্রোৎসাহস্তৈক্ষ্ণং মার্দ্দবং গাম্ভীর্য্যমনবস্থিতত্বমিত্যেবমাদীনি সত্ত্বজানি।"

চরকসংহিতা

দশম অধ্যায়।

বন্ধ্যাকারণ।

পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তবশোণিত যদি দোষযুক্ত হয় অথবা গর্ভাশয়ের বা যোনির কোনও প্রকার বিকৃতি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে রমণীগণের গর্ভসঞ্চার হয় না। ১

এতদ্ভিন্ন মহর্ষি চরক বলেন,—স্ত্রী ও পুরুষের অহিতকর আহার বিহারই সন্তানোৎপত্তির অন্তরায়। ২। অতএব অপত্যার্থী পুরুষ ও স্ত্রীর অসাত্ম্য অর্থাৎ অহিতকর আহার বিহার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

স্বল্প-সন্তান-হেতু।

দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোনও রমণী একটীমাত্র সন্তান প্রসব করিয়া পুনরায় গর্ভবতী হয় না। কেহবা একবার প্রসব করিয়া বহুকাল পরে পুনরায় গর্ভবতী হইয়া থাকে। তাহার কারণ,—

যদি যোনির কোন প্রকার দোষ থাকে, গর্ভাধান কালে মাতা অথবা পিতার চিত্তের কোনও প্রকার অভিসন্তাপ থাকে, শুক্রের কিংবা আর্ত্তব-

১। "যদাহি অস্যাঃ শোণিতগর্ভাশয়বীজভাগঃ প্রদোষমাপদ্যতে.
তাং স্ত্রিয়ং তদা বন্ধ্যাং জনয়তি।"

২। "নহ্যাত্মসেবিত্বমন্তরেণ স্ত্রীপুরুষয়োঃ বন্ধ্যাত্বমস্তি।"

চরকসংহিতা।

শোণিতের কোনও প্রকার দোষ থাকে এবং স্ত্রী ও পুরুষ অহিতকর আহার বিহারশীল হয় অথবা যদি তাহারা দুর্ব্বল হয় কিংবা যদি অকালে উভয়ে মিলিত হয়, তাহা হইলে রমণী সন্তানবতী হইয়াও দীর্ঘকাল পরে পুনরায় গর্ভবতী হইয়া থাকে। ১

বন্ধ্যা-চিকিৎসা।

যে সকল কারণে গর্ভোৎপত্তি হয় না, সে সকল কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং গর্ভোৎপত্তির বাধা স্বরূপ দোষ সকলের সবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। সাধারণ লোকের ধারণা, একমাত্র স্ত্রীগণের চিকিৎসা করাইলেই সন্তান হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে এ ধারণা ঠিক নহে। কেন না, কেবল যোনি, শোণিত ও গর্ভাশয় বিশুদ্ধ হইলেই গর্ভোৎপত্তি হয় না। স্ত্রী-পুরুষের আহার বিহারাদি বিষয়েও সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। তদ্ভিন্ন, সন্তানোৎপত্তির অন্যতম বিশিষ্ট উপাদান শুক্র। সুতরাং সেই শুক্রের কোনও প্রকার দোষ ঘটিলে সন্তান জন্মে না। অতএব স্ত্রীগণের বন্ধ্যা-দোষ দূর করিতে হইলে, পুরুষেরও চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু, বর্ত্তমান সময়ে পুরুষগণ ব্রহ্মচর্য্য-হীন। সুতরাং তাহাদের শুক্র যে ক্ষীণ-শক্তি ও নির্বীজ হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পুরুষের শুক্র-দোষের এবং স্ত্রীগণের আর্ত্তব-দোষের চিকিৎসা সম্বন্ধে ব্যবস্থাসকল পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বন্ধ্যাদোষের অন্যতম

১। "যোনিপ্রদোষাম্মনসোঽভিতাপাৎ।
শুক্রাসৃগাহারবিহারদোষাৎ॥
অকালযোগাদ্বলসংক্ষয়াচ্চ।
গর্ভং চিরাদ্বিন্দতি সপ্রজাপি॥"

চরকসংহিতা।

কারণ প্রদর ও যোনি-ব্যাপৎ প্রভৃতি রোগ সকলের চিকিৎসার উপায়, তত্তৎপ্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইবে।

একাদশ অধ্যায়।

গর্ভিণী-লক্ষণ।

অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্তি, শরীরের গ্লানি, পিপাসাবোধ, শুক্রশোণিতের অবরোধ, ঊরু যুগলের অবসাদ এবং যোনিস্ফুরণ এই কয়টী সদ্যো-গৃহীত-গর্ভা রমণীর লক্ষণ। ১

তারপর যত দিন যাইতে থাকে, ততই গর্ভিণী কৃশাঙ্গী হয়, তাহার উদর স্ফীত হইতে থাকে এবং এই সময়ে কাহার কাহারও মূর্চ্ছা হইতে দেখা যায়, "গা বমি বমি" করে, অরুচি হয়, প্রায়ই 'হাই' উঠিতে থাকে, মুখে জল উঠে, শরীর অবসন্ন হয়, রোমরাজির উদগম হয়, অম্ল দ্রব্যে রুচি জন্মে, স্তনযুগল পীন ও তাহাদের মুখদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ এবং তাহাতে দুগ্ধ-সঞ্চার হয়, তদ্ভিন্ন পরিপূর্ণ-গর্ভাবস্থায় পাদযুগলে শোথ ও আহা-

১। সদ্যোগৃহীতগর্ভায়াঃ লক্ষণানি,—
শ্রমোগ্লানিঃ পিপাসা সক্থিসদনং শুক্রশোণিতয়োরববন্ধঃ স্ফুরণঞ্চযোনেঃ।"
অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্।

ম্বের পর প্রায়ই অম্ল হইতে দেখা যায় এবং নানাবিধ দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে। ১

গর্ভিণী-ব্যবহার-বিধি।

গর্ভাবস্থায়,—যাহাতে চিত্তের উদ্বেগ, অশান্তি বা চাঞ্চল্য প্রভৃতি না ঘটে, এরূপ আচার ব্যবহার ; ভুক্ত-দ্রব্য অল্পকালের মধ্যে জীর্ণ হইয়া যায়, তাদৃশ লঘু-পাক দ্রব্যাদি আহার করা কর্ত্তব্য। যেহেতু অহিতকর আহার বিহারাদি দ্বারা অকালে গর্ভের পতন হইতে পারে, এজন্য শাস্ত্রকারগণ বলেন,—

"গর্ভাবস্থাতে,—শোক, ক্রোধ, ভয়, উদ্বেগ, মল মূত্রাদির বেগ-ধারণ, ইচ্ছার অপূর্ণতা, উপবাস, পথশ্রম, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-উষ্ণ-বিষ্টম্ভী ও গুরু-পাক দ্রব্যাদি ভোজন, রক্ত-বস্ত্র-পরিধান, গভীর গহ্বর বা কূপাদি নিরীক্ষণ, মদ্যপান, মাংসভক্ষণ, উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন প্রভৃতি ও অন্যান্য যাবতীয় গর্ভিণীর অনভিপ্রেত কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গর্ভের অষ্টম-মাস হইতে রক্ত-মোক্ষণ, বমন, বিরেচন, বস্তিগ্রহণ, স্বামি-সহবাস, পরিশ্রম, ভারবহন, গুরুভার বস্ত্রাদি দ্বারা শরীর আচ্ছাদন, দিবানিদ্রা, রাত্রি-জাগরণ, কঠিন ও অসম আসনে উপবেশন বা শয়ন প্রভৃতিও গর্ভিণীর পরিত্যাগ করা উচিত। ২

১। "ক্ষামতা গরিমা কুক্ষেমূর্চ্ছা ছর্দ্দিররোচকঃ।
জৃম্ভাপ্রসেকঃ সদনং রোমরাজ্যাঃ প্রকাশনম্॥
অম্লেষ্টতা স্তনৌ পীনৌ সস্তন্যৌ কৃষ্ণচুচুকৌ।
পাদশোথো বিদাহোঽন্নে শ্রদ্ধাশ্চ বিবিধাত্মকাঃ॥"

অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্।

। "শোকক্রোধভয়োদ্বেগবেগশ্রদ্ধাবিধারণম্।
উপবাসাধ্বতীক্ষ্ণোষ্ণগুরুবিষ্টম্ভিভোজনম্॥

তদ্ভিন্ন, গর্ভিণী যদি দেবতা, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে ভক্তিপরায়ণা ও বিশুদ্ধ আচার ব্যবহারের দ্বারা কালাতিপাত করে বা অন্যের হিতসাধন প্রভৃতি সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তা থাকে; তাহা হইলে তাহার সন্তানও তাদৃশ গুণশালী হইয়া থাকে। এ সকলের বিপরীত আচরণ করিলে সন্তানও গুণহীন হইয়া থাকে। অতএব যাহারা গুণশালী সন্তানের জননী হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের সমগ্র গর্ভকাল সৎকর্ম্মের দ্বারা অতিবাহিত করা উচিত। ১

গর্ভিণীর প্রতি ব্যবহার-বিধি।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি যাহাতে প্রতিপালিত হয়, সে বিষয়ে গৃহিণীগণের লক্ষ্য রাখা উচিত। তদ্ভিন্ন, গর্ভিণী যদি কোনও দ্রব্যের প্রতি অভিলাষ প্রকাশ করে এবং তাহা যদি গর্ভের অনিষ্টকর না হয়, তাহা হইলে, সেই সকল দ্রব্যাদি দ্বারা গর্ভিণীর অভিলাষ পূর্ণ করা কর্ত্তব্য। আর যদি, কোন প্রকার অহিতকর দ্রব্যেরই প্রতি গর্ভিণীর একান্ত অভিলাষ জন্মে, তাহা হইলে, বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য সেই অহিত-দ্রব্যের সহিত হিতকর দ্রব্য মিলিত করিয়া গর্ভিণীকে প্রদান করা

রক্তং নিবসনং শ্বভ্রকূপেক্ষা মদ্যমামিষম্।
উত্তানশয়নং যচ্চ স্ত্রিয়ো নেচ্ছন্তি তত্ত্যজেৎ॥
তথা রক্তস্রুতিং শুদ্ধিং বস্তিমামাসতোঽষ্টমাৎ।
অতিব্যবায়মায়াসং ভারং প্রাবরণং গুরু।
অকালজাগরণস্বপ্নকঠিনোৎকটমাসনম্॥"

অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্।

১। "দেবতাব্রাহ্মণপরাঃ শৌচাচারহিতেরতাঃ।
মহাগুণান্ প্রসূয়ন্তে বিপরীতাস্তু নির্গুণান্॥"

সুশ্রুতসংহিতা।

কর্ত্তব্য। তাহার ইচ্ছার ব্যাঘাত করা কখনই উচিত নহে। যেহেতু, ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে, বায়ু কুপিত হইয়া গর্ভিণীর সমস্ত শরীর আক্রমণ করে এবং গর্ভস্থ জীবের বিনাশ অথবা অঙ্গবিকৃতি ঘটাইয়া দেয়। ১

দোহদ বা সাধভক্ষণ।

বাসনাবদ্ধ জীব যখন পুনরায় মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে আসে, তখন তাহার কর্ম্ম-প্রেরিত গতজীবনের সংস্কার সকলও ভবিতব্যরূপে তাহার সহিত আগমন করে এবং দৈবযোগে যেমন যেমন সেই সকল সংস্কার প্রবুদ্ধ হয়, তেমনই তেমনই সেই সকল বাসনা গর্ভিণীর হৃদয়ে দোহদ-রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ২

গর্ভ যখন চারি মাসের হয়, তখন গর্ভস্থ-সন্তানের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রবিভাগ হইয়া থাকে, হৃদয় ও প্রকটিত হয়। হৃদয়ই চৈতন্যের অধিষ্ঠান ভূমি। সুতরাং চতুর্থ মাসে গর্ভস্থ সন্তানের হৃদয় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইলে তাহাতে চেতনা-ধাতুর অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ৩। চৈতন্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই গতজীবনের বাসনা সকলও উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে এবং গর্ভিণী-হৃদয়ে দোহদ রূপে পরিণত হয়। গর্ভিণীর হৃদয় ও

১। "সা যদ্যদিচ্ছেৎ তত্তদস্যৈ দদ্যাদন্যত্র গর্ভোপঘাতকরেভ্যো ভাবেভ্যঃ। তীব্রায়াঞ্চ প্রার্থনায়াং কামম্ অহিতমপ্যস্যৈ হিতেনোপসংহিতং দদ্যাৎ প্রার্থনাবিনয়নার্থম্। প্রার্থনাসন্ধারণাদ্ধি বায়ুঃ কুপিতোঽন্তঃশরীরমনুচরন্ গর্ভস্যাপদ্যমানস্য বিনাশং বৈরূপ্যং বা কুর্য্যাৎ।" চরকসংহিতা।

২। "কর্ম্মণা চোদিতো জন্তোর্ভবিতব্যঃ পুনর্ভবেৎ।
যথা তথা দৈবযোগাদ্দোহৃদং জনয়েদ্ধৃদি।"

৩। চতুর্থে সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগঃ প্রব্যক্ততরো ভবতি। গর্ভহৃদয়প্রব্যক্তিভাবাচ্চেতনাধাতুরভিব্যক্তো ভবতি তৎস্থানত্বাৎ।" সুশ্রুতসংহিতা।

গর্ভস্থসন্তানের হৃদয়, এক শরীরের অন্তর্গত হওয়াতে গর্ভিণীকে 'দৌহৃদিনী' বলে। ১

দৌহৃদিনী অর্থাৎ গর্ভবতী রমণী ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য যে সকল বস্তু দেখিতে, শুনিতে বা ভোজন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, সে সকল বস্তু, তাহাকে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রদান করা কর্ত্তব্য। যেহেতু, তাহার ইচ্ছার পরিতৃপ্তি না হইলে গর্ভের অনিষ্ট হইতে পারে। ২। তদ্ভিন্ন গর্ভিণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা না হয়, গর্ভস্থসন্তানেরও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। (৩) অতএব গর্ভিণীর দোহদ অর্থাৎ সাধ যাহাতে অপূর্ণ না থাকে, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

গর্ভিণীর দোহদ পূর্ণ হইলে, বীর্য্যবান্, দীর্ঘজীবী ও গুণশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ৪।

১। "দ্বিহৃদয়াঞ্চ নারীং দৌহৃদিনীমাচক্ষতে।"

২। "ইন্দ্রিয়ার্থাংস্তু যান্ যান্ সা ভোক্তুমিচ্ছতি গর্ভিণী।
গর্ভাবাধভয়াত্তাংস্তান্ ভিষগাহৃত্য দাপয়েৎ॥"

৩। "তেষু যেষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু দৌহৃদে বৈ বিমাননা।
প্রজায়েত সুতস্যার্ত্তিস্তস্মিংস্তস্মিংস্তথেন্দ্রিয়ে।"

৪। "লব্ধদৌহৃদা হি বীর্য্যবন্তং চিরায়ুষঞ্চ পুত্রং জনয়তি।"
"সংপ্রাপ্তদৌহৃদা পুত্রং জনয়েত গুণান্বিতম্।"

সুশ্রুতসংহিতা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

গর্ভবিজ্ঞান।

পুত্র,কন্যা ও নপুংসক-সন্তানোৎপত্তি-হেতু।

গর্ভোৎপাদক শুক্র ও শোণিতের সংযোগ কালে শুক্রের আধিক্য হইলে পুত্র এবং আর্ত্তব শোণিতের আধিক্য হইলে কন্যা ও তদুভয়ের সাম্যাবস্থা হইলে নপুংসক সন্তান জন্মে। এতদ্ভিন্ন যুগ্মদিনে গর্ভধারণ করিলে পুত্র ও অযুগ্মদিনে কন্যা জন্মে।১

যমজ-সন্তান।

যদি গর্ভাশয়স্থ বীজ বায়ু কর্ত্তৃক দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তাহা হইলে দুইটী সন্তান জন্মে অথবা যত ভাগে বিভক্ত হইবে, তত গুলি সন্তান জন্মিয়া থাকে। ২

গর্ভস্থ-শিশুর বর্ণোৎপত্তি।

ক্ষিতি প্রভৃতি পাঁচটী ভূতের মধ্যে তেজোধাতুই সমস্ত বর্ণের প্রধান উৎপত্তি-হেতু। সেই তেজোধাতু গর্ভোৎপত্তি কালে অধিকাংশ জলীয়

---

১ "তত্র শুক্রবাহুল্যাৎ পুমান্, আর্ত্তববাহুল্যাৎ স্ত্রী, সাম্যাদুভয়োর্নপুংসকমিতি।"

"যুগ্মে তু পুমান্ প্রোক্তঃ—।"

২। "বীজেঽন্তর্বায়ুনা ভিন্নে দ্বৌ বীজৌকুক্ষিমাগতৌ। যমাবিত্যভিধীয়েতে- "

সুশ্রুতসংহিতা।

• "শুক্রার্ত্তবে পুনর্বায়ুনা বহুশো ভিন্নে যথাস্বং বহ্বপত্যতা।" অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্।

ধাতুর সহিত মিলিত হইলে গর্ভস্থসন্তান গৌর, পার্থিব ধাতুর সহিত মিলিত হইলে কৃষ্ণ, পার্থিব ও আকাশীয় ধাতুদ্বয় মিলিত হইলে কৃষ্ণ-শ্যাম এবং জলীয় ও আকাশীয় এই দুই ধাতুর পরস্পর মিলনে গৌর-শ্যাম বর্ণ হইয়া থাকে। ১

গর্ভস্থ-শিশুর অঙ্গাভিব্যক্তি।

গর্ভস্থ শিশুর মস্তক বা অন্য কোন প্রত্যঙ্গ সর্ব্বপ্রথম গঠিত হইয়া অন্যান্য অংশ সকল তদনন্তর গঠিত হয় না। অতি তরুণ অবস্থা হইতেই গর্ভস্থ সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যুগপৎ গঠিত হইয়া অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থান করে; কাল ক্রমে সেই সকলেরই সবিশেষ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে মাত্র। যেমন, একটী অতি ক্ষুদ্র আম্র ফলে, প্রথমাবস্থায় তাহার আঁশ শাঁস ও আঁটি প্রভৃতি কিছুই পৃথক্‌রূপে প্রকাশ পায় না, কালান্তরে সেই ক্ষুদ্র আম্রফল পরিপুষ্ট ও পরিপক্ক হইলে, যেমন তাহার প্রত্যেক অংশই সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়; সেইরূপ অতি সূক্ষ্মতা হেতু গর্ভস্থসন্তানেরও প্রথম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পরিলক্ষিত হয় না; কালক্রমে বর্দ্ধিত হইলে, সেই সকলই বিশিষ্টরূপে ও পৃথক্‌-ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। ২

গর্ভস্থ-শিশুর অঙ্গবিকৃতি।

যদি পিতার বীজে কোন প্রকার দোষ থাকে অথবা গর্ভস্থজীবেরই স্বকীয় কর্ম্মের, চিত্তবৃত্তির বা কালের অথবা গর্ভিণীর আহার ও বিহারের

১ "তত্র তেজো ধাতুঃ সর্ব্ববর্ণানাং প্রভবঃ। স যদা গর্ভোৎপত্তাবপ্‌ধাতুপ্রায়ো ভবতি, তদা গর্ভং গৌরং করোতি। পৃথিবীধাতুপ্রায়ঃ কৃষ্ণং, পৃথিব্যাকাশধাতুপ্রায়ঃ কৃষ্ণ-শ্যামং, তোয়াকাশধাতুপ্রায়ঃ গৌরশ্যামং করোতীতি।"

সুশ্রুতসংহিতা।

কোন প্রকার দোষ থাকে ; তাহা হইলে বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া গর্ভস্থ শিশুর আকৃতি, বর্ণ বা ইন্দ্রিয়ের বিকৃতি সম্পাদন করে। এতদ্ভিন্ন দোহদ অর্থাৎ সাধ পূর্ণ না হইলে সন্তান কুব্জ, বিকৃতহস্ত, মূক, মিন্মিন, খঞ্জ, জড়, বামন ও বিকৃতলোচন অথবা অন্ধ হইতে পারে। ১

গর্ভস্থ-শিশুর জীবনোপায়।

গর্ভস্থ শিশুর নাভিদেশ হইতে একটী নাড়ী (দুইটী ধমনী ও একটী শিরা একত্রে) বহির্গত হইয়া জননীর রস-বাহিনী ধমনীর সহিত সংযুক্ত হয় এবং সেই নাড়ী দ্বারা জননীর আহারীয় রস ও বীর্য্য আগমন করিয়া গর্ভস্থ শিশুর পরিবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকে (২) এবং গর্ভাশয়ে শুক্র ও আর্ত্তবশোণিতের মিলন হইতে নাভিনাড়ীর সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যতদিন না তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভাগ হয়, ততদিন জননীর সর্ব্বশরীর-সঞ্চারিণী এবং তির্য্যগ্‌গত ধমনী সকলের উপস্নেহ গর্ভস্থ সন্তানকে সঞ্জীবিত রাখে।' ৩

১। বীজাত্মকর্ম্মাশয়কালদোষৈঃ।
মাতুস্তদাহারবিহারদোষৈঃ ॥
কুর্ব্বন্তি দোষা বিবিধানি দুষ্টাঃ।
সংস্থানবর্ণেন্দ্রিয়বৈকৃতানি ॥ চরকসংহিতা

"দোহদবিমাননাৎ কুব্জং, কুণিং, খঞ্জং, জড়ং, বামনং বিকৃতাক্ষমনক্ষং বা নারী সুতং জনয়তি।"

২। মাতুস্তু খলু রসবহায়াং নাড্যাং গর্ভনাভিনাড়িনিবদ্ধাদস্য মাতুরাহাররসবীর্য্যমভিবহতি। তেনোপস্নেহেনাস্যাভিবৃদ্ধির্ভবতি।

৩। অসঞ্জাতাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগমানিষেকাৎ প্রভৃতি সর্ব্বশরীরাবয়বানুসারিণীনাং রসবহানাং তির্য্যগ্‌গতানাং ধমনীনামুপস্নেহো জীবয়তীতি।" সুশ্রুতসংহিতা

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

গর্ভস্থ শিশুর মলমূত্রাদির অভাবহেতু।

মলের অল্পতা ও পক্বাশয়ের সহিত বায়ুর অযোগহেতু গর্ভস্থ-শিশু মল মূত্রাদি ত্যাগ করে না। যেহেতু, বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই জীবের মল মূত্রাদি নির্গত হইয়া থাকে। ১। তদ্ভিন্ন জরায়ু দ্বারা মুখ আচ্ছন্ন থাকাতে এবং কণ্ঠ কফদ্বারা বেষ্টিত হওয়াতে বায়ুর পথ রুদ্ধ হইয়া থাকে, সেজন্য গর্ভস্থ-শিশু রোদন করিতে পারে না। ২

গর্ভস্থ শিশুর প্রকৃতি-পরিজ্ঞান।

গর্ভকালে রমণীর রাজ-সন্দর্শনের অভিলাষ জন্মিলে, তাহার অর্থবান্ মহাভাগ্য পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ৩

কৌষেয় ও পট্টবস্ত্রে অথবা অলঙ্কারাদিতে অভিলাষ জন্মিলে, ভূষণ-প্রিয়, সুকুমার পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ৪

১। "মলাল্পত্বাদযোগাচ্চ বায়োঃ পক্বাশয়স্য চ।
বাতমূত্রপুরীষাণি ন গর্ভস্থঃ করোতি হি।"

২। "জরায়ুনা মুখেচ্ছন্নে কণ্ঠে চ কফবেষ্টিতে।
বায়োর্মার্গনিরোধাচ্চ ন গর্ভস্থঃ প্ররোদিতি॥"

৩। "রাজসন্দর্শনে যস্যা দৌহৃদং জায়তে স্ত্রিয়ঃ।
অর্থবন্তং মহাভাগং কুমারং সা প্রসূয়তে॥"

৪। "দুকূলপট্টকৌষেয়ভূষণাদিষু দৌহৃদাৎ।
অলঙ্কারৈষিণং পুত্রং ললিতং সা প্রসূয়তে॥"

সুশ্রুতসংহিতা।

আশ্রম-সন্দর্শনে ইচ্ছা হইলে, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মশীল সন্তান জন্মে। ১

দেবতা-প্রতিমা দেখিতে অভিলাষ হইলে, পার্ষদতুল্য অর্থাৎ সভ্যভব্য সন্তান জন্মে। ২

হিংস্র জন্তু দর্শনে ইচ্ছা হইলে, হিংসাশীল সন্তান জন্মে। ৩

গোসাপের মাংস ভক্ষণে ইচ্ছা হইলে, স্থিরচিত্ত ও নিদ্রাশীল সন্তান জন্মে। ৪

গোমাংস ভক্ষণে ইচ্ছা হইলে, বলশালী ও সর্ব্বপ্রকার ক্লেশসহ সন্তান জন্মে। ৫

মহিষ-মাংস ভক্ষণে ইচ্ছা হইলে, বিক্রমশালী, আরক্তলোচন ও লোমশ রক্ত সন্তান জন্মে। ৬

বরাহ-মাংস ভক্ষণে ইচ্ছা হইলে, শক্তিশালী, দ্রুতগমনশীল ও বনপ্রিয় সন্তান জন্মে। ৭

স্মর-(মৃগবিশেষ) মাংস ভক্ষণে ইচ্ছা হইলে, উদ্বিগ্নচিত্ত সন্তান জন্মে। ৮

তিত্তিরি-মাংস ভক্ষণে ইচ্ছা হইলে,সর্ব্বদা ভীতিপরায়ণ সন্তান জন্মে। ৯

এতদ্ভিন্ন যে সকল জন্তুর মাংসে গর্ভিণীর অভিলাষ জন্মিবে; সেই

১। "আশ্রমে সংযতাত্মান' ধর্ম্মশীলং প্রসূয়তে।"

২। "দেবতাপ্রতিমায়ান্তু প্রসূতে পার্ষদোপমম।"

৩। "দর্শনে ব্যালজাতীনাং হিংসাশীলং প্রসূয়তে।"

৪। "গোধামাংসশনে পুত্রং সুষুপ্সুং ধারণাত্মকম।"

৫। গবাং মাংসে চ বলিনং সর্ব্বক্লেশসহং তথা।"

৬। "বরাহমাংসাৎ স্বপ্নালুং শূরং সঞ্জনয়েৎ সুতম্"

৭। "মার্গাদ্বিক্রান্তং জঙ্ঘালং সদা বনচরং সুতম্॥"

৮। ৯। "সৃমরাদ্বিগ্নমনসং নিত্যভীতঞ্চ তৈত্তিরাৎ।"

সুশ্রুতসংহিতা।

সকল জন্তুর যেরূপ শরীর, স্বভাব ও আচার-ব্যবহার, গর্ভস্থ সন্তানেরও তাদৃশ শরীর ও স্বভাবাদি হইয়া থাকে। ১

গর্ভস্থ-সন্তান-পরিজ্ঞান।

গর্ভে কি সন্তান জন্মিয়াছে, তাহা পূর্ব্ব হইতে জানিবার উপায়-সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, যদি গর্ভিণীর দক্ষিণ স্তনে প্রথমে দুগ্ধ আসে, দক্ষিণ নেত্র 'ভারি ভারি' বোধ হয়, দক্ষিণ উরু স্ফীত হয় এবং বহুল পরিমাণে পুংনামধেয় দ্রব্যে অভিলাষ জন্মে; স্বপ্নে,—পদ্ম, উৎপল, কুমুদ ও আম্রাতক প্রভৃতি পুংনাম পুষ্পাদির দর্শন হয় এবং গর্ভিণীর মুখ ও বর্ণ প্রসন্ন হয়, তাহা হইলে পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং এই সকলের বিপরীত হইলে কন্যা জন্মিয়া থাকে। আর, যাহার পার্শ্বদ্বয় উন্নত, উদর সম্মুখ ভাগে নির্গতপ্রায় এবং পূর্ব্বোক্ত পুংগর্ভ লক্ষণ সকল প্রকাশ করিলে পুরুষ-প্রকৃতিক নপুংসক ও তাহার বিপরীত লক্ষণ সকল প্রকাশ করিলে স্ত্রী নপুংসক জন্মে এবং যাহার উদর দ্রোণীর ন্যায় অত্যন্ত বৃহৎ ও মধ্যভাগে নিম্ন, তাহার গর্ভে যুগ্ম সন্তান জন্মিয়া থাকে। ২

১। "অতোঽন্যতমমু সা নারী সমভিধ্যাতি দৌহৃদম্।
শরীরাচারশীলৈঃ সা সমানং জনয়িষ্যতি॥"

২। "তত্র যস্যা দক্ষিণে স্তনে প্রাক্ পয়োদর্শনং ভবতি, দক্ষিণাক্ষিমহত্ত্বঞ্চ, পূর্ব্বঞ্চ দক্ষিণ-সক্থ্যুৎকর্ষতি, বাহুল্যাচ্চ পুন্নামধেয়েষু দ্রব্যেষু দৌহৃদমভিধ্যায়তি, স্বপ্নেষু চোপলভতে পদ্মোৎপলকুমুদাম্রাতকাদীনি পুন্নামান্যেব, প্রসন্নমুখবর্ণা চ ভবতি, তাং ব্রূয়াৎ পুত্রমিয়ং জনয়িষ্যতীতি। তদ্বিপর্য্যয়ে কন্যাম্। যস্যাঃ পার্শ্বদ্বয়মুন্নতং পুরস্তাৎ নির্গতমুদরং প্রাগভিহিত লক্ষণঞ্চ তস্যা নপুংসকমিতি বিদ্যাৎ। যস্যা মধ্যে নিম্নং দ্রোণী প্রভূতমুদরং সা যুগ্মং প্রসূয়ত ইতি।"

সুশ্রুতসংহিতা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

প্রতিমাসিক গর্ভবিবরণ।

প্রথম মাসে,—শুক্র ও শোণিত মিলিত হইয়া গর্ভাশয়ে পিণ্ডাকারে অবস্থান করে। ঐ পিণ্ডাকৃতি শুক্রশোণিতের নাম **কলল**।

দ্বিতীয় মাসে,—কললের ভূতপরমাণু সমূহ বায়ু, পিত্ত ও কফ দ্বারা পচ্যমান হইয়া ঘনীভূত হয়। সেই ঘনীভূত পদার্থ শুক্রাধিক্য বশতঃ পিণ্ডাকারে পরিণত হইলে **পুত্র**, আর্ত্তবাধিক্য বশতঃ পেশীর আকারে পরিণত হইল **কন্যা** এবং শুক্র ও শোণিতের সাম্যাবস্থা হেতু অর্ব্বুদের আকারে পরিণত হইলে **নপুংসক** জন্মগ্রহণ করে। ২

তৃতীয় মাসে,—হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তক,—এই পাঁচটী অঙ্গের জন্য পাঁচটী পিণ্ড ভ্রূণদেহে প্রকাশ পায় এবং সূক্ষ্মরূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভাগ প্রকটিত হইতে থাকে। ৩

চতুর্থ মাসে,—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়

১। "প্রথমে মাসি কললং জায়তে।"

২। "দ্বিতীয়ে শীতোষ্ণানিলৈরভিপ্রপচ্যমানানাং মহাভূতানাং সঙ্ঘাতো ঘনঃ সঞ্জায়তে। যদি পিণ্ডঃ পুমান্, স্ত্রীচেৎ পেশী, নপুংসকং চেদর্ব্বুদমিতি।"

৩। "তৃতীয়ে হস্তপাদশিরসাং পঞ্চ পিণ্ডকা নির্বর্ত্তন্তেঽঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগশ্চ সূক্ষ্মো ভবতি।"

সুশ্রুতসংহিতা।

এবং গর্ভস্থ শিশুর হৃদয় স্থান প্রকটিত হওয়ায়, তাহাতে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। যেহেতু, চৈতন্যের আধারই হৃদয়। চৈতন্যোদয়ে ইন্দ্রিয়গণ সচেতন হইয়া ভোগ্যবস্তুর জন্য অভিলাষ প্রকাশ করে। গর্ভস্থ সন্তানের অভিলাষ, গর্ভিণীর হৃদয় দ্বারা প্রকটিত হইয়া থাকে। তৎকালে গর্ভস্থ-শিশুর হৃদয় ও গর্ভিণীর হৃদয়, এক গর্ভিণীগত হওয়াতে তাহাকে দৌহৃদিনা কহে। দৌহৃদিনীর অভিলাষের নাম দোহদ। দোহদের অবমাননা করিলে গর্ভস্থ সন্তানের অনিষ্ট হইয়া থাকে। ১

পঞ্চমমাসে,—মানসিক শক্তির বিকাশ হইতে থাকে। তখন সে কেবল চিন্তা করিতে থাকে কিছুই স্থির করিতে পারে না। যেহেতু, মনের স্বভাবই সঙ্কল্প ও বিকল্প করা মাত্র। ২

ষষ্ঠমাসে,—গর্ভস্থ সন্তানের বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে, তখন সে কথঞ্চিৎ স্থিরসঙ্কল্প হইতে পারে। ৩

সপ্তমমাসে,—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অধিকতর স্পষ্টরূপে প্রকটিত হইয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে। ৪

অষ্টমমাসে,—শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সম্পূর্ণ ও পরিপুষ্ট

১। চতুর্থে সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগঃ প্রব্যক্ততরো ভবতি, গর্ভহৃদয়প্রব্যক্তভাবাচ্চেতনা-ধাতুরভিব্যক্তো ভবতি। কস্মাৎ? তৎস্থানত্বাৎ। তস্মাদ্ গর্ভশ্চতুর্থে মাস্যভিপ্রায়মিন্দ্রিয়ার্থেষু করোতি। দ্বিহৃদয়াঞ্চ নারীং দৌহৃদিনীমাচক্ষতে। দৌহৃদনিমাননাৎ কুব্জং * * * সুতং জনয়তি।"

২। "পঞ্চমে মনঃ প্রতিবুদ্ধতরং ভবতি।" সুশ্রুতসংহিতা

"মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পঃ স্যাৎ" পঞ্চদশী

৩। "ষষ্ঠে বুদ্ধিঃ।" সুশ্রুতসংহিতা

"বুদ্ধিঃ স্যান্নিশ্চয়াত্মিকা।" পঞ্চদশী

৪। "সপ্তমে সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগঃ প্রব্যক্ততরো ভবতি।" সুশ্রুতসংহিতা।

হইয়া থাকে। সেজন্য তাহাতে ওজোধাতু অর্থাৎ জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ওজোধাতু তখন সম্পূর্ণরূপে স্থিরতা প্রাপ্ত হয় না বলিয়া তৎকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, কদাচিৎ ওজোধাতুর অল্পতা বা অভাববশতঃ তাহার মৃত্যুও হইতে পারে। ১

নবম ও দশম মাস,—সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার উপযুক্ত কাল। কদাচিৎ একাদশ ও দ্বাদশ মাসেও সন্তানপ্রসব হইতে পারে; ইহা অস্বাভাবিক নহে। অতঃপর গর্ভ স্থায়ী হইলে বিকৃতগর্ভ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ২

পঞ্চদশ অধ্যায়।

——:o:——

গর্ভিণী-রোগাধিকার।

অনাগত-ব্যাধি-প্রতিষেধ

গর্ভের প্রথম মাস হইতে নবম মাস পর্য্যন্ত, যে সকল কর্ম্ম করিলে গর্ভিণীর কোন প্রকার রোগের সম্ভাবনা থাকে না এবং কটী, কুক্ষি, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ কোমল থাকে, বায়ু প্রকুপিত হয় না, মল ও মূত্র প্রকৃতিস্থ থাকে

১। "অষ্টমেঽস্থিরীভবত্যোজঃ তত্র জাতশ্চেন্ন জীবেন্নিরোজস্ত্বাৎ।"

২। "নবমদশমৈকাদশদ্বাদশানামন্যতমস্মিন্ জায়তে। অতোঽন্যথা বিকারী ভবতি।"

সুশ্রুতসংহিতা।

এবং সহজে নিজ নিজ পথে উপস্থিত হয়, দেহের চর্ম্ম ও নখসকল কোমল থাকে, বল ও বর্ণ বর্দ্ধিত হয় এবং গর্ভিণী যথাকালে বিনাক্লেশে সর্ব্ব-গুণান্বিত সুখসম্পন্ন, প্রশস্ত সন্তান প্রসব করিতে পারে, সেই সকল ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রথম লিখিত হইতেছে।১

প্রথম মাসে,—যদি বুঝিতে পারাযায় যে, গর্ভসম্ভাবনা হইয়াছে। তাহাহইলে গর্ভিণীকে উপযুক্ত পরিমাণে শীতল দুগ্ধ ও অভ্যাস মত আহারের ব্যবস্থা করিবে। ২

দ্বিতীয় মাসে,—কাকোল্যাদি মধুরগণের সহিত দুগ্ধপাক করিয়া সেই দুগ্ধ, প্রত্যহ পান করিতে দিবে। ৩

(কাকোল্যাদিগণ যথা,—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়া, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, যষ্টিমধু এবং জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি, এই কয়টীর অভাবে যথাক্রমে,—গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, বেড়েলা ও গোরক্ষ-চাকুলে। *

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলির মিলিত ওজন দুই তোলা, একসের জল ও একপোয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে।)

১। "যদিদং কর্ম্ম প্রথমমাসমুপাদায়োপদিষ্টমানবমান্মাসাৎ, তেন গর্ভিণ্যা গর্ভসময়ে গর্ভধারণে কুক্ষিকটীপার্শ্বপৃষ্ঠং মৃদু ভবতি, বাতশ্চানুলোমঃ সম্পদ্যতে, মূত্রপুরীষে চ প্রকৃতিভূতে সুখেন মার্গমনুপদ্যেতে, চর্ম্মনখানি মার্দ্দবমুপযান্তি, বলবর্ণৌ চোপ-চীয়েতে, পুত্রং জ্যেষ্ঠং সম্পদুপেতং সুখিনং সুখেনৈষা কালে প্রজায়তে।"

২।৩। "প্রথমে মাসে শঙ্কিতা চেৎ গর্ভমাপন্না ক্ষীরমনুপস্কৃতং কালে পিবেৎ, সাত্ম্যঞ্চ ভোজনং সায়ং প্রাতশ্চ ভুঞ্জীত। দ্বিতীয়ে মাসে ক্ষীরমেব চ মধুরৌষধসিদ্ধম্।"

"কাকোল্যাগিণঃ,—কাকোলীক্ষীরকাকোলীজীবকর্ষভকমুদ গপর্ণীমাষপর্ণীমেদামহামেদা-চ্ছিন্নরুহাকর্কটশৃঙ্গীতুগাক্ষীরীপদ্মকপ্রপৌণ্ডরিকর্দ্ধিবৃদ্ধিমৃদ্বীকাজীবন্ত্যো মধুককঞ্চেতি।"

সুশ্রুতসংহিতা। ●

তৃতীয় মাসে,—দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।১

চতুর্থ মাসে,—প্রত্যহ দুগ্ধ হইতে দুইতোলা পরিমাণে নবনীত অর্থাৎ মাখম প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিবে।

পঞ্চম মাসে,—প্রত্যহ মাখম গলানঘৃত খাইতে দিবে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম মাসে,—কাকোল্যাদি* মধুরগণের সহিত দুগ্ধ ও ঘৃত পাক করিয়া খাইতে দিবে।২

এই সময়ে গর্ভস্থ শিশুর কেশ জন্মে বলিয়া গর্ভিণীর গাত্রদাহ উপস্থিত হয়,—এইরূপ রমণীগণের ধারণা। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ঐ সময়ে গর্ভের উৎপীড়ন হেতু বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া গর্ভিণীর বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিয়া বিদাহ জন্মাইয়া থাকে। সেজন্য 'চুলকণা' সকল প্রকাশ পায় এবং তজ্জন্য গর্ভিণীর উদর ও উরু প্রভৃতি স্থানের চর্ম্ম সকল ফাটিয়া যায়। চর্ম্ম বিদারিত হইলে, শুষ্ক কুলের ক্কাথ ও কাকোল্যাদিগণের * ক্কাথের সহিত গব্য ঘৃত পাক করিয়া খাইতে দিবে এবং চন্দন ও মৃণাল বাঁটিয়া অথবা শিরীষ, ধাইফুল, সর্ষপ ও যষ্টিমধু এই সকলের চূর্ণ দ্বারা কিম্বা কুড়চিবীজ, তুলসীবীজ, মুথা ও হরিদ্রার কল্ক দ্বারা অথবা নিম, কুল, তুলসী ও মঞ্জিষ্ঠা বাঁটিয়া তাহা দ্বারা বিদারিত স্থান সকল মর্দ্দন করিবে অথবা করবীপত্রের কল্ক দ্বারা তৈল প্রস্তুত করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিবে কিম্বা মালতীপুষ্প ও যষ্টিমধু জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা বিদারিত স্থানসকল পরিষিক্ত করিবে। কিন্তু চুলকাইবে না, অসহ্য হইলে ঘর্ষণ ও মর্দ্দন করিবে।

১। তৃতীয়ে মাসে ক্ষীরং মধুসর্পির্ভ্যামুপসংসৃজ্য, চতুর্থে মাসে তু ক্ষীরনবনীতমক্ষমাত্র-মশ্নীয়াৎ। পঞ্চমে মাসে ক্ষীরসর্পিঃ।

* ৪৮ পৃষ্ঠার ১০ম পঙ্‌ক্তিতে দ্রষ্টব্য।

২। "ষষ্ঠে মাসে ক্ষীরসর্পির্মধুরৌষধসিদ্ধং, তদেব সপ্তমে মাসে।" চরকসংহিতা।

যেহেতু চুলকাইলে চর্ম্ম সকল ফাটিয়া গিয়া বিকৃত হইবে। এতদ্ভিন্ন মধুর-রসান্বিত, অল্প স্নেহ ও লবণ সংযুক্ত বাতহর দ্রব্য সকল ভোজন করিয়া অল্পপরিমাণে জল পান করিবে। ১

অষ্টম মাসে,—দুগ্ধপক্ক যবাগূ (পায়সান্ন) ঘৃত সংযুক্ত করিয়া দুইবেলা ক্ষুধার সময়ে ভোজন করিতে দিবে। মহর্ষি ভদ্রকাপ্য বলেন,—অষ্টমমাসে ক্ষীরসংযুক্ত যবাগূ ঘৃতসহ ভোজন করিলে, সন্তানের নেত্র পিঙ্গলবর্ণ হয়। কিন্তু মহর্ষি অগ্নিবেশ বলেন যে, সন্তানের নেত্র পিঙ্গলবর্ণ হয়,—হউক; তাহাতে ক্ষতি নাই। কেননা, অষ্টমমাসে ক্ষীরযবাগূ ঘৃতসহ ভোজন করিলে,—সন্তানের আরোগ্য, বল, বর্ণ ও স্বর বর্দ্ধিত হয়, দেহ সুগঠিত হয় এবং জ্ঞাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্তান জন্মে। গর্ভিণীও নীরোগ হইয়া থাকে।২

নবম মাসে,—কাকোল্যাদিগণের (৪৮ পৃষ্ঠায় ১০ম পঙ্‌ক্তিতে

১। "তত্র গর্ভস্থ কেশা জায়মাণা মাতুর্বিদাহং জনয়ন্তীতি স্ত্রিয়ো ভাষন্তে, তন্নেতি ভগবান্ আত্রেয়ঃ। কিন্তু গর্ভোৎপীড়নাৎ বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ উরঃ প্রাপ্য বিদহন্তি, ততঃ কণ্ডূরুপজায়তে, কণ্ডূমূলাচ চিক্কিশাবাপ্তির্ভবতি। তত্র কোলোদকেন নবনীতস্য মধুরৌষধসিদ্ধস্য পাণিতলমাত্রমস্যৈ পাতুং দদ্যাৎ। চন্দনমৃণালকল্কৈশ্চাস্যাঃ স্তনোদরং বিমৃদ্গীয়াৎ। শিরীষধাতকীসর্ষপমধুকচূর্ণৈঃ কুটজার্জকবীজমুস্তহরিদ্রাকল্কেন বা নিম্বকোলসুরসমঞ্জিষ্ঠাকল্কৈর্বা করবীরকপত্রসিদ্ধেন বা তৈলেনাভ্যঙ্গঃ। পরিষেকঃ পুনর্মালতীমধুকসিদ্ধেনাম্ভসা। জাতকণ্ডূশ্চ কণ্ডূয়নং বর্জ্জয়েৎ ত্বগ্‌ভেদনবৈরূপ্যপরিহারার্থম্। অশক্যায়াস্তু কণ্ড্বামুন্মর্দ্দনোদ্ঘর্ষণাভ্যাং পরিহারঃ স্যাৎ। মধুরমাহারজাতং বাতহরমল্পমল্পস্নেহলবণমল্পোদকানুপানঞ্চ ভুঞ্জীত।"

২। "অষ্টমে মাসে ক্ষীরযবাগূং সর্পিষ্মতীং কালে কালে পিবেৎ। তন্নেতি ভদ্রকাপ্যঃ, পৈঙ্গল্যাবাধো হ্যস্যা গর্ভমাগচ্ছেদিতি। অস্ত্বত্র পৈঙ্গল্যাবাধ ইত্যাহ ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ো নহ্যেতদকার্য্যমেবং কুর্ব্বতী হ্যারোগ্যবলবর্ণস্বরসংহননসম্পদুপেতং জ্ঞাতীনামপি শ্রেষ্ঠমপত্যং জনয়তি।" চরকসংহিতা।

দ্রষ্টব্য) সহিত তৈলপাক করিয়া অনুবাসন (মলদ্বারে পিচকারী) দিবে এবং গর্ভাশয়ের ও প্রসব-দ্বারের স্নেহনার্থ পূর্ব্বোক্ত তৈলসিক্ত পিচু (তুলা) অপত্যপথে প্রয়োগ করিবে।১

গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব-প্রতীকার।

প্রথম মাসে,—যদি গর্ভিণীর রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহা হইলে,—যষ্টিমধু, শাকবীজ, ক্ষীরকাকোলী ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্যের ক্কাথের সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া খাইতে দিবে।

দ্বিতীয় মাসে,—রক্তস্রাব হইলে, আমরুল, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী, এইসকল দ্রব্যের ক্কাথ দুগ্ধসহ খাইতে দিবে।

তৃতীয় মাসে,—রক্তস্রাব হইলে,—পরগাছা, ক্ষীরকাকোলী উৎপল ও অনন্তমূল, এই সকল দ্রব্যের ক্কাথের সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া পান করিতে দিবে।

চতুর্থ মাসে,—রক্তস্রাব হইলে,—অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামুনহাটী ও যষ্টিমধুর ক্কাথের সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া খাইতে দিবে।

পঞ্চম মাসে,—রক্তস্রাব হইলে,—বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারী-ফল, বটাদি ক্ষীরবৃক্ষের বল্কল ও শুঙ্গ, এইসকল দ্রব্যের ক্কাথ দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে।

ষষ্ঠ মাসে,—রক্তস্রাব হইলে,—চাকুলে, বেড়েলা, সজিনা-বীজ, গোক্ষুর, যষ্ঠিমধু,— ইহাদের ক্কাথ দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে।

সপ্তম মাসে,—রক্তস্রাব হইলে, পানিফল, মৃণাল, কিস্‌মিস্ কেশুর ও যষ্ঠিমধু,—এইসকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া খাইতে দিবে।

১। "নবমে খল্বেনাং মাসে মধুরৌষধসিদ্ধেন তৈলেনানুবাসয়েৎ। অতশ্চাস্যাস্তৈলং পিচুমিশ্রং যোনৌ প্রণয়েৎ গর্ভস্থানমার্গস্নেহনার্থম্।" চরকসংহিতা

অষ্টম মাসে,—রক্তস্রাব হইলে,—কয়েদবেল, বেল, বৃহতী, ইক্ষু ও কণ্টকারী, ইহাদের মূল এবং পলতা একপোয়া দুগ্ধ ও একসের জলসহ পাক করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে।

নবম মাসে,—রক্তস্রাব হইলে,—অনন্তমূল, যষ্টিমধু, ক্ষীর কাকোলী ও শ্যামালতা,—এই সকল দ্রব্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুগ্ধসহ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

দশম মাসে,—রক্তস্রাব হইলে, শুণ্ঠীসহ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুগ্ধ পাক করিয়া খাইতে দিবে অথবা শুঁঠ, যষ্টিমধু ও দেবদারুর সহিত পূর্ব্ববৎ দুগ্ধ পাক করিয়া খাইতে দিবে। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা সকল দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের পোষণ এবং তীব্র গর্ভশূলের শান্তি হয়।১

বিশেষ দ্রষ্টব্য,—এস্থলে যে সকল ব্যবস্থা উল্লিখিত হইল, সে সকল প্রস্তুত করিবার নিয়ম ১৪ পৃষ্ঠার ১০ পংক্তিতে দ্রষ্টব্য।

১। "মধুকং শাকবীজঞ্চ পয়স্যা সুরদারু চ।
অশ্মন্তকাস্তিলাঃ কৃষ্ণাস্তাম্রবল্লী শতাবরী॥
বৃক্ষাদনী পয়স্যা চ লতা চোৎপলসারিবা।
অনন্তা সারিবা রাস্না পদ্মা মধুকমেব চ॥
বৃহত্যৌ কাশ্মরী চাপি ক্ষীরিশুঙ্গাস্ত্বচো ঘৃতম্।
পৃশ্নিপর্ণী বলা শিগ্রুঃ শ্বদংষ্ট্রা মধুপর্ণিকা॥
শৃঙ্গাটকং বিসং দ্রাক্ষা কশেরু মধুকং সিতা।
বৎসৈতে সপ্তযোগাঃ স্যুরর্দ্ধশ্লোকসমাপনাঃ॥
যথাসংখ্যং প্রযোক্তব্যা গর্ভস্রাবে পয়োযুতাঃ।
কপিত্থবৃহতীবিল্বপটোলেক্ষুনিদিগ্ধিকাঃ।
মূলানি ক্ষীরসিদ্ধানি পায়য়েদ্ভিষগষ্টমে॥
নবমে মধুকানন্তা পয়স্যা সারিবাঃ পিবেৎ।
ক্ষীরং শুণ্ঠীপয়স্যাভ্যাং সিদ্ধং স্যাদ্দশমে হিতম্॥
সক্ষীরা বা হিতা শুণ্ঠী মধুকং সুরদারু চ।
এবমাপ্যায়তে গর্ভস্তীব্রা রুক্ চোপশাম্যতি॥" সুশ্রুতসংহিতা।

গর্ভবেদনা-প্রতীকার।

প্রথম মাসে,—যদি গর্ভিণীর গর্ভে বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে,—শ্বেতচন্দন, শুলফা, চিনি ও ময়নাফল সমপরিমাণে, চাউল ধোয়া জলে বাটিয়া দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে অথবা তিল, পদ্মকাষ্ঠ, শালুক ও শালিতণ্ডুল, দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া চিনি, মধু ও দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধান্ন পথ্য দিবে।১

দ্বিতীয় মাসে,—পদ্ম, পানিফল ও কেশুর চাউল ধোয়া জলে বাঁটিয়া পান করিতে দিবে। ২

তৃতীয় মাসে,—গর্ভবেদনায়,—ক্ষীরকাকোলী, কাকোলী ও আমলকী, পেষণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিতে দিবে। অথবা পদ্ম, নীলোৎপল, কুড় ও শালুক সমপরিমাণে চিনির জলে বাঁটিয়া দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া খাইতে দিবে। পথ্য—দুগ্ধান্ন। ৩

১। "প্রথমে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা।
চন্দনং শতপুষ্পা চ শর্করা মদয়ন্তিকা॥
এতানি সমভাগানি পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা।
পায়য়েৎ পয়সালোড্য গর্ভিণীং মাত্রয়া ভিষক্॥
"তথা তিলান্ পদ্মকঞ্চ শালূকং শালিতণ্ডুলান্।
ক্ষীরেণ পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ সিতাক্ষৌদ্রান্বিতেন চ॥
আলোড্য পায়য়েন্নারীং ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্॥"

২। "দ্বিতীয়ে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা।
তদোৎপলস্য কন্দন্তু শৃঙ্গাটককশেরুকম্॥
তণ্ডুলোদকপিষ্টন্তু পায়য়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা।"

৩। "তৃতীয়ে ক্ষীরকাকোলী কাকোল্যামলকীফলম্।
পিষ্টমুষ্ণোদকেনৈতৎ পায়য়েৎ গর্ভিণীং ভিষক্॥
শাল্যন্নং পয়সা জীর্ণে, ভোজয়েদনু গর্ভিণীম্।

চতুর্থ মাসে,—গর্ভবেদনায়,—উৎপল, শালুক, কণ্টকারী, গোক্ষুর অথবা গোক্ষুর, কণ্টকারী, বালা ও নীলোৎপল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিতে দিবে। ১

পঞ্চম মাসে,—গর্ভবেদনায়, নীলোৎপল ও ক্ষীরকাকোলী দুগ্ধে পেষণ করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুসহ অথবা নীলোৎপল, ঘৃতকুমারী ও কাকোলী সমপরিমাণে পেষণ করিয়া শীতল জলসহ পান করিতে দিবে। ২

ষষ্ঠ মাসে,—গর্ভবেদনায়, টাবালেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, চন্দন ও উৎপল, দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া অথবা পিয়ালবীজ, দ্রাক্ষা ও খৈচূর্ণ, শীতলজলের সহিত পেষণ করিয়া খাইতে দিবে। ৩

তথাপদ্মোৎপলং কুষ্ঠং শালুকঞ্চ সমাংশিকম্ ॥
সিতোদকেন পিষ্ট্বা তু ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।"

১। "চতুর্থে তু বিধানজ্ঞঃ পায়য়েদিদমৌষধম্।
পিষ্ট্বোৎপলঞ্চ শালূকং কণ্টকারীত্রিকণ্টকম ॥
যথাগ্নিমাত্রয়া কালে গর্ভিণীং পয়সা সহ।
তথা গোক্ষুরকং সিংহী বালকং নীলমুৎপলম ॥
পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ পাতব্যং গর্ভ শূল-নিবারণম ॥

২। "পঞ্চমে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা।
তত্র নীলোৎপলং বীরাং পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ পাচনম ॥
ঘৃত-ক্ষৌদ্রান্বিতং পীত্বা গর্ভস্য চ রুজাং হরেৎ।
তথা নীলোৎপলং নারীং কাকোলীং সমভাগিকম ॥
শীত-তোয়েন পিষ্ট্বা চ ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ ॥"

৩। ষষ্ঠে মাসি যদা গর্ভে বেদনা জায়তে তদা।
মাতুলুঙ্গস্য বীজানি প্রিয়ঙ্গু চন্দনোৎপলম্ ॥
ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং গর্ভশূলনিবারণম।

সপ্তম মাসে,—গর্ভবেদনায়, শতমূলী ও পদ্মমূল বাঁটিয়া দুগ্ধসহ অথবা কয়েতবেল, সুপারিমূল, খৈ ও চিনি শীতল জলে বাঁটিয়া দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে।১

অষ্টম মাসে,—গর্ভবেদনায়, ধনে বাঁটিয়া চাউলধোয়া জলের সহিত অথবা পলাশপত্র শীতলজলে বাঁটিয়া পান করিতে দিবে।২

নবম মাসে,—গর্ভবেদনায়, এরণ্ডমূল ও কাকোলী, শীতল জলে বাঁটিয়া অথবা পলাশবীজ, কাকোলী ও ঝাঁটিমূল, কাঁজির সহিত বাঁটিয়া খাইতে দিবে।৩

দশম মাসে,—গর্ভবেদনায়, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, মুগ ও চিনি, জলে বাঁটিয়া দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে।৪

তথা পিয়ালবীজানি মৃদ্বীকা লাজশক্তবঃ।
এতৎ সুশীতলং কালে পীত্বাচ সুখমশ্নুতে॥"

১। সপ্তমে শতপুষ্পাঞ্চ মৃণালসহিতাং পিবেৎ।
পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ শূলার্ত্তা গর্ভিণী যা সুখার্থিনী॥
কপিত্থক্রমুকামূলং সলাজং শর্করাযুতম্।
শীত-তোয়েন সংপিষ্টং ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ॥

২। অষ্টমে তু যদা মাসি গর্ভে ভবতি বেদনা।
তদা পিষ্ট্বা তু ধন্যাকং পায়য়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা॥
এবং পলাশস্য দলং সুপিষ্টং সংপীয় তোয়েন সুশীতলেন।
অত্যন্তঘোরাষ্টমমাসগর্ভব্যথাতুরা শান্তি সুখং তরুণ্যাঃ॥

৩। "গর্ভিণ্যা নবমে মাসি যদা ভবতি বেদনা।
এরণ্ডমূলং কাকোলীং পিষ্ট্বা শীতোদকেন চ॥
পীত্বা শূলাদ্বিমুচ্যেত তদা নারী ন সংশয়ঃ।
তথা পলাশবীজঞ্চ সকাকোলীকুরণ্টকম্॥
ভক্তেন বারিণা পিষ্ট্বা গর্ভশূলং ব্যপোহতি॥"

৪। "অথবা দশমে মাসি বেদনা জায়তে যদা।
তদা নীলোৎপলং যষ্টিমধুকং মুদ্গসংযুতম্॥

গর্ভিণীর জ্বর-চিকিৎসা।

গর্ভিণীর জ্বর বা অন্য কোনও প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইলে, বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করা উচিত। যাহাতে গর্ভের কোনরূপ বাধা না জন্মায়, তাদৃশ মৃদু, মধুর, শিশির, সুখসেব্য, সুকুমার-প্রায় ঔষধ ও অন্নপানাদির ব্যবস্থা করিবে। বমন, বিরেচন ও শিরোবিরেচন কদাচ প্রয়োগ করিবে না।১

গর্ভিণীর জ্বর নিবারণের জন্য যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা এখানে লিখিত হইতেছে, সে সকল নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যবহার করিতে পারা যায়। ইহাদের দ্বারা গর্ভহানির কোন প্রকার আশঙ্কা নাই।

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বেণারমূল, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ, এই সকল দ্রব্য মোট দুই তোলা পরিমাণে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া চিনি ও মধুসহ পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা গর্ভিণীর জ্বর শান্তি হয়।২

রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধ ও দ্রাক্ষা ইহাদের মিলিত ওজন দুই তোলা অর্থাৎ প্রত্যেক দ্রব্যটী আধতোলা পরিমাণে লইয়া আধসেরের জলে সিদ্ধ করিবে। শেষ আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া

সসিতঞ্চাম্ভসা পিষ্ট্বা ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
দোষঞ্চ নাশয়েদেব শূলং গর্ভসমুদ্ভবম্॥"

ভৈষজ্যরত্নাবলী

১। "ব্যাধীংশ্চাস্যা মৃদুমধুরশিশিরসুখসুকুমারপ্রায়ৈরৌষধাহারোপচারৈরুপচরেৎ। ন চাস্যা বমনবিরেচনশিরোবিরেচনানি প্রযোজয়েৎ।" চরকসংহিতা।

২। "মধুকচন্দনোশীরশারিবাপদ্মপত্রকৈঃ।
শর্করা মধুসংযুক্তৈঃ কষায়ো গর্ভিণী জ্বরে॥"

হইবে। ঐ কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর ভাল হইবে।১

গর্ভচিন্তামণি রস।

রসসিন্দুর, রৌপ্যভস্ম, লৌহভস্ম, প্রত্যেক দুইতোলা, অভ্রভস্ম চারি তোলা, কর্পূর, বঙ্গভস্ম, তাম্রভস্ম, জায়ফল, জৈত্রী, গোক্ষুরবীজচূর্ণ, শতমূলীচূর্ণ, বেড়েলা ও শ্বেতবেড়েলার মূলচূর্ণ,—প্রত্যেক একতোলা, জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা দ্বারা গর্ভিণীর জ্বর ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গের শান্তি হয়। এতদ্ভিন্ন এই ঔষধ দ্বারা প্রদর ও সূতিকা রোগও উপশমিত হইয়া থাকে।২

অতিসার চিকিৎসা।

১। শুঁঠ, আতইচ ও মুতা অথবা ধনে ও শুঁঠ, মিলিত দুই তোলা আধসের জলে পাক করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া

১। "চন্দনং শারিবা লোধ্রং মৃদ্বীকা শর্করান্বিতম্।
ক্বাথং কৃত্বা প্রদদ্যাচ্চ গর্ভিণীজ্বরশান্তয়ে॥"

ভাবপ্রকাশঃ।

২। "রসং তারং তথা লৌহং প্রত্যেকং কর্ষমাত্রকম্॥
কর্ষদ্বয়ং তথা চাভ্রং কর্পূরং বঙ্গতাম্রকম্॥
জাতীফলং তথা কোষং গোক্ষুরঞ্চ শতাবরী।
বলাতিবলয়োর্মূলং প্রত্যেকং তোলকং শুভম্॥
বারিণা বটিকাকার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু স্ত্রীণাঞ্চৈব বিশেষতঃ॥
গর্ভিণ্যাজ্বরদাহঞ্চ প্রদরং সূতিকাময়ম্॥"

রসেন্দ্রসারসংগ্রহঃ।

পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা প্রবল অতিসার ও তৃষ্ণা, শূল প্রভৃতি উপসর্গ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা পাচক অগ্নিসন্দীপক ও লঘু।

২। শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, বেড়েলা মূল, শুঁঠ, ধনে, নীলোৎপল ও বেলশুঁঠ ইহাদের মিলিত ওজন দুই তোলা, জল একসের ও তক্র একপোয়া পরিমাণে দিয়া পাক করিবে এবং একপোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথ পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা বাতপ্রধান অতিসারের শান্তি হয়।

৩। কঞ্চটক (কাঁচড়া) জামপাতা, দাড়িমপাতা, পানিফলপাতা, বেলশুঁঠ, বালা, মুতা ও শুঁঠ, প্রত্যেকটী চারিআনা পরিমাণে লইয়া যথারীতি ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা প্রবল অতীসারের শান্তি হইয়া থাকে।

৪। ইন্দ্রযব, দাড়িমছাল, আকনাদি, বেলশুঁঠ এবং আম অথবা জামের কচিপাতা, ইহাদের মধ্যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারা যায়, বাঁটিয়া দধি ও চিনির সহিত খাইলে গর্ভিণীর অতিসার ভাল হয়।

১। "নাগরাতিবিষামুস্তৈরথবা ধান্যনাগরৈঃ।
তৃষ্ণাতীসার-শূলঘ্নং পাচনং দীপনং লঘু॥

২। পঞ্চমূলীবলাবিশ্বধান্যকোৎপলবিল্বজাঃ।
বাতাতিসারিণে দেয়াস্তক্রেণান্যতমেন বা॥

৩। "কঞ্চটজম্বুদাড়িমশৃঙ্গাটকপত্রশ্রীবেরম্।
জলধরনাগরসহিতং গঙ্গামপি বেগিনীং রুন্ধ্যাৎ॥"

চক্রদত্তঃ।

৪। "বৎসকং দাড়িমং পাঠা শুষ্কবিল্ববলাস্তথা।
জম্বাম্রপল্লবাশ্চৈব যথালাভেন সত্তম।
শর্করা দধিসংযুক্তং স্ত্রীণাঞ্চৈবাতিসারকে।"

হারীতসংহিতা।

গ্রহণী চিকিৎসা।

আমছাল ও জামছালের ক্বাথে খৈ-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া লেহন করিলে অতিসত্বর গর্ভিণীর গ্রহণী নিবারিত হয়।১

লবঙ্গাদিচূর্ণ।

লবঙ্গ, সোহাগার খৈ, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ,ধনে,জায়ফল শ্বেতধূনা, শুলফা, দাড়িমফলেরছাল, জীরা, সৈন্ধবলবণ, মোচরস,নীলসুন্দি, রসাঞ্জন, অভ্রভস্ম, বঙ্গভস্ম, বরাক্রান্তা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, খদির ও বালা, প্রত্যেকচূর্ণ সমভাগে লইয়া ভীমরাজের রসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা,—৬ ছয় রতি। অনুপান ছাগদুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে, সংগ্রহগ্রহণী, নানাপ্রকার অতিসার ও আমরক্ত প্রভৃতি রোগের শান্তি হইয়া থাকে। ২

১। "আম্রজম্বুত্বচঃ ক্বাথং লেহয়েল্লাজশক্তুভিঃ।
অনেন লীঢ়মাত্রেণ গর্ভিণী গ্রহণীং জয়েৎ॥"

ভাবপ্রকাশঃ

২। "লবঙ্গং টঙ্কনং মুস্তং ধাতকী বিল্বধান্যকম্।
জাতীফলং সর্জ্জকঞ্চ শতাহ্বা দাড়িম তথা॥
জীরকং সৈন্ধবং মোচং নীলোৎপল-রসাঞ্জনম্।
অভ্রকং বঙ্গকঞ্চৈব সমঙ্গা রক্তচন্দনম্॥
বিশ্বং চাতিবিষা শৃঙ্গী খদিরং বালকং সমম্।
এতচ্চূর্ণং প্রদাতব্যং সংগ্রহগ্রহণীহরম॥
নানাবর্ণমতীসারং জ্বরঞ্চৈব নিযচ্ছতি।
আমরক্তাতিসারঘ্নং শূল-শোথনিসূদনম্॥
ভৃঙ্গরাজরসৈঃ প্রাব্যং ভাবয়িত্বা দিনত্রয়ম্।
ছাগীদুগ্ধেন মতিমান্ গর্ভিণীমনুপানতঃ॥"

ভৈষজ্যরত্নাবলী।

শ্বাস কাসাদি চিকিৎসা।

সিতোপলাদি লেহ।

দারুচিনিচূর্ণ একভাগ, বড় এলাচচূর্ণ দুইভাগ, পিপুলচূর্ণ চারিভাগ, বংশলোচনচূর্ণ আটভাগ এবং চিনি ষোলভাগ,—একত্র মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশাইয়া লেহন করিলে,—শ্বাস, কাস, অরুচি, মন্দাগ্নি প্রভৃতির শান্তি হইয়া থাকে। ১

ইন্দুশেখর রস।

শিলাজতু, অভ্রভস্ম, রসসিন্দূর, প্রবালভস্ম, লৌহভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক ও শোধিত হরিতাল, প্রত্যেক সমান। যথাক্রমে,—ভৃঙ্গরাজ, অর্জ্জুনছাল, নিসিন্দা, বাসক, স্থলপদ্ম, পদ্ম ও কুড়চিছালের রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে গর্ভিণীর জ্বর, কাস, শ্বাস, শিরঃপীড়া, রক্তাতিসার, গ্রহণী, বমন, অগ্নিমান্দ্য, আলস্য ও দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। ২

১। "সিতোপলাতুগাক্ষীরা পিপ্পলী বহুলাত্বচঃ।
অন্ত্যাদূর্দ্ধং দ্বিগুণিতং লেহয়েন্মধুসর্পিষা॥
চূর্ণিতং প্রাশয়েদ্বৈতচ্ছ্বাসকাসজ্বরাপহম্।
সুপ্তজিহ্বারোচকিনমল্লাগ্নিং পার্শ্বশূলিনম্॥" চরকসংহিতা।

১। "শিলাজত্বভ্রসিন্দূরপ্রবালায়োরজাংসি চ।
মাক্ষিকঞ্চ তথা তালঃ সমভাগানি মর্দ্দয়েৎ॥
ভৃঙ্গরাজস্য পার্থস্য নিগু্ণ্ড্যা বাসকস্য চ।
স্থলপদ্মস্য পদ্মস্য কুটজস্য চ বারিণা॥
ভাবয়িত্বা বটীঃ কৃত্বা কলায়-পরিমাণতঃ।
যথাদোষোঽনুপানেন গর্ভিণীষু প্রয়োজয়েৎ॥
গর্ভিণীনাং জ্বরং ঘোরং শ্বাসং কাসং শিরোরুজম্।
রক্তাতিসারং গ্রহণীং বান্তিং বহ্নেশ্চ মন্দতাম্॥
আলস্যমপি দৌর্ব্বল্যং হন্যাদেব ন সংশয়ঃ।"
রসেন্দ্রচিন্তামণিঃ

ষোড়শ অধ্যায়

গর্ভোপঘাত-বিজ্ঞান।

উৎকট ও বিষম স্থানে এবং কঠিন আসনে সর্ব্বদা উপবেশন, বাত, মূত্র ও পুরীষের বেগধারণ, অত্যধিক ও অনুচিত পরিশ্রম, অতিমাত্র তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন অথবা অল্প পরিমাণে ভোজন প্রভৃতি গর্ভের অনিষ্টজনক কার্য্যসকলের দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের গর্ভমধ্যেই মৃত্যু বা অকালে স্রাব হইয়া থাকে অথবা গর্ভ শুষ্ক হইয়া যায়।১

গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত।

কূপাদি নিরীক্ষণ, ভয় এবং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যাদি পান ও ভোজন প্রভৃতি গর্ভের অনিষ্টকর কার্য্য সকল দ্বারা অকালে গর্ভের স্রাব হইয়া হইয়া থাকে। চারিমাস পর্য্যন্ত গর্ভ দ্রবপ্রায় অবস্থায় থাকে বলিয়া তাদৃশ গর্ভকে গর্ভবিদ্রব কহে। গর্ভবিদ্রব নষ্ট হইলে, অত্যন্ত রক্তস্রাব হইয়া থাকে, এজন্য তাহাকে গর্ভস্রাব বলে। পঞ্চম ও ষষ্ঠমাসে গর্ভদেহ গঠিত হয়। সুতরাং তৎকালে গর্ভ নষ্ট হইলে উহাকে গর্ভপাত বলে।২

১। "উৎকটবিষমস্থানকঠিনাসনসেবিন্যা বাতমূত্রপুরীষবেগানুপরুন্ধন্ত্যা দারুণানুচিতব্যায়ামসেবিন্যাস্তীক্ষ্ণোষ্ণাতিমাত্রসেবিন্যাঃ প্রমিতাশনসেবিন্যা গর্ভো ম্রিয়তেঽন্তঃকুক্ষেরকালে বা স্রংসতে শোষী বা ভবতি।"

২। "তথাভিঘাতপ্রপীড়নৈঃ শ্বভ্রকূপপ্রপাতদেশাবলোকনৈর্বাভীক্ষ্ণং মাতুঃ প্রপতত্যকালে।"

চরকসংহিতা।

"ভয়াভিঘাততীক্ষ্ণোষ্ণপানাশননিষেবনাৎ।
গর্ভে পতন্তি রক্তস্য সশূলং দর্শনং ভবেৎ॥

গর্ভস্রাব-প্রতীকার।

গর্ভস্রাবের উপক্রম হইলে,—গর্ভাশয়, কটী, বঙ্‌ক্ষণ (কুঁচকী) ও বস্তিদেশে শূলবৎ বেদনা এবং যোনিমার্গ দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে।১

তাদৃশ অবস্থায় গর্ভিণীকে শীতল জলের পরিষেক, শীতল জলে অব-গাহন ও শীতল প্রলেপাদি দিবে (২) এবং রোগিণীকে কোমল ও সুখময় শয্যায় মস্তকের দিকে কিঞ্চিৎ অবনত ভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে। পরে অতিশয় শীতল জলে যষ্টিমধু চূর্ণ ও মধু আলোড়িত করিয়া সেই জলে তূলা ভিজাইয়া অথবা ন্যগ্রোধাদি ক্ষীরিবৃক্ষ ও কষায়-রস-প্রধান বৃক্ষ সমূহের স্বরসে বস্ত্র ভিজাইয়া যোনির মধ্যে স্থাপন করিবে এবং নাভির নীচে শতধৌত বা সহস্রধৌত ঘৃত প্রলিপ্ত করিয়া দিবে ও তদুপরি সুশীতল গব্যদুগ্ধ বা যষ্টিমধুর সুশীতল ক্বাথ অথবা ন্যগ্রোধাদি-গণের (১৪শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) সুশীতল ক্বাথ পরিষেচন করিতে থাকিবে।৩

অত্যন্ত রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য কোষ্ঠাগারিকা (কুমুরে পোকা) নামক কীট বিশেষের ঘরের মাটী, ধাইফুল, বরাহক্রান্তা, নবমালিকা, গিরিমাটী, ধূনা ও রসাঞ্জন, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যতগুলি পাওয়া যায়,

---

আচতুর্থাত্ততো মাসাৎ প্রস্রবেদ্ গর্ভবিদ্রবঃ।
ততঃ স্থিরশরীরস্য পাতঃ পঞ্চমষষ্ঠয়োঃ॥" নিদানম্।

১। "পতিষ্যতি গর্ভে গর্ভাশয়কটীবঙ্ক্ষণবস্তিশূলানি রক্তদর্শনঞ্চ।

২। "তত্র শীতৈঃ পরিষেকাবগাহপ্রদেহাদিভিরুপচরেজ্জীবনীয়শৃতক্ষীরপানৈশ্চ।"

সুশ্রুতসংহিতা।

৩। "পুষ্পদর্শনাদেবৈনাং ব্রূয়াচ্ছয়নং তাবন্মৃদুসুখশিশিরাস্তরণসংস্তীর্ণমীষদবনতশিরস্কং প্রতিপদ্যস্বেতি। ততো যষ্টিমধুকসর্পির্ভ্যাং পরমশিশিরবারিণি সংস্থিতাভ্যাং পিচুমাপ্লাব্যো-পস্থসমীপে স্থাপয়েৎ। তস্যাঃ তথা শতধৌতসহস্রধৌতাভ্যাং সর্পির্ভ্যাং অধো নাভেঃ সর্ব্বতঃ প্রদিহ্যাৎ। গব্যেন চৈনাং পয়সা সুশীতেন মধুকাম্বুনা বা ন্যগ্রোধাদিকষায়েণ বা পরি-ষেচয়েদধোনাভেঃ। ক্ষীরিণাং কষায়দ্রুমাণাঞ্চ স্বরসপরিপীতানি চেলানি গ্রাহয়েত।"

চরকসংহিতা।

তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে অথবা গর্ভিণীরোগাধিকারোক্ত রক্তস্রাব-রোধক ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে।

গর্ভস্রাব কালে,—পদ্ম, নীলোৎপল ও কুমুদ, এই সকলের কেশর সমুহ বাঁটিয়া মধু ও চিনিসহ লেহন করিতে ও পানিফল, পদ্মবীজ এবং কেশুর প্রভৃতি খাইতে দিবে অথবা গন্ধপ্রিয়ঙ্গু, বংশলোচন, শালুক এবং কাঁচা অবস্থায় শুষ্ক যজ্ঞডুম্বুর ও বটের শুঙ্গ, এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিতে দিবে অথবা বেড়েলা, পীতবেড়েলা, শালি, ষষ্টিক, ইক্ষুমূল ও কাকোলী, এই সকল দ্রব্য অথবা জীবনীয়গণের দ্রব্য সকল মিলিত দুইতোলা পরিমাণে লইয়া এক পোয়া দুগ্ধ ও একসের জলসহ সিদ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। মধু ও শালি তণ্ডুলের পায়স পথ্য দিবে।১

এতদ্ভিন্ন রোগিণীকে পরিশ্রম, ক্রোধ, চিন্তা প্রভৃতি করিতে দিবে না এবং তাহাকে মনের অনুকূল প্রিয়কথা সকল দ্বারা তুষ্ট রাখিবে। এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা গর্ভ রক্ষিত হইয়া থাকে।১

(জীবনীয়গণ,* জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীর-

২। "পদ্মোৎপলকুমুদকিঞ্জল্কাংশ্চাস্যৈ সমধুশর্করান্ লেহার্থং দদ্যাৎ। শৃঙ্গাটক-পুষ্করবীজকশেরুকান্ ভক্ষণার্থম্। গন্ধপ্রিয়ঙ্গু সিতোৎপলশালূকোডুম্বরশলাটুন্যগ্রোধশুঙ্গানি বা পায়য়েদেনামাজেন পয়সা। পয়সা চৈনাং বলাতিবলাশালিষষ্টিকেক্ষুমূলকাকোলীশৃতেন সমধুশর্করং রক্তশালীনামোদনং মৃদুসুরভিশীতং ভোজয়েৎ। তথা ক্রোধ শোকায়াস-ব্যবায়ব্যায়ামতশ্চাভিরক্ষেৎ সৌম্যাভিশ্চৈনাং কথাভির্মনোঽনুকূলাভিরুপাসীত তথাস্যা গর্ভস্তিষ্ঠতি।" চরকসংহিতা।

১। "অত্যর্থং স্রবতি রক্তে কোষ্ঠাগারিকাগারমৃৎপিণ্ডসমঙ্গাধাতকীকুসুমনবমালিকা-গৈরিকসর্জ্জরসরসাঞ্জনচূর্ণং মধুনাবলিহ্যাৎ যথালাভম্। সুশ্রুতসংহিতা।

*. "জীবকর্ষভকৌ মেদা মহামেদা কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মুদ্গমাষপর্ণ্যৌ জীবন্তী মধুকমিতি দশেমানি জীবনীয়ানি ভবন্তি"। চরকসংহিতা।

কাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু। তন্মধ্যে প্রথম চারিটীর অভাবে,—গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা ও অনন্তমূল দিতে হইবে।)

স্থানভ্রষ্ট গর্ভ।

গর্ভ স্থানভ্রষ্ট হইলে,—দাহ, পার্শ্বশূল, মলবদ্ধতা ও মূত্ররোধ হইয়া থাকে এবং গর্ভ ক্রমাগত একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিতে থাকিলে, গর্ভিণীর কোষ্ঠদেশে বিক্ষোভ জন্মে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার স্নিগ্ধ ও শীতল ক্রিয়ার দ্বারা গর্ভিণীর পরিচর্য্যা করিবে।১

গর্ভে বেদনা জন্মিলে, মাষাণী, মুগাণী, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও কণ্টকারী, এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া চিনি ও মধুসহ পান করিতে দিবে।২

এতদ্ভিন্ন গর্ভিণীরোগাধিকারোক্ত বেদনা ও রক্তস্রাব নাশক ঔষধ সকলও প্রয়োগ করিবে।

গর্ভিণীর প্রস্রাব বন্ধ হইলে, কুশ, কেশে, নল, উলুখড় ও ইক্ষু, ইহাদের মূল দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে এবং গর্ভিণীর মলবদ্ধতা জন্মিলে,—শোধিত হিং, সচললবণ, রসুন ও বচ, এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহা পান করিতে দিবে।৩

১। "প্রসংশমানে গর্ভে সদাহপার্শ্বপৃষ্ঠশূলাসৃগদরানাহমূত্রসঙ্গাঃ, স্থানাৎ স্থানঞ্চোপক্রামতি গর্ভে কোষ্ঠে সংরম্ভঃ। তত্র স্নিগ্ধশীতাঃ ক্রিয়াঃ।"

২। "বেদনায়াং মহাসহামধুকশ্বদংষ্ট্রাকণ্টকারিকাসিদ্ধং পয়ঃ শর্করাক্ষৌদ্রমিশ্রং পায়য়েৎ।"

৩। "মূত্রসঙ্গে দর্ভাদিসিদ্ধম্। আনাহে হিঙ্গু সৌবর্চ্চলরশুনবচাসিদ্ধম্"।

সুশ্রুতসংহিতা।

উপবিষ্টক।

যে সকল বর্দ্ধিতগর্ভ, গর্ভিণীর তীক্ষ্ণ ও উষ্ণদ্রব্য সেবন হেতু অকালে রক্তস্রাব বশতঃ অথবা অন্যপ্রকার যোনিস্রাব হেতু পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না এবং স্রাববশতঃ অপূর্ণতা হওয়াতে অনেক দিন পর্য্যন্ত উদরে অবস্থান করে, তাদৃশ গর্ভকে উপবিষ্টক বলিয়া থাকে।১

নাগোদর।

উপবাস ও ব্রত প্রভৃতি কর্ম্মপরায়ণ এবং কুৎসিত আহার প্রিয় ও ঘৃতাদি স্নিগ্ধ পদার্থ ভোজনে বিমুখ গর্ভিণীগণের বায়ু প্রকোপক আহারাদি দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় গর্ভ বৃদ্ধি পায় না, পরন্তু শুষ্ক হইয়া যায়, সেই গর্ভ বহুকাল অবস্থান করে এবং উদর অতিমাত্র স্পন্দিত হইতে থাকে; তাদৃশ গর্ভকে নাগোদর কহে।২

উপবিষ্টক ও নাগোদর চিকিৎসা।

গর্ভ উপবিষ্টক হইলে, বৃহংণীয়, জীবণীয় ও কাকোল্যাদি মধুরগণ এবং অন্যান্য বাতহর ঔষধ সকলের দ্বারা যথাবিধানে ঘৃতপাক করিয়া খাইতে দিবে। নাগোদরে যোনিব্যাপৎরোগাধিকারোক্ত ঔষধ সকল দ্বারা চিকিৎসা করিবে ও গর্ভিণীকে দুগ্ধ এবং আমবর্দ্ধক ও গর্ভবৃদ্ধিকারক ভোজ্য দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে ভোজন করিতে দিবে। অত্যন্ত ক্ষুধা

১। "যস্যাঃ পুনরুষ্ণতীক্ষ্ণোপযোগাদ্‌গর্ভিণ্যা মহতি সংজাতসারে গর্ভে পুষ্পদর্শনং স্যাদন্যো বা যোনিপ্রস্রাবঃ, তস্যা গর্ভো বৃদ্ধিং ন প্রাপ্নোতি নিঃস্রুতত্বাৎ। স কালান্তরমবতিষ্ঠতেঽতিমাত্রং তমুপবিষ্টকমিত্যাচক্ষতে কেচিৎ।"

২। "উপবাসব্রতকর্ম্মপরায়াঃ পুনঃ কদাহারায়াঃ স্নেহদ্বেষিণ্যা বাতপ্রকোপনোক্তান্যা সেব্যমানায়া গর্ভো ন বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি পরিশুষ্কত্বাৎ। স চাপি কালান্তরমবতিষ্ঠতেঽতিমাত্রং স্পন্দনঞ্চ ভবতি। তন্তু নাগোদরমিত্যাচক্ষতে।"

চরকসংহিতা।

হইলে সেই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃতপাক করিয়া তৎসহ তৃপ্তিপূর্ব্বক অন্ন ভোজন করাইবে এবং যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, তাদৃশ যানে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে বলিবে। উত্তমরূপে তৈল মাখিয়া স্নান করিতে দিবে ও উৎসাহজনক প্রিয়বাক্য দ্বারা গর্ভিণীকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিবে।১

(জীবনীয় ও কাকোল্যাদিগণ ৬৪ ও ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃংহণীয়গণ;—ক্ষীরুই, দুধেহাঁচুটী, বেড়েলা, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, বনকাপাস, শ্বেতভূমিকুষ্মাণ্ড ও বীজতারক। *

ঘৃতপাক বিধি ১৪শ পৃষ্ঠায় ৫ম পঙ্‌ক্তিতে দ্রষ্টব্য)

অসম্বর্দ্ধিত-গর্ভ-প্রতিকার।

যদি কাহারও গর্ভ প্রসুপ্ত হয়, সেজন্য স্পন্দন না করে; তাহা হইলে তাহাকে,—শ্যেন, মৎস্য, গবয়, তিত্তির, কুক্কুট বা ময়ূরের মাংসের যূষ করিয়া ঘৃতের সহিত খাইতে দিবে অথবা ঘৃত ও মাংস যূষের সহিত বা প্রভূত ঘৃতসহ মূলকযূষের সহিত রক্তশালির অন্ন ভোজন করিতে দিবে এবং উদর, বঙ্‌ক্ষণ (কুঁচকি), উরু, কটী, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ ঈষদুষ্ণ তৈল দ্বারা সর্ব্বদা মালিষ করিয়া দিবে। ২

১। "জীবনীয়বৃংহনীয়মধুরবাতহরসিদ্ধানাং সর্পিষামুপযোগঃ। নাগোদরে তু যোনি-ব্যাপন্নির্দ্দিষ্টং পয়সামামগর্ভাণাঞ্চ গর্ভবৃদ্ধিকরাণাঞ্চ সম্ভোজনমেতৈরেব সিদ্ধৈশ্চ ঘৃতাদিভিঃ সুবুভুক্ষায়ামভীক্ষ্ণং যানবাহনাপমার্জ্জনাবজৃম্ভনৈরুপপাদনমিতি।"

* "ক্ষীরিণীরাজক্ষবকবলাকাকোলীক্ষীরকাকোলীবাট্যায়নীভদ্রৌদনীভারদ্বাজীপয়স্যর্ষগন্ধা ইতি দশেমানি বৃংহণীয়ানি ভবন্তি।"

২। "যস্যাঃ পুনর্গর্ভঃ প্রসুপ্তো ন স্পন্দতে, তাং শ্যেন-মৎস্য-গবয়-তিত্তির-তাম্রচূড়-শিখিনামন্যতমস্য সর্পিষ্মতা রসেন মাষযূষেণ বা প্রভূতসর্পিষা মূলকযূষেণ বা রক্তশালীনা-মোদনং মৃদুমধুরশীতং ভোজয়েৎ। তৈলাভ্যঙ্গেনাস্যাশ্চাভীক্ষ্ণমুদরবঙ্‌ক্ষণোরুপার্শ্ব-প্রদেশানীষদুষ্ণেনোপচরেৎ। চরকসংহিতা।

সপ্তদশ অধ্যায়।

প্রসবকাল

সূতিকা-গৃহ।

নবম মাস হইতেই গর্ভিণীর প্রসব সম্ভাবনা হইয়া থাকে। অতএব নবম মাসের পূর্ব্বেই সূতিকাগৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ১

সূতিকাগৃহ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। ঘরের ভিতরের পরিসর, দৈর্ঘ্যে ৮ হাত এবং প্রস্থে ৪ হাত হইবে। দক্ষিণ অথবা পূর্ব্ব দিকে দ্বার থাকিবে। ঘরের মেজে সমতল ও সুপরিস্কৃত হইবে এবং সূতিকাগৃহ মৃন্ময় হইলে, ঘরের ভিতরের দেওয়ালের গাত্র সকল গোময় ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঘরের মধ্যে কোনও রূপ দুর্গন্ধাদি থাকিবে না ও ঘরখানি দেখিতে বেশ সুদৃশ্য হইবে এবং যে স্থানে সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইবে, সেস্থান যেন জলসিক্ত বা অন্য কোন কারণে অপ্রশস্ত না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ২

সূতিকাগৃহে এই কয়টী দ্রব্য পূর্ব্ব হইতেই সংগৃহীত করিয়া রাখা উচিত। যথা,—পরিস্কৃত ও শুষ্ক পরিধেয় বস্ত্র, আচ্ছাদন বস্ত্র, অগ্নি, জল, মল ও মূত্র ত্যাগের স্থান; স্নান ও আহারের স্থান, ঘৃত, তৈল, মধু, সৈন্ধব, সুরা, তীক্ষ্ণধার ছুরিকা, দুই খানি পর্য্যঙ্ক অর্থাৎ খাট, অগ্নি সন্ধুক্ষণের

১। "প্রাক্ চৈবাস্যা নবমমাসাৎ সূতিকাগারং কারয়েৎ।"

২। "প্রশস্তরূপরসগন্ধায়াং ভূমৌ উপলিপ্তভিত্তিং সুবিভক্তপরিচ্ছদং প্রাক্‌দ্বারং দক্ষিণ-দ্বারং বা অষ্টহস্তায়তং চতুর্হস্তবিস্তৃতং বিধেয়ম্।" চরকসংহিতা।

জন্য শুষ্ক কাষ্ঠ। তদ্ভিন্ন প্রসবকালে এরূপ কতকগুলি আত্মীয়ার থাকা আবশ্যক, যাঁহাদের অনেকবার সন্তান হইয়াছে। যেহেতু তাঁহারা সে সময়ে অনেক সদুপদেশ দিয়া সুখ-প্রসবের সহায়তা করিতে পারিবেন।১

স্বাভাবিক-প্রসব-লক্ষণ।

যদি গর্ভস্থ সন্তান গর্ভাশয় মধ্যে ঈষৎ বক্রভাবে প্রসবদ্বারাভিমুখে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়া থাকে এবং প্রসব সময়ে যদি অগ্রে মস্তক বহির্গত হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বাভাবিক প্রসবলক্ষণ বলা হয়। ২

আসন্ন-প্রসব-লক্ষণ।

যখন গর্ভিণীর কুক্ষিদেশ শিথিল ও হৃদয় বন্ধন-মুক্ত এবং উরুদ্বয় বেদনাযুক্ত হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে প্রসবকাল উপস্থিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন যখন কটীদেশ ও পৃষ্ঠের চারিদিকে বেদনা, মুহুর্মুহু মল ও মূত্র-প্রবৃত্তি এবং প্রসবদ্বার দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হইবে, তখন গর্ভিণীর আর প্রসবের বিলম্ব নাই বুঝিতে হইবে। ৩

প্রসবকাল-কর্ত্তব্য।

প্রসবকাল উপস্থিত হইলে গর্ভিণীকে উত্তমরূপে তৈল মাখাইয়া গরম

১। "তদ্বসনাচ্ছাদনাদিসম্পদুপেতমগ্নিসলিলবর্চ্চঃস্থানস্নানভূমিসর্পিস্তৈলমধুরকসৈন্ধব-সুরাসবাঃ সন্নিহিতাঃ স্যুঃ। তথা শস্ত্রাণি চ তীক্ষ্ণায়সানি দ্বৌ চ পর্য্যঙ্কৌ কাষ্ঠান্যগ্নি-সন্ধুক্ষণানি, স্ত্রিয়শ্চ বহ্ব্যো বহুশঃ প্রজাতাঃ।" চরকসংহিতা।

২। "আভুগ্নোঽভিমুখঃ শেতে গর্ভো গর্ভাশয়ে স্ত্রিয়াঃ।
স যোনিং শিরসা যাতি স্বভাবাৎ প্রসবং প্রতি॥"

৩। "জাতে হি শিথিলে কুক্ষৌ মুক্তে হৃদয়বন্ধনে।
সশূলে জঘনে নারী জ্ঞেয়া সা তু প্রজায়িনী॥

"তত্রোপস্থিতপ্রসবায়াং কটীপৃষ্ঠং প্রতি সমন্তাৎ বেদনা ভবত্যভীক্ষ্ণং পুরীষপ্রবৃত্তির্মূত্রং প্রসিচ্যতে যোনিমুখাৎ শ্লেষ্মা চ॥" সুশ্রুতসংহিতা।

জলে স্নান করাইবে এবং সুপাচিত যবাগূ অর্থাৎ অন্নমণ্ড খাইতে দিবে। অনন্তর আহারান্তে সুবিস্তৃত কোমল শয্যায় বালিশে মাথা রাখিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিতে বলিবে। গর্ভিণীর পদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া উন্নতভাবে রাখিতে বলিবে এবং ভীতিশূন্যা, বয়োবৃদ্ধা, প্রসবকার্য্যে নিপুণা চারিজন ধাত্রীকে পরিচর্য্যার নিমিত্ত গর্ভিণীর নিকট উপস্থিত রাখিবে। ধাত্রীদিগের হাতের নখগুলি কাটিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া রাখা উচিত। ১

প্রবাহণ।

(প্রবাহণের অপর নাম কুন্থন করা বা কোঁথ দেওয়া।)

গর্ভনাড়ী শিথিল হইলে, কোমর, কুঁচকি ও তলপেটে বেদনা বোধ হইলে, গর্ভিণী অল্প অল্প বেগ দিয়া কুন্থন করিবে এবং যখন সন্তান বাহির হইবার উপক্রম করিবে, তখন আরো বেগে কুন্থন করিবে। তারপর সন্তান যখন প্রসব দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন আরো বেশী বেগে কুন্থন করিবে, যতক্ষণ না সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ২

অকাল-প্রবাহণ-দোষ।

যখন প্রসব বেদনা উপস্থিত না হইবে, তখন বেগ দেওয়া কখনই উচিত নহে। যেহেতু অসময়ে প্রবাহণ করিলে, সন্তান কালা, বোবা

১। "প্রজনিষ্যমাণাং স্বভ্যক্তামুষ্ণোদকপরিষিক্তামথৈনাং সন্তৃতাং যবাগূমাকণ্ঠাৎ পায়য়েৎ। ততঃ কৃতোপধানে মৃদুবিস্তীর্ণে শয়নে স্থিতামাভুগ্নসক্থিমুত্তানামনাশঙ্কনীয়াঃ চতস্রঃ স্ত্রিয়ঃ পরিণতবয়সঃ প্রজননকুশলাঃ কর্ত্তিতনখাঃ পরিচরেয়ুঃ।"

২। "ততো বিমুক্তে গর্ভনাড়ীপ্রবন্ধে সশূলেষু শ্রোণিবঙ্ক্ষণবস্তিশিরঃসু প্রবাহেথাঃ শনৈঃ শনৈঃ, ততো গর্ভনির্গমে প্রগাঢ়ং। ততো যোনিমুখং প্রপন্নে, প্রগাঢ়তরমাবিশল্যভবাৎ।" সুশ্রুতসংহিতা।

বা কুঁজো হইতে পারে অথবা সন্তানের মুখ বাঁকিয়া যাইতে পারে কিংবা মাথায় আঘাত লাগিতে পারে অথবা সন্তানের অন্য কোনও অঙ্গের বিকৃতি কিংবা শ্বাস কাসাদি রোগ জন্মিতে পারে। ১

অষ্টাদশ অধ্যায়

মূঢ়গর্ভ।

যদি গর্ভিণী বিনা বাধায় আপনা হইতেই প্রসব করে, তাহা হইলে তাহাকে স্বাভাবিক প্রসব বলে। আর যদি গর্ভস্থ সন্তান প্রসবকালে অপত্য-পথে আসিয়া বিকৃত ভাবে অবরুদ্ধ হইয়া যায়, তবে তাহাকে মূঢ়গর্ভ বলে।

প্রসবকালে বায়ু প্রকুপিত হইয়া অপত্যপথ পীড়ন করিলে নানা প্রকারে সন্তানের গতিরোধ হইতে পারে। তন্মধ্যে যে আট প্রকার গতি সাধারণতঃ হইয়া থাকে, সেই সকল এই স্থানে বর্ণিত হইতেছে। ২

১। "অকালপ্রবাহণাৎ বধিরং মূকং ব্যস্তহনুং মূর্দ্ধাভিঘাতিনং শ্বাসকাসশোষোপদ্রুত' কুব্জং বিকটং বা জনয়তি।" সুশ্রুতসংহিতা।

২। "স যদা বিগুণানিলপ্রপীড়িতমপত্যপথমনেকধা প্রতিপদ্যতে তদা সংখ্যা হীয়তে। তত্র সমাসেন অষ্টবিধা মূঢ়গর্ভগতিরুদ্দিষ্টা।"

১। কোনও স্থলে প্রসবকালে গর্ভস্থ শিশুর উরুদ্বয় সর্ব্বপ্রথমে প্রসবপথে আসিয়া উপস্থিত হয়।

২। কখনও বা একটী মাত্র উরু বক্রভাবে বহির্গত হয়, অপরটী গর্ভমধ্যে অবরুদ্ধ থাকে।

৩। কখনও বা উরুদ্বয় ও অন্যান্য শরীর বক্রভাবে গর্ভমধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া গেলে, কেবল নিতম্ব প্রদেশ তির্য্যগ্‌ভাবে আসিয়া প্রসবদ্বারে উপস্থিত হয়।

৪। কখনও বা উদর, পার্শ্ব অথবা পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বপ্রথম আসিয়া প্রসবপথ অবরুদ্ধ করিয়া থাকে।

৫। কখনও বা পার্শ্বভাবে অবস্থান করার জন্য, শিশুর সমগ্র দেহ গর্ভমধ্যে অবস্থান করে ও কেবল একটী বাহু প্রথমে বহির্গত হইয়া থাকে।

৬। কখনও বা প্রথমে শিশুর হস্তদ্বয় বহির্গত হয় এবং তন্মধ্যে মস্তকও আসিয়া অবনত ভাবে অবস্থান করে।

৭। কখনও বা হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় এবং তন্মধ্যে মস্তকও আসিয়া প্রসবপথে অবরুদ্ধ হইয়া যায়, কেবল দেহের অবশিষ্টাংশ বক্রভাবে গর্ভমধ্যে অবস্থান করে।

৮। কখনও বা শিশুর একটী পদ প্রসব দ্বারে আসিয়া বহির্গত হয় এবং অপর পদটী মলদ্বারের দিকে গিয়া আবদ্ধ হইয়া যায়।

। "তত্র কশ্চিদ্দাভ্যাং সক্‌থিভ্যাং যোনিমুখং প্রতিপদ্যতে। কশ্চিদাভুগ্নৈকসক্‌থিরেকেন। কশ্চিদাভুগ্নসক্‌থিশরীরঃ স্ফিক্‌দেশেন তির্য্যগাগতঃ। কশ্চিদুদরঃ পার্শ্বপৃষ্ঠানামন্যতমেন যোনিদ্বারং পিধায়াবতিষ্ঠতে। অন্তঃপার্শ্বাপবৃত্তশিরাঃ কশ্চিদেকেন বাহুনা। কশ্চিদাভুগ্নশিরাঃ বাহুদ্বয়েন। কশ্চিদাভুগ্নমধ্যো হস্তপাদশিরোভিঃ। কশ্চিদেকেন সক্‌থ্না যোনিমুখমভিপ্রতিপদ্যতে, অপরেণ পায়ুমিত্যষ্টধা মূঢ়গর্ভগতির্নির্দ্দিষ্টা সমাসেন।"
সুশ্রুতসংহিতা।

এতদ্ভিন্ন স্বাভাবিক প্রসব সময়েও,—গর্ভস্থ শিশুর মস্তক, স্কন্ধ ও জঘন দেশ, প্রসবদ্বার অপেক্ষা অধিকতর স্থূল হইলে, ঐ সকল অঙ্গ প্রসবপথে আবদ্ধ হইয়া যায়। সেজন্য প্রসব ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। ১

মূঢ়গর্ভের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

পূর্ব্বে যে মূঢ়গর্ভের অষ্টপ্রকার গতির কথা বলা হইল, তন্মধ্যে শেষোক্ত দুই প্রকার গতি অসাধ্য এবং অন্য ছয় প্রকার গতির প্রতীকার হইতে পারে। কিন্তু, যদি গর্ভিণীর ইন্দ্রিয় সকল দুর্ব্বল থাকে অথবা গর্ভিণী আক্ষেপক প্রভৃতি উৎকট ব্যাধির দ্বারা পীড়িত হয় কিংবা যোনিভ্রংশ, যোনিসম্বরণ ও মক্কল্লশূল অথবা শ্বাস, কাস ও ভ্রম প্রভৃতি রোগ দ্বারা পীড়িত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রতীকারসাধ্য ছয় প্রকার গতিও অপ্রতীকার্য্য হইয়া থাকে। ২

মূঢ়গর্ভিণীর অরিষ্ট লক্ষণ।

যে মূঢ়গর্ভিণীর শরীর শীতল হইয়া যায়, লজ্জা থাকে না এবং কুক্ষিতে নীলবর্ণ শিরা সকল প্রকাশ পায় ও মস্তক ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতে থাকে। সে রমণী গর্ভস্থ শিশুসহ মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ৩

মূঢ়গর্ভ-প্রতীকার।

গর্ভ হইতে সন্তানকে বাহির করিতে হইলে, গর্ভিণীকে উত্তান ভাবে

১। "স্বভাবগতা অপি ত্রয়ঃ সঙ্গা ভবন্তি। শিরসো বৈগুণ্যাদংসয়োর্জঘনস্য বা।"

২। "তত্র স্বাবস্থ্যাবসাধ্যৌ মূঢ়গর্ভৌ, শেষানপি বিপরীতেন্দ্রিয়ার্থাক্ষেপকযোনিভ্রংশ-সম্বরণমক্কল্লশ্বাসকাসভ্রমনিপীড়িতান্ পরিহরেৎ।"

৩। "প্রবিধ্যতি শিরো যা তু শীতাঙ্গী নিরপত্রপা।
নীলোদ্গতশিরা হন্তি সা গর্ভং স চ তাং তথা॥"
সুশ্রুতসংহিতা।

শয়ন করাইবে এবং পদদ্বয় অল্প বক্রভাবে সঙ্কুচিত করাইয়া কটীর নিম্ন দেশে একটী বস্ত্রাধার কিম্বা বালিশ দিয়া কটীদেশ উন্নত করিয়া রাখিবে। তারপর,—ধম্বনবৃক্ষের রস, গিরিমৃত্তিকা ও শাল্মলীরস এবং ঘৃত, একত্র মিশ্রিত করিয়া হাতে মাখাইবে ও সেই হস্ত প্রসবপথে প্রবেশ করাইয়া দিয়া সন্তান বাহির করিবে। ১

গর্ভস্থ সন্তানের প্রথমে পদদ্বয় বহির্গত হইলে, নীচের দিকে ধীরে ধীরে টানিয়া শিশুকে প্রসব করাইতে হয় এবং একটী পদ বাহির হইলে অপর পদটীও প্রসারিত করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক বাহির করিতে হয়।

কেবল নিতম্বদেশ বাহির হইলে, সেই নিতম্বদেশ উর্দ্ধদিকে ঠেলিয়া দিয়া পদদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক শিশুকে বাহির করিতে হয়।

শিশু অর্গলের (হুড়কার) ন্যায় বক্রভাবে প্রসব পথে আবদ্ধ হইলে, উহার পশ্চাদ্‌ভাগ অর্থাৎ পায়ের দিক্ উর্দ্ধদিকে ঠেলিয়া দিয়া মস্তকের দিক্‌টা প্রসবপথে সরল ভাবে আনিয়া নিষ্কাষণ করিবে।

শিশুর মস্তক পার্শ্বদেশে অপ্রবর্ত্তিত ভাবে থাকিয়া স্কন্ধদেশ প্রসবপথে আসিয়া উপস্থিত হইলে, উহার স্কন্ধদেশ উর্দ্ধে ঠেলিয়া দিয়া মস্তক প্রসবপথে আনিয়া বাহির করিবে।

যদি বাহুদ্বয় প্রথমে প্রসব দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে স্কন্ধদেশ উর্দ্ধদিকে তুলিয়া দিয়া মস্তকটীকে প্রসবপথে আনিয়া বাহির করিবে। ২

১। "উত্তানায়া আভুগ্নসক্‌থ্যা বস্ত্রাধারকোন্নমিতকট্যা ধম্বননগমৃত্তিকাশাল্মলীরসমৃৎস্নঘৃতাভ্যাং ম্রক্ষয়িত্বা হস্তং যোনৌ প্রবেশ্য গর্ভমুপহরেৎ।"

২। "তত্র সক্‌থিভ্যামাগতমনুলোমমেবাঞ্ছেৎ। একসক্‌থ্না প্রপন্নস্যেতরসক্‌থি-প্রসার্য্যাপহরেৎ। স্ফিগ্‌দেশেনাগতস্ত স্ফিগ্‌দেশং প্রপীড্যোর্দ্ধমুৎক্ষিপ্য সক্‌থিনী প্রসার্য্যাপহরেৎ তির্য্যগাগতস্য পরিঘস্যেব তিরশ্চীনস্য পশ্চার্দ্ধমূর্দ্ধমুৎক্ষিপ্য পূর্ব্বার্দ্ধমপত্যপথং প্রত্যার্জ্জবমানীয়াপহরেৎ। পার্শ্বাপবৃত্তশিরসমংসং প্রপীড্যোর্দ্ধমুৎক্ষিপ্য শিরোঽপত্যপথমানীয়াপহরেৎ। বাহুদ্বয়প্রতিপন্নস্যোর্দ্ধমুৎপীড্যাংসৌ শিরোঽনুলোমমানীয়াপহরেৎ।"

সুশ্রুতসংহিতা।

ঊনবিংশ অধ্যায়

মৃতগর্ভ-নিদান।

গর্ভ-বিনাশকারী দোষ সকলের অত্যন্ত বৃদ্ধি হেতু অথবা গর্ভিণীর অহিতকর পান ভোজনাদির জন্য কিংবা দৈব কর্তৃক গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু ঘটিতে পারে।

সন্তান গর্ভ মধ্যে মৃত হইলে, গর্ভিণীর উদর শীতল, স্তব্ধ, স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও স্পন্দনরহিত হয় এবং গর্ভিণীর ভ্রম, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, বিষণ্ণতা, নিঃশ্বাস ত্যাগে অত্যন্ত কষ্ট ও নেত্রদ্বয় কোটরগত হইয়া থাকে এবং প্রসব বেদনা উপস্থিত হয় না। কখনও বা মৃতগর্ভা রমণীর শরীর শোথ-যুক্ত এবং নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। ১

মৃতগর্ভ-প্রতিকার।

মূঢ়গর্ভের ন্যায় মৃতগর্ভের প্রতীকারও অতীব কষ্টসাধ্য। যেহেতু,-

---

১। "গর্ভেঽতিদোষোপচয়াদপথ্যৈর্দৈবতোঽপি বা।
মৃতেঽন্তরুদরং শীতং স্তব্ধং ধ্মাতং ভৃশব্যথম্॥
গর্ভাস্পন্দো ভ্রমস্তৃষ্ণা কৃচ্ছ্রাদুচ্ছ্বসনং ক্লমঃ।
অরতিঃ স্রস্তনেত্রত্বমাবীনামসমুদ্ভবঃ॥"
"ভবত্যুচ্ছ্বাসপূতিত্বং শূনতান্তর্মৃতে শিশৌ।"

অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্।

যোনি, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্রবিবর ও গর্ভাশয়ের মধ্যে কেবল স্পর্শ দ্বারাই কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়। ছেদন, ভেদন, পীড়ন, ঋজুকরণ ও দারণাদি কার্য্যে গর্ভ বা গর্ভিণীর বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। অতএব গর্ভিণীর অভিভাবকের অনুমতি লইয়া তাদৃশ কার্য্যে বিশেষ যত্নের সহিত প্রবৃত্ত হইতে হয়। ১

প্রসব-কার্য্যে প্রথমতঃ বিশেষ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করা উচিত যে, সন্তান জীবিত আছে কি না। সন্তান জীবিত থাকিলে, কদাচ অস্ত্র প্রয়োগ করিবে না। কারণ তাহাতে গর্ভিণী ও সন্তান উভয়েরই মৃত্যু হইতে পারে। ২

গর্ভমধ্যে সন্তানের মৃত্যু ঘটিলে, কাল বিলম্ব না করিয়া সন্তানকে বাহির করিয়া ফেলা উচিত। যদি সন্তান স্বাভাবিক ভাবে প্রসবদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সরল ভাবে প্রসব করাইতে চেষ্টা করিবে। আর যদি সন্তান মূঢ়গর্ভের-গতির ন্যায় আসিয়া অপত্য-পথে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত মূঢ়গর্ভ প্রতীকারের উপায় অবলম্বন করিয়া সন্তান প্রসব করাইবে। যদি তাদৃশ প্রক্রিয়ায় সন্তান প্রসব করান অসম্ভব হয়, তবেই অস্ত্রের দ্বারা সন্তানের অঙ্গ-চ্ছেদন করিয়া বাহির করিবে। ৩

১। "নাতঃ কষ্টতমমস্তি যথা মূঢ়গর্ভশাল্যোদ্ধরণম্। অত্র হি যোনিযকৃৎপ্লীহান্ত্র-বিবরগর্ভাশয়ানাং মধ্যে কর্ম্ম কর্ত্তব্যং স্পর্শেন। + + + + ছেদনভেদনপীড়নর্জ্জু-করণদারণানি চৈকহস্তেন গর্ভং গর্ভিণী বা হিংসতা। তস্মাদধিপতিমাপৃচ্ছ্য পরঞ্চ যত্ন-মাস্থায়োপক্রমেত।"

২। "সচেতনঞ্চ শস্ত্রেণ ন কথঞ্চন দারয়েৎ।
দার্য্যমাণো হি জননীমাত্মানঞ্চৈব ঘাতয়েৎ॥"

৩। "এবমশক্যে শস্ত্রমবচারয়েৎ।" সুশ্রুতসংহিতা।

মৃত সন্তানকে ছেদন করিয়া বাহির করিতে হইলে, গর্ভিণীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া মণ্ডলাগ্র বা অঙ্গুলিশস্ত্র দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে সন্তানের মস্তক বিদীর্ণ করিবে এবং আকর্ষণী দ্বারা খণ্ড খণ্ড খর্পরগুলি বাহির করিয়া পরে বক্ষঃ অথবা কক্ষদেশ ধরিয়া টানিয়া বাহির করিবে। ১

যদি মস্তক বিদীর্ণ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে অক্ষিকূট বা গণ্ডদেশ ধরিয়া টানিয়া বাহির করিবে। ২

গর্ভস্থ সন্তানের স্কন্ধদেশ অবরুদ্ধ হইলে, সেই স্কন্ধলগ্ন বাহু ছেদন করিয়া বাহির করিবে। ৩

সন্তানের উদর বায়ুপূর্ণ হইয়া ভিস্তিরমত অত্যন্ত স্ফীত হইলে, তাহা চিরিয়া অন্ত্র সকল প্রথমে বাহির করিয়া ফেলিবে। তাহাতে শিশুদেহ শিথিল হইয়া পরিলে, অনায়াসে শিশুকে বাহির করা যাইতে পারিবে। ৪

জঘনদেশ দ্বারা প্রসবপথ অবরুদ্ধ হইলে জঘন-দেশের অস্থিখণ্ড সকল ছেদন করিয়া বাহির করিবে। ৫

গর্ভস্থ শিশুর যে যে অঙ্গ প্রসবপথে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিবে, প্রথমতঃ সেই সেই অঙ্গচ্ছেদন করিয়া সম্পূর্ণরূপে শিশুটীকে বাহির করিয়া ফেলিবে এবং যত্নপূর্ব্বক প্রসূতিকে রক্ষা করিবে।

বায়ুর প্রকোপবশতঃ গর্ভের নানাবিধ গতি হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসা করান উচিত। মৃতগর্ভকে

১–৫। "তত্র ম্রিয়মাণাস্য মণ্ডলাগ্রেণাঙ্গুলীশস্ত্রেণ বা শিরো বিদার্য্য শিরঃকপালান্যাহৃত্য শঙ্কুনা গৃহীত্বোরসি কক্ষায়াং বাপহরেৎ। অভিন্নে শিরসি চাক্ষিকূটে গণ্ডে বা, অংসসংসক্তস্যাংসদেশে বাহুং ছিত্ত্বা,দৃতিমিবাততং বাতপূর্ণোদরং বা বিদার্য্য নিরস্যান্ত্রাণি শিথিলীভূতমাহরেৎ। জঘনসক্তস্য বা জঘনকপালানীতি।" সুশ্রুতসংহিতা।

মুহূর্ত্তকালও উপেক্ষা করিতে নাই। যেহেতু উপেক্ষা করিলে ক্রমশঃ শ্বাসরোধ হইয়া গর্ভিণীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। *

সুখপ্রসবযোগ।

যখন গর্ভিণীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইবে, তখন বচ, চিতা ও করঞ্জ, এই সকলের চূর্ণ মুহুর্মুহুঃ আঘ্রাণ লইলে, বিনা বাধায় সন্তান প্রসব হইয়া থাকে। ১

ভূর্জ্জপত্র বা শিশুবৃক্ষের সারাংশের ধূমের ঘ্রাণ লইলে এবং মধ্যে মধ্যে গর্ভিণীর কটী, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও উরুদেশে ঈষদুষ্ণ তৈল মাখাইয়া উপর হইতে নীচের দিকে মর্দ্দন করিলে অক্লেশে প্রসব হয়। ২

ফলসা বা শালপানির মূল পেষণ করিয়া নাভিতে, তলপেটে ও প্রসবদ্বারে প্রলেপ দিলে অথবা বাসকের মূল কটিতে বন্ধন করিয়া দিলে বিনা কষ্টে প্রসব করে। ৩

*। "যদ্‌যদঙ্গং হি গর্ভস্য তস্য সর্জ্জতি তদ্ভিষক্।
সম্যগ্‌বিনির্হরেচ্ছিত্বা রক্ষেন্নারীঞ্চ যত্নতঃ॥
গর্ভস্য গতয়শ্চিত্রা জায়ন্তেঽনিলকোপতঃ।
তত্রানল্পমতির্বৈদ্যো বর্ত্তেত বিধিপূর্ব্বকম্॥
নোপেক্ষেত মৃতং গর্ভং মুহূর্ত্তমপি পণ্ডিতঃ।
স হ্যাশু জননীং হন্তি নিরুচ্ছ্বাসং পশুং যথা॥" সুশ্রুতসংহিতা।

১—২। "অথাস্যৈ দদ্যাৎ কুষ্ঠৈলালাঙ্গলিকীবচাচিত্রকচিরবিল্বচূর্ণমুপঘ্রাতুং সা তন্মুহুর্মুহুরুপজিঘ্রেৎ। তথা ভূর্জ্জপত্রধূমং শিংশপাসারধূমং বা তস্যাশ্চান্তরান্তরা কটীপার্শ্বপৃষ্ঠসক্‌থিদেশানীষদুষ্ণেন তৈলেনাভ্যজ্যানুসুখমবমৃদ্নীয়াদিত্যনেন তু কর্ম্মণা গর্ভোঽর্ব্বাক্ প্রতিপদ্যতে।" চরকসংহিতা।

৩। "পরূষকস্থিরামূললেপস্তদ্বৎ পৃথক্ পৃথক্।
বাসামূলে প্রবং তদ্বৎ কটীবন্ধে সুতে দ্রুতম্॥" চক্রদত্তঃ।

ঈশলাঙ্গলার মূল কাঁজিতে পেষণ করিয়া পাদদ্বয়ে লেপন করিলে সত্বর প্রসবকার্য্য সম্পাদন হইয়া থাকে। ৪

বাসকের মূল পেষণ করিয়া নাভিতে, তলপেটে ও প্রসব-দ্বারে প্রলেপ দিলে কিংবা কাঁজির সহিত গৃহধূম (ঝুল) সেবন করিলে সত্বর প্রসব হয়। ৫

ছোলঙ্গ লেবুর মূল ও যষ্টিমধু, মধুর সহিত পেষণ করিয়া ঘৃতসহ সেবন করিলে অনায়াসে প্রসব হইয়া থাকে। ৬

গর্ভিণীর মস্তকে অল্পমাত্রায় মনসাসিজের আটা প্রদান করিলে গর্ভস্থ মৃতসন্তানও প্রসব হইয়া থাকে। ৭

পুটদগ্ধ সর্পখোলস মধু দিয়া মাড়িয়া অঞ্জন দিলে অতি সত্বর মূঢ়গর্ভা রমণীরও প্রসব হইয়া থাকে। ৮

নাগদনার মূল ও চিতামূল সমভাগে পেষণ করিয়া চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, চিরজ ও অচিরজ মৃত অথবা জীবিত গর্ভ নিঃসৃত হইয়া থাকে। ৯

৪॥ তুষাম্বুপরিপিষ্টেন মূলেন পরিলেপয়েৎ
লাঙ্গল্যাশ্চরণৌ সূতে ক্ষিপ্রমেতেন গর্ভিণী॥" চক্রদত্তঃ।

৫। "অটরূষকমূলেন নাভিবস্তিভগালেপঃ কর্ত্তব্যঃ।"
গৃহাম্বুনা গৃহধূমপানং গর্ভাপকর্ষণম্।"

৬। "মাতুলুঙ্গস্য মূলানি মধুকং মধুসংযুতম্।
ঘৃতেন সহ পাতব্যং, সুখং নারী প্রসূয়তে॥" ভাবপ্রকাশঃ।

৭। "স্নুহীক্ষীরং তথা স্তোকং গর্ভিণ্যাঃ শিরসি ক্ষিপেৎ।
মৃতগর্ভং তদা সূতে গর্ভিণী রমণী দ্রুতম্॥" ভৈষজ্যরত্নাবলী।

৮। "পুটদগ্ধসর্পকঞ্চুকমসৃণমসীকুসুমসারসহিতাঞ্জিতাক্ষী।
ঝটিতি বিশল্যা জায়তে গর্ভবতী মূঢ়গর্ভাপি॥" চক্রদত্তঃ।

৯। "করিদমনদহনমূলং পিষ্টং সলিলেন পাতমং সদ্যঃ।
চিরমচিরজং গর্ভং মৃতমমৃতং বা নিপাতয়তি॥" ভৈষজ্যরত্নাবলী।

মূঢ়গর্ভাদি নানাবিধ উপসর্গের দ্বারা যদি গর্ভিণীর স্বাভাবিক প্রসবে বাধা জন্মে ; তাহা হইলে,—পিপুল এবং বচ, জলে পেষণ করিয়া এরণ্ড তৈলের সহিত নাভিতে প্রলেপ দিলে, অনায়াসে প্রসব হইয়া থাকে। ১০

গর্ভসঙ্গ হইলে অর্থাৎ সহজে প্রসব না হইলে,—কৃষ্ণসর্পের খোলস বা ময়না বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া প্রসব দ্বারে ধূমপ্রয়োগ করিবে অথবা বিষলাঙ্গলিয়া, অতসী ও বিশল্যার মূল, গর্ভিণীর হস্তে ও পদে বাঁধিয়া দিলে নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইয়া থাকে। ১১

———:০:———

বিংশ অধ্যায়

-:০:———

প্রসবানন্তর কর্ত্তব্য

অমরাপতন

অমরার প্রচলিত নাম "ফুল"। প্রসবের অব্যবহিত পরেই ফুল পড়িয়াছে কি না, লক্ষ্য করা একান্ত আবশ্যক। যদি ফুল পড়িয়া থাকে,

---

১০। "কৃষ্ণা বচা চাপি জলেন পিষ্টা সৈরণ্ডতৈলা খলু নাভিলেপাৎ।
সুখং প্রসূতিং কুরুতেহঙ্গনানাং নিপীড়িতানাং বহুভিঃ প্রমাদৈঃ॥" ভাবপ্রকাশঃ।

১১। "গর্ভসঙ্গেতু যোনিং ধূপয়েৎ কৃষ্ণসর্পনির্ম্মোকেণ পিণ্ডীতকেন বা।
বধ্নীয়াদ্ধিহরণ্যপুষ্পীমূলং হস্তপাদয়োর্ধারয়েৎ সুবর্চ্চলাং বিশল্যাং বা॥"
সুশ্রুতসংহিতা।

তাহা হইলে দেখিতে হইবে ফুলটা সমগ্র আছে কি না। যদি ফুলের কোনও অংশ ছিন্ন হইয়া গর্ভাশয় মধ্যে থাকে, তাহা হইলে বস্তিপ্রয়োগ করিয়া গর্ভাশয় উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ফুলের ছিন্ন অংশ বাহির করিয়া ফেলা উচিত। নতুবা সেই ফুলের ছিন্ন অংশ গর্ভাশয় মধ্যে পচিয়া প্রসূতির বিষক্রিয়ায় পরিণত হয়। সেজন্য প্রসূতির প্রবল জ্বর, ভ্রম, ধনুষ্টঙ্কার মূর্চ্ছা, প্রলাপ, অজ্ঞানতা প্রভৃতি উপসর্গ সকল আসিয়া উপস্থিত হয় ও পরিণামে প্রসূতির মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

অপতিত অমরার প্রতীকার।

১। যদি ফুল আপনা হইতে না পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে প্রসূতির নাভির উপরিভাগ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সবলে চাপিয়া ধরিয়া বামহস্ত দ্বারা পশ্চাদ্ভাগ চাপিয়া ধরিয়া খুব কাঁপাইতে থাকিবে। এইরূপ করিলে ফুল বাহির হইয়া পড়িবে। অথবা,—প্রসূতির কেশবেণী তাহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া তদ্দ্বারা তালুদেশে অল্প অল্প ঘর্ষণ করিবে। এরূপ প্রক্রিয়ায় ফুল পড়িয়া থাকে।

২। কুড় ও তালিশ পত্র বাটিয়া উলু ঘাসের ক্বাথে অথবা মৈরেয় মদ্যে বা সুরামণ্ডে অথবা কুলথ কলায়ের যূষে কিংবা থুলকুড়ি ও পিপুলের ক্বাথে গুলিয়া পান করিলে ফুল পড়িয়া থাকে।

৩। ময়নাফল, ঘোষালতা, তিতলাউ, পীতঘোষা, কুড়চি, লতাফট্‌কী ও

১। "তস্যাশ্চেদমরা ন প্রপন্না স্যাদথৈনামন্যতমা স্ত্রী দক্ষিণেন পাণিনা নাভেরুপরিষ্টাদবলবন্ নিপীড্য সব্যেন পাণিনা পৃষ্ঠত উপসংগৃহ্য তাং সনির্দ্ধূতং নির্দ্ধূনুয়াৎ। অথাস্যাঃ বালবেণ্যা কণ্ঠতালু পরিমৃশেৎ।"

২। "কুষ্ঠতালীশপত্রকল্কং বল্বজযূষে মৈরেয়সুরামণ্ডে বা কৌলত্থে বা মণ্ডূকপর্ণী-পিপ্পলীক্বাথে বা সংপ্লাব্য তথা পায়য়েদেনাম্।"

৩। "এতৈরেব চাপ্লাবনৈঃ ফলজীমূতকেক্ষ্বাকুধামার্গবকুটজকৃতবেধনহস্তিপর্ণ্যাপহিতৈরাস্থাপয়েৎ।" চরকসংহিতা।

হস্তিপর্ণী, এই সকল একত্র বাঁটিয়া পূর্ব্বোক্ত উলু প্রভৃতির কাথে গুলিয়া ছাঁকিয়া গর্ভাশয় মধ্যে বস্তি প্রয়োগ করিবে। তাহা হইলে ফুল পড়িয়া যাইবে। অথবা—

শিশু-পরিচর্য্যা।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাহার প্রসব ক্লেশ দূর করিবার জন্য শীতল অথবা উষ্ণ সলিল দ্বারা ধীরে ধীরে সন্তানের মুখে পরিষেক করিবে। অনন্তর শিশুর প্রাণ প্রত্যাগত ও শিশুকে প্রকৃতিস্থ নিরীক্ষণ করিলে, উহাকে স্নান করাইয়া দিবে ও মলদ্বার ধৌত করিয়া দিবে। অনন্তর ধাত্রী হাতের নখ সকল কাটিয়া হাত ধুইয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলির অগ্রভাগে সুপরিস্কৃত কার্পাস তুলা জড়াইয়া সেই অঙ্গুলি দ্বারা সন্তানের তালু, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও কণ্ঠদেশ মুছাইয়া দিবে। ১

অনন্তর সন্তানের মুখ, সৈন্ধব ও ঘৃত দ্বারা বিশোধিত করিয়া দিয়া তাহার মস্তকের তালুদেশে ঘৃতসিক্ত তুলার একটা পটী বসাইয়া দিবে। ২

১। "শীতোদকেন উষ্ণোদকেন বা মুখ পরিষেকঃ। তথা সংক্লেশবিহতান্ প্রাণান্ পুনর্লভেত। ততঃ প্রত্যাগতপ্রাণং প্রকৃতিভূতমভিসমীক্ষ্য স্নানোদকগ্রহণাভ্যামুপপাদয়েৎ। অথাস্য তাল্বোষ্ঠকণ্ঠজিহ্বাপ্রমার্জ্জনমারভেত অঙ্গুল্যা সুপরিলিখিতনখয়া সুপ্রক্ষালিতোপধান-কার্পাসপিচুমত্যা প্রথমং প্রমার্জ্জিতস্যাস্য চ শিরস্তালু কার্পাসপিচুনা স্নেহগর্ভেণ প্রতিচ্ছাদয়েৎ।"
চরকসংহিতা।

২। "অথ জাতস্য মুখং সৈন্ধবসর্পিষা বিশোধ্য ঘৃতাক্তং পিচুং মূর্দ্ধ্নি দদ্যাৎ।"
সুশ্রুতসংহিতা।

নাড়ীচ্ছেদ। সন্তানের নাভিমূল হইতে অষ্টাঙ্গুল পরিত্যাগ করিয়া নাভিনাড়ী উভয়রূপে বন্ধন করিয়া তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা ছেদন করিবে। অনন্তর সন্তানের নাভিনাড়ীতে একটা সূত্র বাঁধিয়া ঐ সূত্র সন্তানের গলদেশে আল্‌গা ভাবে বাঁধিয়া দিবে। নাড়ীচ্ছেদ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। যেহেতু নাড়ীচ্ছেদে দোষ ঘটিলে সন্তানের নানাবিধ রোগ জন্মিতে পারে। ৩

সন্তান প্রসবের তিনরাত্রির অথবা চারিরাত্রির পর প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ আসে। সেজন্য ঐ কয়দিন জাতসন্তানকে ঘৃত ও মধুতে অনন্তমূলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইয়া রাখিবে। অনন্তর প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ আসিলে, শিশুকে স্তন পান করাইবার সময় প্রথমে স্তনযুগল ধৌত করিয়া অল্পপরিমাণে দুগ্ধ গালিয়া ফেলিবে; তারপর শিশুকে পান করাইবে। যেহেতু প্রথমে একটু দুগ্ধ গালিয়া না ফেলিলে, দুগ্ধপূর্ণ থাকায় পান কালে বালকের কণ্ঠে এককালে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ আসিয়া দুগ্ধ-পানে বাধা জন্মায়। সেজন্য বালক হাঁপাইয়া উঠিতে পারে অথবা তাহার কাসি কিংবা বমি আসিতে পারে। ৪

সন্তানকে সর্ব্বদা গরম কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া গরম কাপড়ের

৩। "নাভিবন্ধনাৎ প্রভৃতি ছিন্নাষ্টাঙ্গুলমভিজ্ঞানং কৃত্বা + + ঊর্দ্ধধারেণ ছেদয়েৎ। তামগ্রে সূত্রেণোপনিবধ্য কণ্ঠে চাস্য শিথিলমবসৃজেৎ।' অসম্যক্‌কল্পনে হি নাড্যা আয়ামব্যায়ামোত্তুণ্ডিতোপিণ্ডালিকাদিভ্যো ব্যাধিভ্যো ভয়ম্। চরকসংহিতা।

৪। "চতূরাত্রাত্রিরাত্রাদ্বাস্ত্রীণাং স্তন্যং প্রবর্ত্ততে। তস্মাৎ মধুসর্পিরনন্তামিশ্রং পায়য়েৎ। অথাস্যাঃ স্তনং ধৌতং পরিস্রুতং পায়য়েৎ। অপরিস্রুতেহহি অতিস্তব্ধস্তনা পূর্ণস্তনপানাৎ উৎক্রুহিতস্রোতসঃ শিশোঃ কাসশ্বাসবমীপ্রাদুর্ভাবঃ।"

বিছানায় শোয়াইয়া রাখিবে এবং কুল, নিম এবং কলসার শাখার দ্বারা বাতাস করিবে। ৫

শিশুর বিছানা ও বিছানার চাদর প্রভৃতি খুব নরম, পাতলা, বেশ পরিষ্কার ও সুগন্ধি হওয়া আবশ্যক। যদি ঐসকল ঘামে ভিজিয়া যায় অথবা তাহাতে পিপীলিকা প্রভৃতি থাকে কিংবা মলমূত্রাদির দ্বারা অপরিষ্কৃত হয়, তবে সে সকল পরিত্যাগ করিবে। নতুবা সে গুলিকে বেশ করিয়া কাচিয়া ভাল করিয়া শুকাইয়া লইয়া ব্যবহার করিবে এবং বালিশটীকেও প্রত্যহ রৌদ্রে দিয়া লইবে। ৬

বালককে এরূপভাবে কোলে লওয়া উচিত, যাহাতে তাহার কোনও প্রকার কষ্ট বোধ না হয়। কখনও তাহাকে তর্জ্জন করা উচিত নহে। ঘুমাইলে হঠাৎ জগাইবে না। যেখানে সেখানে বসাইয়া দিবে না। কাহারও নিকট হইতে টানিয়া কোলে লইবে না। হঠাৎ শোয়াইয়া দিবে না। বিনা প্রয়োজনে কাঁদাইবে না। সর্ব্বদা বালকের চিত্ত যাহাতে প্রফুল্ল থাকে, এরূপভাবে তাহার পরিচর্য্যা করিবে। ৭

৫। "অথ বালকং ক্ষৌমপরিবৃতং ক্ষৌমবস্ত্রাস্তৃতায়াং শয্যায়াং শায়য়েত। বদরী-নিম্বপরূষকশাখাভিশ্চৈনং বীজয়েৎ।" সুশ্রুতসংহিতা।

৬। "শয়নাস্তরণপ্রাবরাণি কুমারস্য মৃদুলঘুশুচিসুগন্ধীনি স্যুঃ। স্বেদমলজন্তুমন্তি মূত্র-পুরীষোপসৃষ্টানি চ বর্জ্জ্যানি স্যুঃ। অসতি সম্ভবে অন্যেষাং তান্যেব চ সুপ্রক্ষা-লিতোপধানানি সুধূপিতানি শুদ্ধানি শুষ্কাণ্যুপযোগং গচ্ছেয়ুঃ।" চরকসংহিতা।

৭। "বালমঙ্কে সুখং দধ্যান্নৈনং তর্জ্জয়েৎ ক্বচিৎ।
সহসা বোধয়েন্নৈনং নাযোগ্যমুপবেশয়েৎ॥
নাকৃষ্য স্থাপয়েৎ ক্রোড়ে ন ক্ষিপ্রং শয়নে ক্ষিপেৎ।
রোদয়েন্নক্বচিৎ কার্য্যে বিধিমাবশ্যকং বিনা॥
তচ্চিত্তমনুবর্ত্তেত তং সদৈবানুমোদয়েৎ।
নির্মোচয়ন্মনস্তশ্চাপি রক্ষেদ্বালং প্রযত্নতঃ।" ভাবপ্রকাশঃ।

এতদ্ভিন্ন,—ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, বিদ্যুতালোক, বৃক্ষ, লতা, শূন্যগৃহ, গৃহ-চ্ছায়া প্রভৃতি এবং নিম্নোচ্চ স্থান হইতে সন্তানকে রক্ষা করিবে। তদ্ভিন্ন অপবিত্র স্থানে, উন্মুক্ত আকাশের তলে, বর্ষায় অনাবৃতদেহে, ধূলি-সমাকীর্ণ স্থানে, ধূমাচ্ছন্নগৃহে ও জলসিক্ত ভূমিতে বালককে রাখিবে না। ৮

ধাত্রীনির্ব্বাচন।

যদি জাত সন্তানের মাতৃবিয়োগ ঘটে অথবা প্রসূতি রোগপীড়িতা হয় কিংবা অন্য কোন কারণে যদি জননী সন্তান পরিপালনে অসমর্থা হয়, তাহাহইলে সন্তানকে লালন পালন করিবার জন্য ধাত্রীনিয়োগ করা একান্ত আবশ্যক।

ধাত্রীনিয়োগ করিতে হইলে, আপনার সজাতীয়া কোন মধ্যবয়স্কা রোগশূন্যা ও সদাচারিণী রমণীকে নিযুক্ত করিবে। তাহার আকৃতি অতি দীর্ঘ বা খর্ব্ব কিংবা স্থূল বা কৃশ হইবে না, স্বভাব ধীর হইবে, সন্তানের প্রতি সবিশেষ স্নেহ থাকিবে, স্তনে প্রচুর দুগ্ধ থাকিবে ও সে দুগ্ধে যেন কোনপ্রকার দোষ না থাকে এবং তাহার সন্তান জীবিত আছে। পূর্ব্বোক্ত গুণান্বিত ধাত্রীর স্তন্য পানে, সন্তানের আরোগ্য ও বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৯

৮। 'বাতাতপবিদ্যুৎপ্রভাপাদপলতাশূন্যাগারনিম্নস্থানগৃহচ্ছায়াদিভ্যো বালং রক্ষেৎ।"

"নাশুচৌ বিসৃজেদ্বালং নাকাশে বিষমে ন চ।
নোষ্মমারুতবর্ষেষু রজোধূমোদকেষু চ॥" সুশ্রুতসংহিতা।

৯। "ততো যথাবর্ণং ধাত্রীমুপেয়ান্মধ্যমপ্রমাণাং মধ্যবয়সমরোগাং শীলবতীমচপলামলোলুপামকৃশামস্থূলাং প্রসন্নক্ষীরামব্যসনিনীং জীববৎসাং দোগ্ধ্রীং বৎসলামক্ষুদ্রকর্ম্মিণীং কুলে জাতামতোভূয়িষ্ঠৈশ্চ গুণৈরন্বিতাং আরোগ্যবলবৃদ্ধয়ে বালস্য।"

চরকসংহিতা।

একবিংশ অধ্যায়

প্রসূতি-পরিচর্য্যা।

প্রসবের পর ফুল বাহির হইয়া গেলে, প্রসূতির গর্ভাশয় বস্তিপ্রয়োগ দ্বারা ধৌত করিয়া দিবে ও তলপেটে ঘৃত ও তৈল বেশ করিয়া মালিশ করিয়া দিয়া একখানি বস্ত্র ভাল করিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া দিবে। যেন গর্ভাশয়ে অবকাশ (ফাঁক) না থাকে। যেহেতু গর্ভাশয়ে অবকাশ থাকিলে বায়ুদ্বারা গর্ভাশয়ের নানাপ্রকার বিকৃতি ঘটিতে পারে। ১

অনন্তর প্রসূতির ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও পানিফলপত্র, এই সকলের চূর্ণ মিশ্রিত ঘৃত পান করিতে দিবে এবং ঘৃত জীর্ণ হইলে পর, পূর্ব্বোক্ত পিপুল প্রভৃতি মোট দুই তোলা পরিমাণে লইয়া দুইসের জলে সিদ্ধ করিবে এবং একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া, ঐ জলের দ্বারা পথ্য প্রস্তুত করিয়া ঘৃতসহ দুইবেলা খাইতে দিবে। ঘৃত পান ও পথ্য ভোজনের পূর্ব্বে প্রসূতির শরীর গরম জলের দ্বারা পরিষিক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ২

১। "সর্পিস্তৈলাভ্যামভ্যজ্য বেষ্টয়েদুদরং মহতা বাসসা তথা তস্যা ন বায়ুরুদরে বিকৃতিমুৎপাদয়ত্যনবকাশাৎ।"

২। "সূতিকান্তু খলু বুভুক্ষিতাং বিদিত্বা পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরচূর্ণসহিতং স্নেহং পায়য়েৎ। জীর্ণে তু স্নেহে পিপ্পল্যাদিভিরেবসিদ্ধাং যবাগূং সুস্নিগ্ধাং মাত্রশঃ পায়য়েৎ। উভয়কালঞ্চোষ্ণোদকেন পরিষেচয়েৎ প্রাক্ স্নেহযবাগূপানাভ্যাম্।" চরকসংহিতা।

সন্তান প্রসব হওয়ার পর অন্ততঃ একমাস কাল পর্য্যন্ত প্রসূতিকে স্বেদ, অভ্যঙ্গ (তেলমাখান) এবং স্নিগ্ধ ও হিতকর লঘুপাক অল্পপরিমিত অন্ন আহার করিতে দিবে। ৩

যেহেতু প্রসবের পর অনুচিত আহার বিহার দ্বারা প্রসূতির যে সকল রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা কষ্টসাধ্য। এমন কি প্রসূতির ক্ষীণতা বশতঃ সেই সকল রোগ অসাধ্যও হইয়া থাকে। ৪

সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির শরীর রুক্ষ হইয়া থাকে। তখন যদি তীক্ষ্ণক্রিয়া দ্বারা তাহার রক্ত বিশোধিত করা না হয়। তাহা হইলে বায়ু কুপিত হইয়া ঐ দূষিত রক্তকে সংরুদ্ধ করিয়া নাভির অধোভাগে,পার্শ্বদেশে বস্তিস্থানে ও বস্তির শিরোভাগে গ্রন্থির আকারে পরিণত হয় এবং তাহাতে নাভি, বস্তি ও উদরে শূল, সূচী দ্বারা বিদ্ধ এবং ভিন্ন ও বিদীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। তদ্ভিন্ন উদরাধ্মান (পেটফাঁপা) ও মূত্ররোধ হইয়া থাকে। ইহাকে মক্কলশূল কহে। ৫

প্রসূতির কর্ত্তব্য।

৬। যতদিন পর্য্যন্ত রমণী সূতিকাবস্থা হইতে মুক্তা না হয়,ততদিন তাহার

৩। "সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধাচ স্নিগ্ধপথ্যাল্পভোজনা।
স্বেদাভ্যঙ্গপরা নিত্যং ভবেন্মাসমতন্দ্রিতা।"

৪। "মিথ্যাচারাৎ সূতিকায়া যো ব্যাধিরুপজায়তে।
স কৃচ্ছ্রসাধ্যোঽসাধ্যো বা ভবেদত্যপতর্পণাৎ॥"

৫। "প্রজাতায়াশ্চ নার্য্যা রুক্ষশরীরায়াস্তীক্ষ্ণৈরবিশোধিতং রক্তং বায়ুনা তদ্দেশগেনাতিসংরুদ্ধং নাভেরধঃ পার্শ্বয়োঃ বস্তৌ বস্তিশিরসি বা গ্রন্থিং করোতি। ততশ্চ নাভিবস্ত্যুদরশূলানি ভবন্তি, সূচীভিরিব নিস্তুদ্যতে ভিদ্যতে দীর্য্যতে ইব চ পক্কাশয়সমন্তাৎ আধ্মানমুদরে মূত্রসঙ্গশ্চভবতি।"

৬। "প্রসূতা হিতমাহারং বিহারঞ্চ সমাচরেৎ।
ব্যায়ামং মৈথুনং ক্রোধং শীতসেবাং বিবর্জ্জয়েৎ॥" সুশ্রুতসংহিতা।

হিতকর আহার করা কর্ত্তব্য এবং অত্যন্ত পরিশ্রম, সহবাস, ক্রোধ ও শীতসেবা পরিত্যাগ করা উচিত।

সূতিকাকাল ও পুনর্গর্ভাধান।

কেহ বলেন, সন্তান হওয়ার পর দেড় মাস পর্য্যন্ত সূতিকাকাল। আবার কেহ বলেন যে, যতদিন না পুনরায় আর্ত্তবদর্শন হয়, ততদিনই সূতিকাকাল। কিন্তু মহর্ষি সুশ্রুত বলেন, প্রসবের পর চারি মাস পর্য্যন্ত সূতিকাকাল। চারিমাসের পর যখন প্রসূতি বল-বর্ণ-যুক্তা হইবে, কোন প্রকার উপদ্রব থাকিবে না, আর্ত্তবশোণিত সুপরিশুদ্ধ হইবে, তখন প্রসূতি সূতিকার নিয়ম সকল পরিত্যাগ করিবে। অতএব চারি মাস কাটিয়া গেলে, স্ত্রী পুরুষের মিলন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সন্তানপ্রসবের পর একমাস যাইতে না যাইতেই রমণী গর্ভিণী হইয়া থাকে। এতাদৃশ অনানুষিক অত্যাচারের ফলে রমণীগণের স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া যাইতেছে ও অমৃতসম স্তনদুগ্ধের অভাবে সন্তানগণ রুগ্ন ও অচিরজীবী হইতেছে। কিন্তু এবিষয়ে কাহারও লক্ষ্য নাই, সকলেই অকালে শিশুমৃত্যুর নিবারণোপায় আবিষ্কারে ব্যস্ত; কিন্তু কি কারণে যে এতাদৃশ শোচনীয় পরিণাম হইতেছে, সে কথা একবারও কেহ ভাবিয়া দেখেন না।[১]

১। "অনেন বিধিনাধ্যর্দ্ধমাসমুপসংস্কৃতা বিমুক্তাহারাচারা বিগতসূতিকাভিধানা স্যাৎ পুনরার্ত্তবদর্শনাদিত্যেকে।"

"ব্যপদ্রব্যাং বিশুদ্ধাঞ্চ জ্ঞাত্বা চ বলবর্ণিনীম্।
ঊর্দ্ধং চতুর্ভ্যোমাসেভ্যো বিসৃজেৎ পরিহারতঃ।"

সুশ্রুতসংহিতা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

প্রসূতি রোগাধিকার

মৃত বা মূঢ়গর্ভার চিকিৎসা।

মৃতগর্ভা বা মূঢ়গর্ভা প্রসূতির দোষ নিঃসরণ ও বেদনাশান্তির জন্য,—পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, এলাচ, হিং, বামুনহাটী, বচ, আতইচ, রাস্না ও চৈ,এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া ঘৃতের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিবে অথবা ঐ সকল দ্রব্যের ক্বাথ, কল্ক বা চূর্ণ, বিনা ঘৃত সংযোগেই সেবন করিতে দিবে।

তৎপরে প্রসূতিকে সেগুনবৃক্ষের ছাল, হিং, আতইচ, আকনাদি, কটকী ও চৈ,এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া পূর্ব্ববৎ সেবন করাইবে। তদনন্তর প্রসূতিকে ত্রিরাত্র,পঞ্চরাত্র বা সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত ঘৃত পান করাইয়া রাত্রিতে সংস্কারবিশিষ্ট আসব বা মৃতসঞ্জীবনী প্রভৃতি অরিষ্ট পান করিতে দিবে এবং প্রসূতির স্নান ও আচমন প্রভৃতির জন্য অর্জ্জুনছাল ও শিরীষ-ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া, সেই জল ব্যবহার করিতে দিবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উপদ্রব উপস্থিত হইলে, দোষানুসারে তাহার চিকিৎসা করিবে।

অতঃপর প্রসূতির শরীর উত্তমরূপে সংশোধিত হইলে। অল্পমাত্রায় ঘৃতসংযুক্ত পথ্য দিবে এবং বায়ুনাশক ঔষধ সহযোগে দশ দিবস দুগ্ধ ও দশ দিবস মাংসরস পান করিতে দিবে। রোগিণীর ক্রোধত্যাগ করা এবং প্রত্যহ স্বেদ ও অভ্যঙ্গ (তেলমাখা) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এইরূপ

নিয়মে চারিমাস পর্য্যন্ত থাকিয়া যখন প্রসূতির সমস্ত উপদ্রব দূর হইবে ও দেহ বিশুদ্ধ হইবে এবং বল ও বর্ণ প্রকাশ পাইবে, তখন আর নিয়মে থাকিবার প্রয়োজন হইবে না। ১

রোগিণীর বাতশান্তি, যোনিসন্তর্পণ, অভ্যঙ্গ, পান ও বস্তিপ্রয়োগ প্রভৃতির জন্য বলাতৈল প্রয়োগ করা উচিত। ২

বলাতৈল।

মূর্চ্ছিত তিল তৈল /৪ সের। বেড়েলা মূলের ক্বাথ ৩২ বত্রিশ সের;

১। "কৃষ্ণা-তম্মূল-শুণ্ঠ্যেলা-হিঙ্গু-ভার্গীঃ সদীপ্যকাঃ।
বচামতিবিষাং রাস্নাং চব্যং সঞ্চূর্ণ্য পায়য়েৎ॥
স্নেহেন দোষস্যন্দার্থং বেদনোপশমায় চ।
ক্বাথমেষাং তথা কল্কং চূর্ণং বা স্নেহবর্জ্জিতম্॥
শাকদ্বয়ং বিড়ঙ্গং ত্রিবিষাপাঠাকটুকরোহিণীঃ।
তথা তেজোবতীঞ্চাপি পায়য়েৎ পূর্ব্ববৎ ভিষক্॥
ত্রিরাত্রং পঞ্চসপ্তাহং ততঃ স্নেহং পুনঃ পিবেৎ;
পায়য়েদ্বাসবং নক্তমরিষ্টং বা সুসংস্কৃতম্॥
শিরীষককুভাভ্যাঞ্চ তোয়মাচমনে হিতম্।
উপদ্রবাশ্চ যেঽন্যে স্যুস্তান্ যথাস্বমুপাচরেৎ॥
সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধাচ স্নিগ্ধপথ্যাল্পভোজনা।
স্বেদাভ্যঙ্গপরা নিত্যং ভবেৎ ক্রোধবিবর্জ্জিতা॥
পয়ো বাতহরৈঃ সিদ্ধং দশাহং ভোজনে হিতম্।
রসং দশাহং শেষে তু যথাযোগমুপাচরেৎ॥
নিরুপদ্রবাং বিশুদ্ধাঞ্চ জ্ঞাত্বাচ বলবর্ণিনীম্।
ঊর্দ্ধংচতুর্ভ্যো মাসেভ্যো বিসৃজেৎ পরিহারতঃ॥
২। যোনি সন্তর্পণেঽভ্যঙ্গে পানে বস্তিষু ভোজনে।
বলাতৈলমিদং বাস্যৈ দদ্যাদনিলবারণম্॥"

সুশ্রুতসংহিতা।

দশমূল ক্বাথ ৩২ বত্রিশ সের; যবের ক্বাথ ৩২ বত্রিশ সের; কুলত্থ-ক্বাথ ৩২ বত্রিশ সের; কুলের ক্বাথ ৩২ বত্রিশ সের; দুগ্ধ ৩২ বত্রিশ সের। কল্কার্থ—কাকোল্যাদিগণীয় (৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) দ্রব্য সকল, সৈন্ধব লবণ, অগুরু, ধূনা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচ, শিউলিপুষ্প, জটামাংসী, শৈলজ, তগরপাদুকা, শ্যামালতা, অশ্বগন্ধা, শুলফা ও পুনর্নবা, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে মিলিত ১ এক সের। যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া রৌপ্যময় বা মৃন্ময় কলসে রাখিয়া মুখ ঢাকিয়া রাখিবে।

এই তৈল দ্বারা সর্ব্ব প্রকার বায়ুনাশ হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা আক্ষেপাদি বাতব্যাধি সমূহ এবং হিক্কা, শ্বাস, গুল্ম ও কাস প্রভৃতিরও শান্তি হইয়া থাকে। ১

১। "বলামূলকষায়স্য দশমূলীকৃতস্য চ।
যবকোলকুলত্থানাং ক্বাথস্য পয়সস্তথা॥
অষ্টাবষ্টৌ শুভাভাগাস্তৈলাদেকস্তদেকতঃ।
পচেদাবাপ্য মধুরং গণং সৈন্ধবসংযুতম্॥
তথা গুরুং সর্জ্জরসং সরলং দেবদারু চ।
মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং কুষ্ঠমেলাং কালানুসারিবাম্।
মাংসীং শৈলেয়কং পত্রং তগরং শারিবাং বচাম্।
শতাবরীমশ্বগন্ধাং শতপুষ্পাং পুনর্নবাম্॥
তৎ সাধুসিদ্ধং সৌবর্ণে রাজতে মৃন্ময়েঽপিবা।
প্রক্ষিপ্য কলসে সম্যক্ সুগুপ্তং নিধাপয়েৎ॥
বলাতৈলমিদং খ্যাতং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
এতদাক্ষেপকাদীন্ বৈ বাতব্যাধীনপোহতি॥
হিক্কাং কাসমধীমন্থং গুল্মং শ্বাসঞ্চ দুস্তরম্।" সুশ্রুতসংহিতা।

মক্কল্লশূল-নিদান।

প্রসবান্তে রুক্ষ আহার বিহারের দ্বারা রমণীর বায়ু প্রকুপিত হইলে এবং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ ক্রিয়া দ্বারা শোণিত শোষিত ও গর্ভাশয় মধ্যে রুদ্ধ হইলে, প্রসূতির নাভির অধোদেশে পার্শ্বে বা বস্তি স্থানে গ্রন্থির আকারে পরিণত হয় এবং সেজন্য নাভি, তলপেট, বস্তি প্রভৃতি স্থানে শূলবেদনা পেটফাঁপা ও মূত্ররোধ প্রভৃতি উপসর্গ সকল প্রকাশ পায়। এতদ্ভিন্ন হৃদয় ও মস্তকে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে। ১। ইহাকে মক্কল্ল-শূল কহে।

মক্কল্লশূল চিকিৎসা।

ঘৃত বা উষ্ণ জলের সহিত যবক্ষার সেবন করিলে মক্কল্লশূল নিবারিত হইয়া থাকে। অথবা,—পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গজপিপুল, শুঁঠ, চিতামূল, চৈ, রেণুকা, এলাচ, যমানী, সর্ষপ, হিং, বামুনহাটী, আকনাদি ইন্দ্রযব, জীরা, মহানিম, মূর্ব্বা, আতইচ, কুড়চি ও বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ (পাচন) প্রস্তুত করিয়া সৈন্ধব লবণ সহযোগে পান করিতে

১। "বনিতায়াঃ প্রসূতায়াঃ বাতো রূক্ষেণ বর্দ্ধিতঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণশোষিতং রক্তং রুদ্ধা গ্রন্থিং করোতি হি॥
নাভ্যধঃ পার্শ্বয়োর্বস্তৌ বস্তিমূর্দ্ধণি চাপি বা।
ততশ্চ নাভৌ বস্তৌ চ ভবেচ্ছূলং তথোদরে॥
ভবেৎ পক্কাশয়াধ্মানং মূত্রসঙ্গশ্চ জায়তে।
এতদ্বিষগ্‌ভিরুদিতং মক্কল্লাময়লক্ষণম্॥" ভাবপ্রকাশঃ।
"সূতায়া হৃচ্ছিরোবস্তিশূলং মক্কলসংজ্ঞিতম্।" চক্রদত্তঃ।

করিতে দিবে। এতদ্বারা মকল্লশূল, জ্বর, গুল্ম, প্রভৃতি বহুবিধ সূতিকা রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।১

সূতিকারোগ-নিদান।

অনুচিত আহার বিহারাদি দ্বারা বায়ু প্রভৃতি দোষ সকল প্রকুপিত হইলে এবং বিষমাশন ও অপক্ক ভোজন বা জীর্ণ না হইতে ভোজন প্রভৃতি কারণে প্রসূতির যে সকল রোগ জন্মে, সে সকল অতি ভয়ানক বলিয়া জানিবে। সাধারণতঃ তাহাদের জ্বর, অতিসার, শোথ, শূল, আনাহ, বলক্ষয় এবং বাতশ্লেষ্মোদ্ভব তন্দ্রা, অরুচি ও কফপ্রসেকাদি উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়। তদ্ভিন্ন, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, শরীরে ভারবোধ, কাস ও পিপাসা প্রভৃতিও দেখা যায়। জ্বরাদি ঐ সমস্ত রোগ সূতিকাক্ষেত্রে উৎপন্ন বলিয়া উহারা সূতিকারোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রসূতির বল, মাংস ক্ষীণ হইলে ঐ সকল রোগ কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। ২

১। "সঞ্চূর্ণিতযবক্ষারং পিবেৎ কোষ্ণেণ বারিণা।
সর্পিষা বা পিবেন্নারী মকল্লস্য নিবৃত্তয়ে॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং গজপিপ্পলী।
নাগরং চিত্রকং চব্যং রেণুকৈলাজমোদিকাম্॥
সর্ষপো হিঙ্গুভার্গী চ পাঠেন্দ্রযবজীরকাঃ।
মহানিম্বশ্চ মূর্ব্বাচ বিষতিক্তা বিড়ঙ্গকম্॥
ক্বাথমেষাং পিবেন্নারী লবণেনসমন্বিতম্।
মকল্লশূলগুল্মঘ্নং কফানিলহরং পরম্॥" ভাবপ্রকাশঃ।

২। "মিথ্যোপচারাৎ সংক্লেশাৎ বিষমাজীর্ণভোজনাৎ।
সূতিকায়াশ্চ যে রোগা জায়ন্তে দারুণাঃ স্মৃতা॥" নিদানম্।
"জ্বরাতিসারশোথাশ্চ শূলনাহবলাক্ষয়াঃ।
তন্দ্রারুচিপ্রসেকাদ্যা বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভবাঃ॥
অঙ্গমর্দ্দো + + কাসঃ পিপাসা গুরুগাত্রতা।"
তে সর্ব্বে সূতিকানাম্না রোগাস্তে চাপ্যুপদ্রবাঃ।
কৃচ্ছ্রসাধ্যা হি তে রোগা ক্ষীণমাংসবলাশ্রিতা।" ভাবপ্রকাশঃ।

সূতিকারোগ চিকিৎসা।

সূতিকারোগের শান্তির জন্য বাতনাশক ক্রিয়া সকল করিবে এবং দশমূলের কাথ (পাচন) ঈষদুষ্ণ থাকিতে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ১

(দশমূল,—বেলছাল, সোনাছাল, গামারছাল, পারুলছাল, গনিয়ারী, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর।)

অমৃতাদি।

গুলঞ্চ, শুঁঠ, পীতঝাঁটী, গন্ধভাদুলে, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী কণ্টকারী, গোক্ষুর ও মুতা এই সকলের কাথ মধুসহ পান করিলে সত্বর সূতিকারোগ দূরীভূত হইয়া থাকে। ২

হ্রীবেরাদি।

বালা, সোন্দালের আটা, রক্তচন্দন, গেড়েলা, ধনে, গুলঞ্চ, মুতা, বেণারমূল, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া ও আতইচ, ইহাদের কাথ পান করিলে নানা দোষজাত অতীসার, রক্তস্রাব, জ্বর প্রভৃতি সূতিকারোগ সকল প্রশমিত হইয়া থাকে। ৩

১। "সূতিকারোগশান্ত্যর্থং কুর্য্যাদ্বাতহরীঃ ক্রিয়াঃ।
দশমূলকৃতং কাথং কোষ্ণং দদ্যাদ্ঘৃতান্বিতম্॥" ভাবপ্রকাশঃ।

২। "অমৃতানাগরসহচরভদ্রোৎকটপঞ্চমূলকং জলদম্।
শৃতশীতং মধুযুক্তং শময়ত্যচিরেণ সূতিকাতঙ্কম্॥" ভাবপ্রকাশঃ

৩। "হ্রীবেরালুরক্তচন্দনবলাধন্যাকবৎসাদনী
মুস্তকোশীরযবাসপর্পটবিষাকাথং পিবেৎ গর্ভিণী।
নানাদোষযুতাতিসারকগদে রক্তস্রুতৌ বা জ্বরে।
যোগোঽয়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতঃ সূত্যাময়ে শস্যতে॥" চক্রদত্তঃ।

সহচরাদি।

পীতঝাঁটীমূল, কুড়, বেতস (বেত) মূল, বিকঙ্কত (বৈঁচ) দেবদারু ও কুলথকলায়, ইহাদের ক্বাথে হিং ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সদ্যঃ সূতিকার জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে। ৪

দেবদার্ব্বাদি।

দেবদারু, বচ, কুড়, পিপুল, শুঠ, চিরতা, কট্‌ফল, মুতা, কট্‌কী, ধনে, হরীতকী, গজপিপুল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, দুরালভা, বৃহতী, আতইচ, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও কালজীরা, ইহাদের মিলিত পরিমাণ দুই তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া একছটাক থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ হিং ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, প্রসূতির শূল, কাস, জ্বর, শ্বাস, মূর্চ্ছা, কম্প, শিরোবেদনা, প্রলাপ, তৃষ্ণা, দাহ, তন্দ্রা, অতীসার, বমি প্রভৃতি সূতিকারোগের শান্তি হয়। ৫

বজ্রকাঞ্জিক।

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, শুঁঠ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা,

৪। "সহচরপুষ্করবেতসমূলং বিকঙ্কতদারুকুলথসমম্।
জলমত্র সসৈন্ধবহিঙ্গুযুতং সদ্যোজ্বরসূতিকারোগহরম্॥" চক্রদত্তঃ।

৫। "দেবদারু বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
ভূনিম্বঃ কট্‌ফলং মুস্তং তিক্তা ধান্যহরীতকী॥
গজকৃষ্ণা সদুঃস্পর্শা গোক্ষুরো ধন্বযাসকঃ।
বৃহত্যতিবিষাচ্ছিন্না কর্কটঃ কৃষ্ণজীরকঃ॥
সমভাগান্বিতৈরেতৈঃ সিন্ধুরামঠসংযুতম্।
ক্বাথমষ্টাবশেষং তু প্রসূতাং পায়য়েৎ স্ত্রিয়ম্॥
শূলকাসজ্বরশ্বাসমূর্চ্ছাকম্পশিরোঽর্ত্তিভিঃ।
যুক্তং প্রলাপতৃট্‌দাহতন্দ্রাতীসারবান্তিভিঃ॥
নিহন্তি সূতিকারোগং বাতপিত্তকফোদ্ভবম্॥" ভাবপ্রকাশঃ

দারুহারিদ্রা, বিট্‌লবণ ও সচললবণ, এই সকল দ্রব্য মিলিত ছয়তোলা পরিমাণে লইয়া একসের কাঁজি ও চারিসের জলসহ সিদ্ধ করিবে এবং একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহা আমনাশক, বৃষ্য, কফঘ্ন, অগ্নিদীপক, মক্কল্লশূলনাশক এবং প্রসূতির অগ্নি ও স্তনদুগ্ধ-বর্দ্ধক ইহা সূতিকারোগের অব্যর্থ ঔষধ। ৬

সৌভাগ্যশুণ্ঠী।

কেশুর, পানিফল, পদ্মবীজ, মূতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারুচিনি, শটী, ধাইফুল, এলাচ, শুলফা, ধনে, গজপিপুল, পিপুল, মরিচ ও শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকচূর্ণ ৪তোলা, শুঁঠচূর্ণ ⁄১ সের, মিছরী ৩০ পল (৮ তোলায় একপল), ঘৃত ⁄১ সের, গব্যদুগ্ধ ⁄৮ সের, যথানিয়মে পাক করিবে। মাত্রা ।০আনা হইতে ২তোলা পর্য্যন্ত। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার সূতিকা রোগ নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে। ৭

৬। "পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যং শুণ্ঠী যমানিকা।
জীরকে দ্বে হরিদ্রে দ্বে বিড়ং সৌবর্চ্চলং তথা॥
এতৈরেবৌষধৈঃ পিষ্টৈরারনালং বিপাচয়েৎ।
এতদামহরং বৃষ্যং কফঘ্নং বহ্নিদীপনম্॥
কাঞ্জিকং বজ্রকং নাম স্ত্রীণামগ্নিবিবর্দ্ধনম্।
মক্কল্লশূলশমনং পরং ক্ষীরাভিবর্দ্ধনম্॥" চক্রদত্তঃ

৭। "কশেরুশৃঙ্গাটকবাটমুস্তং দ্বিজীরকম্ জাতীফলম্ সকোষম্।
লবঙ্গশৈলেয়কনাগপুষ্পং, পত্রং বরাঙ্গং শটী ধাতকীচ॥
এলা শতাহ্বা ধনিকেভকৃষ্ণা, সপিপ্পলী সোষণা সভীরুঃ।
প্রত্যেকমেষামিহ কর্ষযুগ্মং, মহৌষধীচূর্ণপলানি চাষ্টৌ॥
পলানি ত্রিংশৎ সিতশর্করায়াঃ পলানি চাষ্টাবপি সর্পিষশ্চ॥
প্রস্থদ্বয়ং ক্ষীরমিহপ্রযুক্তাং, পচেদ্ বিধিজ্ঞঃ পরমাদরেণ॥

সূতিকারিরস।

পারদ, গন্ধক (কজ্জলী), অভ্রভস্ম, তাম্রভস্ম, এই সকলদ্রব্য সমভাগে লইয়া থুলকুড়ির রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে এবং ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। অনুপান, আদার রস ও মধু। ইহা সেবনে,—জ্বর, অরুচি ও শোথাদি সংযুক্ত সূতিকারোগের শান্তি হয় এবং অগ্নির দীপ্তি হয়। ৮

সূতিকাঘ্ন রস।

পারদ, গন্ধক (কজ্জলী), লৌহভস্ম, অভ্রভস্ম, জৈত্রী ও সচললবণ, সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ২রতি বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সূতিকা, জ্বরাতীসার, শ্বাস, কাস ও অতীসার দূরীভূত হইয়া থাকে। ৯

এতদ্ভিন্ন,—পঞ্চজীরক, জীরকাদ্য মোদক, সূতিকাবিনোদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঔষধ সকলও সর্ব্ববিধ সূতিকারোগ নাশক।

খাদেদিদং কর্ষমথার্দ্ধকর্ষং কর্ষদ্বয়ং বাপি সমীক্ষ্য শক্তিম্।
সৌভাগ্যশুণ্ঠী কথিতা ভিষগ্‌ভিরগ্নিপ্রদা সূতিগদাপহা চ॥" চক্রদত্তঃ।

৮। "রসংগন্ধং মৃতাভ্রঞ্চ মৃততাম্রঞ্চ তুল্যকম্।
চূর্ণিতং মর্দ্দয়েদ্‌ বহ্লাদ্বেকপর্ণীরসেন চ॥
ছায়াশুষ্কা গুড়ী কার্য্যা কলায়সদৃশী ততঃ।
মাত্রয়া কটুনা দেয়া সূতিকাতঙ্কনাশিনী॥
জ্বরতৃষ্ণারুচিহরা শোথঘ্নী বহ্নিদীপনী।"

৯। "রসগন্ধকলৌহাভ্রং জাতীকোষং সুবর্চ্চলম্।
সমাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ॥
গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন সূতিকাতঙ্কনাশনঃ।
জ্বরাতীসাররোগঘ্নঃ কাসশ্বাসাতিসারনুৎ॥"

রসেন্দ্রসারসংগ্রহঃ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

স্তন্য-বিজ্ঞান।

ক্রোধ ও শোক প্রভৃতি মানসিক বিকার হেতু এবং সন্তানের প্রতি স্নেহের অভাব বশতঃ প্রসূতির স্তনদুগ্ধ স্বল্প হইয়া থাকে। অতএব স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য, তাহার চিত্তের প্রসন্নতা এবং যব, গোধূম, শালি ও ষষ্টিক প্রভৃতির অন্ন ও মাংসরসাদি আহার প্রদান করা কর্ত্তব্য।১

বিশুদ্ধ স্তন্য!

স্তনদুগ্ধ যদি শীতল, নির্ম্মল, পাতলা ও শাঁখের মত শাদা হয়, জলে দিলে মিলাইয়া যায় অর্থাৎ ফেনার মত কিংবা সূতার মত না হয়, ভাসিয়া বা ডুবিয়া না যায়, তাহা হইলে তাদৃশ স্তনদুগ্ধকে বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে। বিশুদ্ধ স্তনদুগ্ধ পানে সন্তানের আরোগ্য, শরীরের পুষ্টি ও বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২

নিষিদ্ধস্তন্য।

প্রসূতি ক্ষুধিতা, শোকপীড়িতা, পরিশ্রান্তা বা গর্ভিণী হইলে অথবা জ্বরগ্রস্তা হইলে কিংবা তাহার বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইলে সন্তানকে

১। "ক্রোধশোকাবাৎসল্যাদিভিশ্চ স্ত্রিয়াঃ স্তন্যনাশো ভবতি। অথাস্যা ক্ষীরজননার্থং সৌমনস্যমুৎপাদ্য যবগোধূমশালিষষ্টিকমাংসরস * * * প্রভৃতীনি বিদধ্যাৎ।"

২। "তচ্চেচ্ছীতলমমলং তনু শঙ্খাবভাসমপ্সু ন্যস্তমেকীভাবং গচ্ছত্যফেনিলমতন্তুমন্নোৎপ্লবতে ন সীদতি বা তচ্ছুদ্ধমিতি বিদ্যাৎ। তেন কুমারস্য আরোগ্যং শরীরোপচয়ো-বলবৃদ্ধিশ্চ ভবতি।" চরকসংহিতা।

স্তন্যপান করাইবে না এবং প্রসূতি যদি ক্ষীণশরীরা হয় অথবা অতি স্থূলা হয় কিংবা প্রভূত পরিমাণে অম্লজনক ভক্ষ্য বা বিরুদ্ধ আহার্য্য ভোজন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাদৃশ অবস্থায়ও সন্তানকে স্তন্য পান করাইবে না। ১

স্তন্যদুষ্টিকারণ।

মাতা অথবা ধাত্রীর গুরুপাক দ্রব্য ও বিষম এবং দোষযুক্ত অনুচিত আহার বিহার প্রভৃতির জন্য বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইলে, স্তনদুগ্ধ দোষযুক্ত হইয়া থাকে। দূষিত স্তনদুগ্ধ পান করিলে বালকের নানাবিধ রোগ হইয়া থাকে। অতএব স্তন্যপায়ী বালকের রোগনির্ণয় কালে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের সে বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ২

দূষিত-স্তন্য-লক্ষণ।

স্তনদুগ্ধ বায়ু কর্ত্তৃক দূষিত হইলে, কষায় রসযুক্ত হয় এবং জলে ভাসিতে থাকে। পিত্ত কর্ত্তৃক দূষিত হইলে, অম্ল ও কটুরসযুক্ত এবং জলে নিক্ষেপ করিলে, তাহাতে পীতবর্ণ রেখা সকল দেখা যায়। কফকর্ত্তৃক দূষিত হইলে পিচ্ছিল ও জলে ডুবিয়া যায় এবং দ্বিদোষ অথবা ত্রিদোষ কর্ত্তৃক দূষিত হইলে পূর্ব্বোক্ত বাতাদি দোষ সকলের চিহ্ন সকল মিলিত ভাবে প্রকাশ

১। "ন চ ক্ষুধিতশোকার্ত্তশ্রান্তপ্রদুষ্টধাতুগর্ভিণীজ্বরিতাতিক্ষীণাতিস্থূলাবিদগ্ধভক্ষ্যবিরুদ্ধাহারতর্পিতায়াঃ স্তন্যং পায়য়েৎ।"

২। "ধাত্র্যাস্তু গুরুভির্ভোজ্যৈর্বিষমৈর্দোষলৈস্তথা।
দোষা দেহে প্রকুপ্যন্তি ততঃ স্তন্যং প্রদুষ্যতি॥
মিথ্যাহারবিহারিণ্যা দুষ্টা বাতাদয়ঃ স্ত্রিয়াঃ।
দূষয়ন্তি পয়স্তেন শারীরাঃ ব্যাধয়ঃ শিশোঃ।
ভবন্তি কুশলস্তাংশ্চ ভিষক্ সম্যগ্ বিভাবয়েৎ॥" সুশ্রুতসংহিতা

পায়। তদ্ভিন্ন অভিঘাতাদি দ্বারা স্তনবিদ্রধি হইলে, স্তনদুগ্ধ বিকৃত হইয়া থাকে। *

স্তন্যদুষ্টি-প্রতীকার।

বায়ুকর্ত্তৃক স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে, দশমূলের (৯৩ পৃষ্ঠা ৪র্থ পংক্তিতে দ্রষ্টব্য) ক্বাথ পান করিতে দিবে। ১

পিত্ত দ্বারা দূষিত হইলে,—গুলঞ্চ, শতমূলী, পটোলপত্র, নিমপত্র, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করিতে দিবে। ২

কফ কর্ত্তৃক স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে,—আমলা, হরিতকী, বহেড়া, মুতা, চিতা, কটুকী, বামুনহাটী, দেবদারু, বচ, আকনাদি ও আতইচ, এই সকলের ক্বাথ পান করিতে দিবে। ৩

স্তনদুগ্ধ ফেন বিশিষ্ট হইলে,—আকনাদি, শুঁঠ, কাকজঙ্ঘা ও মুগরা মূলের কল্ক অর্থাৎ এই সকল বাঁটিয়া ঈষদুষ্ণ জলে গুলিয়া পান করিতে দিবে। ৪

স্তনদুগ্ধ বিবর্ণ হইলে যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, ক্ষীরকাকোলী ও নিসিন্দা, বাঁটিয়া জলের সহিত পান করিতে দিবে। ৫

---

* । "তৎ কষায়ং ভবেদ্বাতাৎ ক্ষিপ্তঞ্চ প্লবতেঽম্ভসি।
পিত্তাদম্লঞ্চ কটুকং রাজ্যোঽম্ভসি চ পীতিকাঃ॥
কফাদ্ঘনং পিচ্ছিলঞ্চ জলে চাপ্যবসীদতি।
সর্ব্বৈর্দুষ্টৈঃ সর্ব্বলিঙ্গমভিঘাতাচ্চ দূষ্যতি॥" সুশ্রুতসংহিতা।

১। "তত্র বাতাত্মকে স্তন্যে দশমূলী-জলং পিবেৎ।"

২। "পিত্তদুষ্টেঽমৃতাভীরুপটোলং নিম্বচন্দনম্।
ধাত্রীকুমারশ্চ পিবেৎ ক্বাথয়িত্বা সশারিবম্॥"

৩। "কফেবা ত্রিফলামুস্তা ভূনিম্বং কটুরোহিণীম্।
ভার্গীদারুবচাপাঠাঃ পিবেৎ সাতিবিষাঃ শৃতাঃ॥"

৪। "ফেনসঙ্ঘাতবৎ ক্ষীরং যস্যাস্তাং পায়য়েত চ।
পাঠানাগরশার্ঙ্গ ষ্টামূর্ব্বাঃ পিষ্ট্বা সুখাম্বুনা॥

৫। যষ্টিমধুকমৃদ্বীকাপয়স্যাঃ সিন্ধুবারিকা।

কাকজঙ্ঘা, হরীতকী, বচ, মুতা, শুঁঠ ও আকনাদি, ইহাদের প্রত্যেকের বা সমুদায়ের কল্ক জলসহ পান করিলে স্তনদুগ্ধের পিচ্ছিলতা দূরীভূত হয়। ৬

গুলঞ্চ ও ছাতিমছালের কাথে শুঁঠ চূর্ণ দিয়া পান করিলে কিংবা চিরতার কাথ পান করিলে, স্তনদুগ্ধ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ৭

দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু ও অনন্তমূল অথবা ক্ষীরকাকোলী উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিলে স্তনদুগ্ধ বিশুদ্ধ হয়। ৮

কাঁকড়াশৃঙ্গী, মেষশৃঙ্গী, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, হরিদ্রা ও বচ, এই সকল পেষণ করিয়া দুগ্ধ ও জলের সহিত পান করিলে, স্তনদুগ্ধের দুর্গন্ধ নাশ হইয়া থাকে। ৯

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ ও কুলথকলায়, এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া স্তনদ্বয়ে প্রলেপ দিবে এবং শুষ্ক হইলে প্রলেপ তুলিয়া স্তনদ্বয় ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবে ও সমস্ত স্তনদুগ্ধ গালিয়া ফেলিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় স্তনদুগ্ধ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ১০

শীতাম্বুনা পিবেৎ কল্কং ক্ষীর-বৈবর্ণনাশনম্ ॥"

৬। "প্রবিবেৎ পিচ্ছিলক্ষীরা শার্ঙ্গ´ষ্টামভয়াং বচাম্।
মুস্তনাগরপাঠাশ্চ পীতাঃ স্তন্যবিশোধনাঃ ॥"

৭। "অমৃতাসপ্তপর্ণত্বক্কাথঞ্চৈব সনাগরম্।
কিরাততিক্তকক্কাথং শ্লোকপাদেরিতান্ পিবেৎ ॥"

৮। "প্রপিবেদ্বিরসক্ষীরা দ্রাক্ষা মধুকশারিবাম্।
শ্লক্ষ্ণপিষ্টাং পয়স্যাঞ্চ সমালোড্য সুখাম্বুনা ॥"

৯। "বিষাণিকাজশৃঙ্গ্যৌ চ ত্রিফলাং রজনীং বচাম্।
পিবেৎ ক্ষীরাম্বুনা পিষ্ট্বা ক্ষীরদৌর্গন্ধনাশনম্ ॥"

১০। "পঞ্চকোলকুলথৈশ্চ পিষ্টৈরালেপয়েৎ স্তনৌ।
শুষ্কৌ প্রক্ষাল্য নির্দুহ্যাৎ তথা স্তন্যং বিশুধ্যতি ॥" চরকসংহিতা।

বেড়লা, শুঁঠ, কাকজঙ্ঘা ও মুগড়ামূল বাঁটিয়া অথবা ক্ষীরকাকোলী ও চাকুলে বাঁটিয়া স্তনদ্বয়ে প্রলেপ দিয়া শুকাইয়া গেলে ধুইয়া ফেলিবে। ইহা দ্বারা স্তনদুগ্ধের গুরুত্ব নষ্ট হয়। ১০

এতদ্ভিন্ন দুগ্ধ শোধনের জন্য প্রসূতিকে,—আকনাদি, শুঁঠ, দেবদারু, মুথা, মুগরা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরতা, কট্‌কী এবং অনন্তমূলের কাথ পান করিতে দিবে এবং অনান্য তিক্ত কষায় কটু ও মধুর দ্রব্য সকলও প্রয়োগ করিবে। ১১

(দ্রষ্টব্য,—কাথ অর্থাৎ পাচন করিবার প্রণালী ১৪শ পৃষ্ঠা ১৫শ পঙ্‌ক্তিতে লিখিত হইয়াছে।)

প্রসূতির স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে,—যব,গম, শালি, যষ্টিক, কুলত্থ, সুরা এবং রসোন প্রভৃতি দ্রব্যের খাদ্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত। ১২

স্তন্যবৃদ্ধিকর যোগ।

বনকাপাস ও ইক্ষুমূল কাঁজির সহিত অথবা ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ মদ্যের সহিত কিংবা দুগ্ধপানান্তে শালি তণ্ডুলের চূর্ণ দুগ্ধের সহিত, সপ্তাহ সেবন করিলে স্তনদুগ্ধ বর্দ্ধিত হয়।১

১০। "বলানাগরশাঙ্গেষ্টামূর্ব্বাভির্লেপয়েৎ স্তনৌ।
পৃশ্নিপর্ণীপয়স্যাভ্যাং স্তনৌ চাস্যাঃ প্রলেপয়েৎ॥"

১১। "পাঠামহৌষধসুরদারুমুস্তমূর্ব্বাগুড়ূচীবৎসকফলকিরাততিক্তককটুকরোহিণী শারিবাকষায়ানাঞ্চ পানং প্রশস্যতে। অথান্যেষাং তিক্তকষায়কটুকমধুরাণাং দ্রব্যাণাং প্রয়োগঃ।"

১২। "পানাশনবিধিস্তু দুষ্টক্ষীরায়াঃ যবগোধূমশালিষষ্টিকমুদ্গহরেণুকুলত্থসুরাসৌবীর-তুষোদকমৈরেয়মেদকলশুনকরঞ্জপ্রায়ঃ স্যাৎ।" চরকসংহিতা।

১। "বন্যকার্পাসকেক্ষূণাং মূলং সৌবীরকেণ বা।
বিদারীকন্দং সুরয়া পিবেদ্বা স্তন্যবর্দ্ধনম্‌।"

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু—ইহাদের ক্বাথ অথবা বচ, মুতা, আতইচ, দেবদারু, শুঁঠ, শতমূলী ও অনন্তমূল,—ইহাদের ক্বাথ পান করিলে দুগ্ধ বর্দ্ধিত হয়। ২

বেণারমূল, শালিধান্য, ষষ্টিকধান্য, ইক্ষুবালিকা, উলুখড়ের মূল, কাশের মূল, গুলঞ্চ, ইকড়া ও গন্ধতৃণ, ইহারা স্তন্যজনক। এ সকলের ক্বাথ পান করিলে স্তনদুগ্ধ বর্দ্ধিত হয়। ৩

এতদ্ভিন্ন,—যব, গম, শালি ও ষষ্টিক প্রভৃতির অন্ন এবং মাংসরস, সুরা, লশুন, মৎস্য, কেশুর, পানিফল, মৃণাল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, শতমূলী, অলাবু ও কলমীশাক প্রভৃতি দ্রব্যসকল ও স্তন্যজনক। ৪

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

স্তনবিদ্রধি।

যদি প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই দোষত্রয় পৃথগ্‌ভাবে অথবা মিলিতভাবে সদুগ্ধ বা দুগ্ধবিরহিত স্তনকে আশ্রয় করে। তাহা হইলে

"দুগ্ধেন শালিতণ্ডুলচূর্ণপানং বিবর্দ্ধয়েৎ।
স্তন্যং সপ্তাহতঃ ক্ষীরসেবিন্যাস্তু ন সংশয়ঃ॥"

২। হরিদ্রাদিং বচাদিং বা পিবেৎ স্তন্যবিবৃদ্ধয়ে।" চক্রদত্তঃ।

৩। "বীরণশালিষষ্টিকেক্ষুবালিকাদর্ভকুশকাশগুন্দ্রেৎকটকত্তৃণমূলানীতি দশেমানি স্তন্যজননানি।"

৪। "অথাস্যাঃ ক্ষীরজননার্থং যবগোধূমশালিষষ্টিকমাংসরসসুরালশুনমৎস্যকশেরুকশৃঙ্গাটকবিসবিদারীকন্দমধুকশতাবরীনলিকালাবুকালশাকপ্রভৃতীনি চ।"

সুশ্রুতসংহিতা।

স্তনের মাংস ও রক্ত দূষিত হইয়া থাকে; সেজন্য স্তনদেশে বিদ্রধি (দুষ্ট ফোড়া) জন্মে। ১

বাতজবিদ্রধি,—কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ হইয়া থাকে। তাহার আকৃতি, কখন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ। অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং বহুবিলম্বে উহার বৃদ্ধি বা পাক হইয়া থাকে। পাকিলে তরল পূয নির্গত হয়। ২

পিত্তজবিদ্রধি,—দেখিতে পাকা ডুমুরের মত অথবা কৃষ্ণ পীতবর্ণ। অল্পকাল মধ্যেই বাড়িয়া উঠে ও পাকিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে জ্বর ও অত্যন্ত যন্ত্রণা দেখা যায়। পাকিলে পীতবর্ণ পূয নির্গত হয়। ৩

কফজবিদ্রধি,—'শরার' মত অনেকটা স্থান জুড়িয়া প্রকাশ পায় এবং পাণ্ডুবর্ণ, শীতল, চিক্কণ ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়। ইহারও বৃদ্ধি এবং পাক দীর্ঘকাল ধরিয়া হয়। পাকিলে শ্বেতবর্ণ পূয নির্গত হয়। ৪

রক্তজবিদ্রধি,—কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণপীত বর্ণ স্ফোটক সকলের দ্বারা আবৃত। ইহাতে অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা ও জ্বর দেখা যায়। তদ্ভিন্ন পিত্তজ বিদ্রধির লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। ৫

১। "সক্ষীরৌ বাপ্যদুগ্ধৌ বা প্রাপ্য দোষঃ স্তনৌ স্ত্রিয়াঃ।
রক্তং মাংসঞ্চ সন্দূষ্য স্তনরোগায় কল্পতে।" সুশ্রুতসংহিতা

২। "কৃষ্ণোঽরুণো বা বিষমো ভৃশমত্যর্থবেদনঃ।
চিরোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধির্বাতসম্ভবঃ।"

৩। "পক্বোদুম্বরসঙ্কাশঃ শ্যাবো বা জ্বরদাহবান্।
ক্ষিপ্রোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধিঃ পিত্তসম্ভবঃ॥"

৪। "শরাবসদৃশঃ পাণ্ডুঃ শীতঃ স্নিগ্ধোঽল্পবেদনঃ।
চিরোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধিঃ কফসম্ভবঃ।
তনুপীতাশ্চৈষামাস্রাবাঃ ক্রমশো মতাঃ॥"

৫। "কৃষ্ণস্ফোটাবৃতঃ শ্যাবস্তীব্রদাহরুজাজ্বরঃ।
পিত্তবিদ্রধিলিঙ্গস্তু রক্তবিদ্রধিরুচ্যতে॥"

সান্নিপাতিক বিদ্রধি,—নানাবর্ণ, বেদনা ও স্রাবযুক্ত হয়। ব্রণ খুব বড় ও ব্রণের মুখ উন্নত হয় এবং বিষমভাবে পাকিয়া থাকে। ৬

আগন্তুজবিদ্রধি,—কোন প্রকার আঘাত লাগিলে যদি স্তনে ক্ষত হয় এবং সেই রমণী যদি কুপথ্য সেবন করে, তাহা হইলে ক্ষতোষ্মা বায়ুকর্তৃক চালিত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে দূষিত করিয়া যে বিদ্রধি উৎপাদন করে, তাহার নাম আগন্তুজ বিদ্রধি। ইহাতে পিত্তজ বিদ্রধির লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। ৭

স্তনবিদ্রধিপ্রতিকার।

১। সকল প্রকার বিদ্রধিতেই জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ, মৃদু-বিরেচন, লঘু আহার ও স্বেদ দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু পিত্তজ বিদ্রধিতে স্বেদ দিবে না।

২। বাতজ বিদ্রধিতে—বসা, তৈল বা ঘৃতের সহিত দশমূল (৯৩পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) বাঁটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া বেশ ঘনভাবে লেপ দিবে। অথবা—

৬। "নানাবর্ণরুজাস্রাবো ঘাটালো বিষমো মহান্।
বিষমং পচ্যতে ব্যাপি বিদ্রধিঃ সান্নিপাতিকঃ।"

৭। "তৈস্তৈর্ভাবৈরভিহতেক্ষতে বাপথ্যকারিণঃ।
ক্ষতোষ্মা বায়ুবিসৃতঃ সরক্তং পিত্তমীরয়েৎ॥
আগন্তুর্বিদ্রধির্জ্ঞেয় পিত্তবিদ্রধিলক্ষণঃ॥" ভাবপ্রকাশঃ।

১। "জলৌকাপাতনং শস্তং সর্ব্বস্মিন্নেব বিদ্রধৌ।
মৃদুর্বিরেকো লঘ্বন্নং স্বেদঃ পিত্তোত্তরং বিনা॥

২। "বাতঘ্নমূলকল্কৈস্তু বসাতৈলঘৃতৈঃপুতঃ।
সুখোষ্ণো বহুলো লেপঃ প্রযোজ্যো বাতবিদ্রধৌ।"

৩। সজিনার মূল বাঁটিয়া গরম করিয়া স্বেদ দিবে এবং বিদ্রধিতে প্রলেপ দিবে। অথবা,—

৪। যব, গম ও মুগ সিদ্ধ করিয়া বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। এ সকলের দ্বারা অপক্ক বিদ্রধি বসিয়া যায়।

৫। পৈত্তিক বিদ্রধিতে, চিনি,খৈ,যষ্টিমধু ও অনন্তমূল অথবা বেণার মূল, ক্ষীরকাকোলী ও রক্তচন্দন, দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

৬। শ্লৈষ্মিক বিদ্রধিতে,—ইষ্টকচূর্ণ, বালুকা,লৌহচূর্ণ, গোময়, তূষ ও ধূলি, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত উষ্ণ করিয়া এরণ্ড পত্রে বেষ্টন-পূর্ব্বক স্বেদ দিবে।

৭। সাজিনার ছালের কাথে হিং ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিলে, সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধি অচিরে বিনষ্ট হয়।

৮। আকনাদির মূল বাঁটিয়া চাউল ধোয়া জলে গুলিয়া পান করিলে, অতি উৎকট বিদ্রধিও বসিয়া যায়।

৩॥ "স্বেদোপনাহকর্ত্তব্যাঃ শিগ্রুমূলসমন্বিতাঃ।
৪। যবগোধূমমুদ্গৈশ্চ সিদ্ধপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ॥
বিলীয়তে ক্ষণেনৈবমপক্কশ্চৈব বিদ্রধিঃ॥"
৫। "পৈত্তিকে শর্করালাজামধুকৈঃ শারিবাযুতৈঃ।
প্রদিহ্যাৎ ক্ষীরপিষ্টৈর্বা পয়স্যোশীরচন্দনৈঃ॥"
৬। 'ইষ্টকা-সিকতা-লোহ-গোশকৃৎ-তুষ-পাংশুভিঃ।
মূত্রপিষ্টৈশ্চ সততং স্বেদয়েৎ শ্লেষ্মবিদ্রধিম্॥"
৭। "শোভাঞ্জনকনির্যূহো হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুতঃ।
অচিরাদ্বিদ্রধিং হন্তি প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতঃ॥"
৮। "শময়তি পাঠামূলং ক্ষৌদ্রযুতং তণ্ডুলাম্ভসা পীতম্।
অন্তর্ভূতং বিদ্রধিমুদ্ধতমাশ্বেব মনুজস্য॥

১০। রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধির চিকিৎসা পিত্ত-বিদ্রধির ন্যায় বিদ্রধি পাকিয়া গেলে ব্রণবৎ চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

প্রদররোগ-নিদান।

যে সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত লবণ, অম্ল, কটু, বিদাহি (লঙ্কা সর্ষপ প্রভৃতি) এবং ঘৃত বা তৈল বহুল খাদ্য, গ্রাম্য ও জলচর পশুপক্ষীর মাংস, খিচুরী, পায়স, দধি, কাঁজি ও সুরা প্রভৃতি দ্রব্য সকল সেবন করে, তাহাদের বায়ু কুপিত হইয়া আর্ত্তব-শোণিতকে স্বাভাবিক পরিমাণ হইতে অত্যন্ত বর্দ্ধিত করে। অনন্তর সেই কুপিত বায়ু গর্ভাশয়স্থ আর্ত্তব-বাহিনী শিরাতে সমাগত হইয়া বর্দ্ধিত রজঃশোনিতকে অধিক পরিমাণে স্রাবিত করে। সেজন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসক, সেই প্রবৃদ্ধ বায়ুসংসৃষ্ট রক্তপিত্তকে অসৃদ্গর বলিয়া থাকেন। রজঃশোণিত প্রভূত পরিমাণে নির্গত হয় বলিয়া ইহার অপর নাম প্রদর।১

১০। "পিত্তবিদ্রধিবৎ সর্ব্বাং ক্রিয়াং নিরবশেষতঃ
বিদ্রধ্যোঃ কুশলঃ কুর্য্যাদ্রক্তাগন্তুনিমিত্তয়োঃ।
অপক্কেষ্বেতদুদ্দিষ্টং পক্কেতু ব্রণবৎ ক্রিয়াঃ।" চক্রদত্তঃ।

১। "যাত্যর্থং সেবতে নারী লবণাম্লগুর্ব্বাণি চ।
কটূন্যথ বিদাহীনি স্নিগ্ধানি পিশিতানি চ॥

এতদ্ভিন্ন বিরুদ্ধ ভোজন অর্থাৎ দুগ্ধের সহিত মৎস্য মাংসাদি আহার, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতেই পুনরায় ভোজন, অপক্ক দ্রব্যাদি ভোজন, গর্ভপাত, অতিমৈথুন, অধিক যানারোহণ, পথপর্য্যটন, শোক ও উপবাসাদি দ্বারা অতিকর্ষণ, ভারবহন, অভিঘাত ও অত্যধিক দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণ সকলের দ্বারাও প্রদর রোগ জন্মিতে পারে। *

সকল প্রকার প্রদরেই সমস্ত শরীরে বেদনা ও যন্ত্রণার সহিত স্রাব হইয়া থাকে এবং অধিক পরিমাণে স্রাব হইতে থাকিলে রোগিণীর দুর্ব্বলতা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, গাত্রদাহ, প্রলাপ, তন্দ্রা, পাণ্ডুতা ও আক্ষেপাদি বিবিধ প্রকার উপসর্গ সকল উপস্থিত হইতে পারে। †

প্রদর চারিপ্রকারের,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সান্নিপাতজ।

বাতজপ্রদরে,—যন্ত্রণার সহিত কিংবা বিনা যন্ত্রণায়, ফেনযুক্ত অল্পমাত্র, রুক্ষ, শ্যাব বা কেবল অরুণবর্ণের অথবা পলাশ পুষ্পের মত বর্ণ বিশিষ্ট স্রাব হইয়া থাকে। কটী, বঙ্ক্ষণ, হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও নিতম্ব দেশে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়। ১

পিত্তজপ্রদরে,—অত্যন্ত যন্ত্রণার সহিত মুহুর্মুহুঃ নীল, পীত,

গ্রম্যোদকানি মেধ্যানি কৃশরং পায়সং দধি।
শুক্তমস্তুসুরাদীনি ভজন্ত্যাঃ কুপিতোঽনিলঃ॥
রক্তপ্রমাণমুৎক্রম্য গর্ভাশয়গতাঃ শিরাঃ।
রজোবহাঃ সমাশ্রিত্য রক্তমাদায় তদ্রজঃ॥
যস্মাদ্বিবর্দ্ধয়ত্যাশু রক্তপিত্তং সমারতম্।
তস্মাদসৃগ্দরং প্রাহুরেতত্তন্ত্র-বিশারদঃ॥
রজঃ প্রদীর্য্যতে যস্মাৎ প্রদরস্তেন স স্মৃতঃ॥" চরকসংহিতা।

*। "বিরুদ্ধমদ্যাধ্যশনাদজীর্ণাদ্গর্ভপ্রপাতাদতিমৈথুনাচ্চ
যানাধ্বশোকাদতিকর্ষণাচ্চ ভারাভিঘাতাচ্ছয়নাদ্দিবা চ।" নিদানম্।

†। "অসৃগ্দরো ভবেৎ সর্ব্বঃ সাঙ্গমর্দ্দঃ সবেদনঃ।
"চতুর্ব্বিধং ব্যাসতস্তু বাতাদ্যৈঃ সন্নিপাতজঃ।"

কৃষ্ণ বা অত্যন্ত রক্তবর্ণ, অত্যুষ্ণ স্রাব হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, জ্বর ও ভ্রম প্রভৃতি উপসর্গ সকল দেখা যায়।২

কফজপ্রদরে,—পিচ্ছিল. পাণ্ডুবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল ও কফযুক্ত স্রাব হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বমি, অরুচি, হৃল্লাস, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ সকল দেখা যায়।৩

সান্নিপাতিকপ্রদরে,—দুর্গন্ধযুক্ত, পিচ্ছল ও কফমিশ্রিত অথবা ঘৃত মজ্জা ও চর্ব্বির মত স্রাব হইয়া থাকে। সেজন্য রোগিণীর শরীর রক্তশূন্য ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ সকল দেখা যায়। তাদৃশ প্রদর অসাধ্য।৪

১। "ফেনিলং তনু রুক্ষঞ্চ শ্যাবঞ্চারুণমেব চ।
কিংশুকোদকসঙ্কাশং সরুজং বাথ নীরুজম্॥
কটী-বঙ্ক্ষণ-হৃৎ-পার্শ্ব-পৃষ্ঠ-শ্রোণিষু মারুতম্।
করোতি বেদনাং তীব্রামেতদ্বাতাত্মকং বিদুঃ॥"

২। "সনীলমথবা পীতমত্যুষ্ণমসিতং তথা।
নিতান্তরক্তং স্রবতি মুহুর্মুহুরথার্ত্তিমৎ॥
বিদাহরাগতৃণ্মোহ-জ্বর-ভ্রম-সমাযুতম্।
অসৃগ্দরং পৌত্তিকন্তু——" চরকসংহিতা।

৩। পিচ্ছিলং পাণ্ডুবর্ণঞ্চ গুরুস্নিগ্ধঞ্চ শীতলম্।
স্রবত্যসৃক্ শ্লেষ্মলঞ্চ তথামন্দরুজাকরম্।
ছর্দ্দ্যরোচকহৃল্লাসশ্বাসকাসসমন্বিতম্॥

৪। "ত্রিলিঙ্গসংযুতং বিদ্যান্নৈকাবস্থমসৃগ্দরম্
নারীত্বতি পরিক্লিষ্টা যদা প্রক্ষীণলোহিতা।
সর্ব্বহেতুসমাচারাদতিবৃদ্ধস্তদানিলঃ।
রক্তমার্গেণ সৃজতি প্রত্যনীকবলং কফম্॥
দুর্গন্ধং পিচ্ছিলং পীতং বিদগ্ধং পিত্ততেজসা।
বসাং মেদশ্চ যাবদ্ধি সমুপাদায় বেগবান্॥
সৃজত্যার্ত্তবমার্গেণ সর্পির্মজ্জবসোপমম্
শশ্বৎ স্রবত্যথাস্রাবং তৃষ্ণাদাহজ্বরান্বিতাম্।
ক্ষীণরক্তাং দুর্ব্বলাঞ্চ তামসাধ্যাং বিবর্জ্জয়েৎ॥" চরকসংহিতা।

প্রদর-চিকিৎসা।

বাতজ প্রদরে,—দধি ৬ তোলা, সৌবর্চ্চল লবণ ৵০ আনা এবং কৃষ্ণ-জীরা,যষ্টিমধু ও নীলোৎপল, ইহাদের প্রত্যেকচূর্ণ।০ আনা, মধু ॥০ আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ১

পিত্তজ প্রদরে,—বাসক ছালের রস ও গুলঞ্চের রস চিনি ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ২

পাণ্ডু প্রদরে,—রোহিতকমূল বা আমলকীর বীজ পেষণ করিয়া চিনি ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে অথবা দুই তোলা ধাইফুল কিংবা আমলকী পেষণ করিয়া মধুসহ খাইতে দিবে অথবা কাকজঙ্ঘার মূল বা কার্পাসমূল চাউল ধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিতে দিবে। ৩

অশোকছাল দুইতোলা,আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথে দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা তীব্র রক্তপ্রদর উপশমিত হয়। ৪

দারু-হরিদ্রা, রসাঞ্জন, বাসকছাল, মুতা, চিরতা, বেলশুঁঠ, ভেলা ও

১। দধ্না সৌবর্চ্চলাজাজীমধুকং নীলমুৎপলম্।
পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং নারী বাতাসৃগ্দরপীড়িতা॥

২। "বাসকস্বরসং পৈত্তে গুড়ূচ্যা রসমেব বা।"

৩। "রোহীতকান্মূলকল্কং পাণ্ডুরেঽসৃগ্দরে পিবেৎ।
জলেনামলকাদ্বীজকল্কং বা সসিতামধু॥
ধাতক্যাশ্চাক্ষমাত্রং বা আমলক্যামধুদ্রবম্।
কাকজাম্বুকমূলং বা মূলং বা কার্পাসমেব বা॥
পাণ্ডুপ্রদর-শান্ত্যর্থং পিবেত্তণ্ডুলবারিণা"॥

৪। "অশোকবল্কলকাথশৃতং দুগ্ধং সুশীতলম্।
যথাবলং পিবেৎ প্রাতস্তীব্রাসৃগ্দরনাশনম॥

কুমুদফুল,—এই সকলের কাথ পান করিলে অতি প্রবল যন্ত্রণা বিশিষ্ট পীত, শ্বেত, অরুণ ও লোহিত বর্ণের স্রাব-যুক্ত প্রদর প্রশমিত হয়।৫

রসাঞ্জন ও চাঁপানটের মূল পেষণ করিয়া মধু ও চাউলধোয়া জলের সহিত পান করিলে সান্নিপাতিক প্রদর দূরীভূত হয়। ৬

কুশের মূল ৷৷০ আনা, চাউলধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া তিন দিন পান করিলে রক্তপ্রদর নষ্ট হয়। ৭

কাঠডুমুরের রস মধু দিয়া পান করিয়া চিনিসহ দুগ্ধান্ন পথ্য করিলে রক্তপ্রদর প্রশমিত হয়। ৮

বেড়েলার মূল ৷৷০ আনা পেষণ করিয়া মধু ও দুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তপ্রদর ভাল হয়। ৯

কুশমূল ৷০ আনা ও শ্বেত বেড়েলার মূল ৷০ আনা, চাউল-ধোয়া জলের সহিত পান করিলে রক্তপ্রদর নষ্ট হয়। ১০

এতদ্ভিন্ন রক্তপিত্তের ন্যায় রক্তপ্রদরেরও চিকিৎসা করিবে। বিশেষতঃ কুটজাষ্টকের দ্বারা রক্তপ্রদরে সবিশেষ ফল পাওয়া যায়। ১১

৫। "দার্ব্বীরসাঞ্জনবৃষাব্দকিরাতবিল্বভল্লাতকৈরবকৃতো মধুনা কষায়ঃ।
পীতো জয়ত্যতিবলং প্রদরং সশূলম্, পীতাসিতারুণবিলোহিতনীলশুক্রম্" ॥

৬। "রসাঞ্জনতণ্ডুলীয়স্য মূলং ক্ষৌদ্রান্বিতং তণ্ডুলতোয়পীতম্।
অসৃগ্দরং সর্ব্বভবং নিহন্তি——————" ॥

৭। "কুশমূলং সমুদ্ধৃত্য পেষয়েত্তণ্ডুলাম্বুনা।
এতৎ পীত্বা ত্র্যহন্নারী প্রদরাৎ পরিমুচ্যতে ॥"

৮। "ক্ষৌদ্রযুতং ফলরসং কাষ্ঠোডুম্বরজং পিবেৎ।
অসৃগ্দরবিনাশায় সশর্করপয়োঽন্নভুক্ ॥"

৯। "প্রদরং হন্তি বালায়া মূলং দুগ্ধেন মধুযুতপীতম্।"

১০। "কুশবাট্যালকমূলং তণ্ডুলসলিলেন রক্তাখ্যম্।" চক্রদত্তঃ

১১। "রক্তপিত্তবিধানেন প্রদরাংশ্চাপ্যুপাচরেৎ।
অসৃগ্দরে বিশেষণ কুটজাষ্টকমাচরেৎ ॥

কুটজাষ্টক।

কুড়চির কাঁচা ছাল ১২৷৷৹সের, বেশ করিয়া কুটিয়া ৬৪সের জলে পাক করিবে, ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ কাথ পুনরায় পাক করিবে। যখন লেহবৎ হইবে, তখন নামাইয়া তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্য সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। যথা,—মোচরস, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, মুতা, বেলশুঁঠ ও ধাইফুল,—প্রত্যেক চূর্ণ,—৮তোলা। ইহা সেবনে সর্ব্ব-প্রকার অতিসার, রক্তার্শঃ ও উৎকট রক্তপ্রদর প্রভৃতি বহুরোগের শান্তি হয়। ১

পুষ্যানুগচূর্ণ।

আকনাদি, জামের ও আমের বীজ, পাথরকুচা, রসাঞ্জন, মোচরস, বরাক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, লোধ, গিরিমাটী, আমলা, হরীতকী, বহেড়া। মরিচ, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, শোণাছাল, কুড়চিছাল, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুন ছাল,—এই সকল দ্রব্য পুষ্যা নক্ষত্রে সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রত্যেকটী সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। এক আনা মাত্রায় মধু ও চাউলধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে,—রক্তপ্রদর, অতিসার, রক্তস্রাব, বাতাদি দোষজ ও আগন্তুক

১। "তুলামথার্দ্রাং গিরিমল্লিকায়াঃ সংক্ষুদ্য পক্ত্বা রসমাদদীত।
তস্মিন্ সুপূতে পলসংমিতানি শ্লক্ষ্ণাণি পিষ্ট্বা সহশাল্মলেন॥
পাঠাসমঙ্গাতিবিষাং সমুস্তাং বিল্বঞ্চ পুষ্পাণি চ ধাতকীনাম্॥
প্রক্ষিপ্য ভূয়ো বিপচেত্তু তাবদ্দর্ব্বীপ্রলেপঃ স্বরসস্তু যাবৎ॥
পীতস্ত্বসৌ কালবিদা জলেন মণ্ডেন বাজাপয়সাথ বাপি।
নিহন্তি সর্ব্বস্ত্বতিসারমুগ্রং কৃষ্ণসিতং লোহিতপীতকং বা॥
দোষং গ্রহণ্যা বিবিধঞ্চ রক্তং তথার্শাংসি সশোণিতানি।
অসৃগ্দরঞ্চৈবমসাধ্যরূপং নিহন্ত্যাবশ্যং কুটজাষ্টকোঽয়ম্॥" চক্রদত্তঃ।

স্ত্রীরোগসমূহ, যোনিদোষ, রজোদোষ এবং শ্বেত, পীত, নীল ও অরুণাদি বিবিধ বর্ণের স্রাব সকল নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ১

পুষ্করলেহ।

রসাঞ্জন, বংশলোচন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, চিতামূল, যষ্টিমধু, ধনে, তালিশপত্র, খদির, জীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ীমূল, বেড়েলা, দন্তী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ,—ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা, মধু ৩২ তোলা, জৈত্রী, লবঙ্গ, কঙ্কোল, দ্রাক্ষা, দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও খর্জ্জুর, ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। এই লেহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বরোগনাশক। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবযুক্ত প্রদর, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হইয়া থাকে এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।২

১। "পাঠাজম্ব্বাম্রয়োর্মধ্যং শিলাভেদং রসাঞ্জনম্।
অম্বষ্ঠকী মোচরসং সমঙ্গা পদ্মকেশরম্॥
বাহ্লীকাতিবিষা মুস্তং বিল্বং লোধ্রং সগৈরিকম্।
ত্রিফলং মরিচং শুণ্ঠী মৃদ্বীকা রক্তচন্দনম্॥
কট্বঙ্গবৎসকানন্তাধাতকী মধুকার্জ্জুনম্।
পুষ্যেণোদ্ধৃত্য তুল্যানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
তানি ক্ষৌদ্রেণ সংযোজ্য পায়য়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা।
অসৃগ্দরাতিসারেষু রক্তং যচ্চোপবেশ্যতে॥
দোষাগন্তুকৃতা যে চ বালানাং তাংশ্চ নাশয়েৎ॥
যোনিদোষং রজোদোষং শ্বেতং নীলং সপীতকম্।
স্ত্রীণাং শ্যাবারুণং যচ্চ তৎ প্রসহ্য বিনিবর্ত্তয়েৎ॥ চরকসংহিতা।

১। "রসাঞ্জনশুভাশৃঙ্গী চিত্রকং যষ্টিমধুকম্।
ধান্যতালীশ-গায়ত্রী-দ্বিজীরং ত্রিবৃতা বলা॥
দন্তীত্র্যূষণকঞ্চাপি পলার্দ্ধঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
চতুষ্পলং মাক্ষিকস্তামলস্ত চ ক্ষিপেৎ ততঃ॥

প্রদরান্তক লৌহ।

লৌহভস্ম, তাম্রভস্ম, শোধিত হরিতাল, বঙ্গভস্ম, অভ্রভস্ম, কড়িভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চৈ, পিপুল, শঙ্খভস্ম, বচ, হবুষ, কুড়, শটী, আকনাদি, দেবদারু, এলাচ ও বৃদ্ধদারকবীজ, প্রত্যেক দ্রব্য সমান পরিমাণে লইয়া জলে মাড়িয়া ৩ রতি বটিকা করিবে। অনুপান,—ঘৃত, মধু ও চিনি। ইহা সেবনে রক্ত, শ্বেত, নীল ও পীতবর্ণ স্রাবযুক্ত দুঃসাধ্য প্রদর, কুক্ষিশূল, যোনিশূল, মন্দাগ্নি, অরুচি ও কাস প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহা পুষ্টিকর ও বল বর্ণ প্রসাধক।১

জাতীকোষলবঙ্গঞ্চ কক্কোলং মৃদ্বীকাপি চ।
চাতুর্জ্জাতকখর্জ্জুরং কর্ষমেকং পৃথক্ পৃথক্ ॥
প্রক্ষিপ্য মর্দ্দয়িত্বা চ স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তং প্রদরং সর্ব্বসম্ভবম্ ॥
দ্বন্দ্বজং চিরজঞ্চৈব রক্তং পিত্তং বিনাশয়েৎ।
কাসশ্বাসাম্লপিত্তঞ্চ ক্ষয়রোগমথাপি বা ॥
সর্ব্বরোগপ্রশমনো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ।
পুষ্করাখ্যো লেহবরো সর্ব্বত্রৈবোপযুজ্যতে ॥"

১। "লৌহং তাম্রং হরীতালং বঙ্গমভ্রং বরাটিকা।
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং বিড়ঙ্গং পটুপঞ্চকম্ ॥
চবিকা পিপ্পলী শঙ্খং বচা হবুষ-পালকম্।
শটী পাঠা দেবদারু এলাচ বৃদ্ধদারকম্ ॥
এতানি সমভাগানি সঞ্চূর্ণ্য বটিকাং কুরু।
শর্করামধুসংযুক্তাং ঘৃতেন ভক্ষয়েৎ পুনঃ ॥
রক্তং শ্বেতং তথা পীতং নীলং প্রদরদুস্তরম্।
কুক্ষিশূলং কটীশূলং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বগম্ ॥
মন্দাগ্নিমরুচিং পাণ্ডুং কৃচ্ছ্রশ্বাসঞ্চ কাসনুৎ।
আয়ুঃপুষ্টিকরং বল্যং বলবর্ণপ্রসাধনম ॥" রসেন্দ্রসারসংগ্রহঃ।

প্রদরান্তক রস।

কজ্জলী ১ তোলা, বঙ্গভস্ম ॥• আনা, রৌপ্যভস্ম ॥• আনা, খর্পর ভস্ম ॥• আনা, কড়িভস্ম ॥• আনা, লৌহভস্ম ৩ তোলা, এই সকল দ্রব্য ঘৃত-কুমারীর রসে মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে অতি সত্বর অসাধ্য প্রদরও ভাল হয়।১

শীতকল্যাণ ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের ও জল ৮ সের। কল্কার্থ,—কুমুদ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, গোধূম, রক্তশালির মূল, মুগাণী, ক্ষীরকাকোলী, গামার-ফল, যষ্টিমধু, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলের মূল, নীলোৎপল, তালমাতি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, শালপানি, জীরা, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, কাঁকুড় বীজ ও কাঁচাকলা, প্রত্যেক ৪তোলা। এই ঘৃত পানে—প্রদর, রক্তপিত্ত, রক্তগুল্ম, অরুচি, জ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট হয় এবং পুষ্পহীনা যুবতী ঋতুমতী হইয়া থাকে। ২

১। "শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং শুদ্ধবঙ্গকরূপ্যকম্।
খর্পরঞ্চ বরাটঞ্চ শানমানং পৃথক্ পৃথক্॥
তৃতীয়তোলকঞ্চৈব লৌহচূর্ণং ক্ষিপেৎ সুধীঃ।
কন্যানীরেণ সংমর্দ্দ্য দিনমেকং পিবেন্নরঃ॥
অসাধ্যপ্রদরং হন্তি ভক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ॥" রসেন্দ্রসারসংগ্রহঃ।

২। "কুমুদং পদ্মকোশীরং গোধূমো রক্তশালয়ঃ।
মুদ্গাপর্ণী পয়স্যা চ কাশ্মরী মধুযষ্টিকা॥
বলাতিবলয়োর্মূলমুৎপলং তালমস্তকম্।
বিদারী শতপুত্রী চ শালপর্ণী সজীরকা॥
ফলং ত্রপুষবীজানি প্রত্যগ্রং কদলীফলম্।
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ গব্যক্ষীরং চতুর্গুণম্॥

অশোক ঘৃত।

ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ, অশোকছাল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। জীরা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। শালি তণ্ডুলোদক /৪ সের। ছাগদুগ্ধ /৪ সের। কেশুরিয়ার রস /৪ সের। কল্কার্থ,—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগাণী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পিয়ালবীজ, ফলসা, রসাঞ্জন, যষ্টিমধু, অশোকমূলের ছাল, দ্রাক্ষা, শতমূলী, লালনটের মূল এবং জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির অভাবে, যথাক্রমে,—গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে। ইহাদের প্রত্যেকটী ৪ তোলা পরিমাণে দিয়া পুষ্যানক্ষত্রে ঘৃতপাক করিবে। পাকশেষ হইলে ছাঁকিয়া তাহাতে /১ সের চিনি মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত সেবনে সর্ব্বপ্রকার দোষজাত শ্বেত, কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রদর ও তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব এবং কটীশূল, কুক্ষিশূল, যোনিশূল ও মন্দাগ্নি প্রভৃতি প্রশমিত হয়। ইহা আয়ুর্বর্দ্ধক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, ও বর্ণপ্রসাধক। ১

পাণীয়ং দ্বিগুণং দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
প্রদরে রক্তগুল্মে চ রক্তপিত্তে হলীমকে॥
অরোচকে জ্বরে জীর্ণে পাণ্ডুরোগমদেভ্রমে।
তরুণী যাল্পপুষ্পা চ যা চ গর্ভং ন বিন্দতি॥" চক্রদত্তঃ।

১। "অশোক-কল্কন-প্রস্থং তোয়াঢ়কবিপাচিতম্।
পাদস্থেন ঘৃতপ্রস্থং জীরকক্কাথ-সংযুতম্॥
তণ্ডুলাম্বুজাক্ষীরং ঘৃততুল্যং প্রদাপয়েৎ।
তথৈব কেশরাজস্য প্রস্থমেকং ভিষগ্বরঃ॥
জীবনীয়ৈঃ পিয়ালৈস্তু পারুষৈঃ সরসাঞ্জনৈঃ।
যষ্ট্যাহ্বাশোকমূলঞ্চ মৃদ্বীকা চ শতাবরী॥

বৃহৎ শতাবরী ঘৃত।

২। ঘৃত /৪ সের। শতমূলীর রস /৪ সের।গব্যদুগ্ধ /৮ সের। কল্কার্থ কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, গোক্ষুর, আল-কুশীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, শালপানি, চাকুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, শ্যামলতা, গাম্ভারী ফল, চিনি এবং জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির অভাবে, যথাক্রমে,—গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে; প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা। এই ঘৃত সেবনে সর্ব্বপ্রকার প্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, কাস, হিক্কা, বাতরক্ত প্রভৃতি রোগসকল প্রশমিত হয়।১

অশোকারিষ্ট

অশোকছাল ১২॥০ সাড়ে বারসের। পাকার্থ জল,—২৫৬ সের, শেষ—৬৪ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া ইহাতে ২৫ সের গুড় মিশাইবে এবং তাহাতে

তণ্ডুলীয়কমূলঞ্চ কর্ষৈরেভিঃ পলার্দ্ধকৈঃ।
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ॥
পুষ্যাযোগেণ তৎ সর্পিঃ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
পীতমেতদ্ ঘৃতং হন্তি সর্ব্বদোষসমুদ্ভবম্॥
শ্বেতং নীলং তথা কৃষ্ণং প্রদরং হন্তি দুস্তরম্।
কুক্ষিশূলং কটীশূলং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বগম্॥
মন্দাগ্নিমরুচিং পাণ্ডু কৃশতাং শ্বাসকামলাম্।
আয়ুঃ পুষ্টিকরং বৃষ্যং বলবর্ণপ্রসাদনম্॥"

১। "শতাবরীরসপ্রস্থং ক্ষোদয়িত্বাবপীড়য়েৎ।
ঘৃতপ্রস্থসমাযুক্তং ক্ষীরং দ্বিগুণিতং ভিষক্॥
অত্র কল্কান্ ইমান্ দদ্যাৎ স্থূলোডুম্বরসম্মিতান্
জীবনীয়ানি যান্যষ্টৌ যষ্টিপদ্মকচন্দনৈঃ॥

ধাইফুল ⁄২ দুই সের, কৃষ্ণজীরা, মুতা, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা, রক্তোৎপলের মূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, আমের আঁটির শস্য, জীরা, বাসক-মূলের ছাল ও রক্তচন্দন,—প্রত্যেক চূর্ণ ৮ তোলা করিয়া নিঃক্ষেপ করিবে। একটী মৃন্ময় কলসে ঐ সকল দ্রব্য রাখিয়া দৃঢ়রূপে মুখ বন্ধ করিয়া একমাস রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া ৪ তোলা মাত্রায় দিনে দুইবার খাইতে দিবে। ইহা দ্বারা রক্তপ্রদর, রক্তপিত্ত ও রক্তার্শঃ প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়।১

এতদ্ভিন্ন,—চন্দনাদি চূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, রত্নপ্রভাবটিকা, ন্যগ্রোধাদ্য ঘৃত প্রভৃতি দ্বারাও প্রদরের শান্তি হইয়া থাকে।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

যোনিব্যাপৎ।

অনুচিত আহার বিহার হেতু, আর্ত্তবশোণিতের দোষে, বীজ

শ্বদংষ্ট্রা চাত্মগুপ্তা চ বলা নাগবলা তথা।
শালপর্ণী পৃশ্নীপর্ণী বিদারী শারিবাদ্বয়ম্॥
শর্করা চ সমাদেয়া কাশ্মর্য্যাশ্চ ফলানি চ।
সম্যক্ সিদ্ধন্তু বিজ্ঞায় তদ্ ঘৃতঞ্চাবতারয়েৎ॥
রক্তপিত্তাধিকারেষু বাতপিত্তকৃতেষু চ।
বাতরক্তং ক্ষয়ং কাসং হিক্কাং শ্বাসঞ্চ দুস্তরম্॥
অসৃগ্দরং সর্ব্বভবং মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণম্।
এতান্ রোগাঞ্ছময়তি ভাস্করস্তিমিরং যথা॥" চরকসংহিতা।

১। "অশোকস্য তুলামেকাং চতুর্দ্রোণে জলে পচেৎ।
পাদশেষে রসে পূতে শীতে পলশতদ্বয়ম্॥

দোষে অথবা দৈববশতঃ রমণীগণের যোনিব্যাপৎ হইয়া থাকে। যোনি-রোগ বিংশতি প্রকার।*

বাতলা। বাতপ্রকৃতি রমণীর বায়ুবর্দ্ধক আহার বিহার দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইলে যে যোনি রোগ হয়, তাহার নাম বাতলা। ইহাতে যোনি-মধ্যে নানাপ্রকার বাতবেদনা, স্তব্ধতা, পিপীলিকা-সঞ্চরণবৎ অনুভূতি, কর্কশতা, সুপ্তি ও অন্যান্য প্রকার বায়ুজন্য বিপত্তি সকল হয়। বাতলা রোগে ফেনযুক্ত, পাতলা ও রুক্ষ রজঃস্রাব হয়।১

পিত্তজা। অতিরিক্ত অম্ল, লবণ ও ক্ষারাদি দ্রব্য সেবন করিলে, পিত্ত বিকৃত হইয়া পিত্তজা নামে যোনিরোগ জন্মায়। তাহাতে

দদ্যাদ্ গুড়স্য ধাতক্যাঃ পলষোড়শিকং মতম্।
অজাজীং মুস্তকং শুণ্ঠীং দার্ব্ব্যুৎপলফলত্রিকম্॥
আম্রাস্থি জীরকং বাসাং চন্দনঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ।
চূর্ণয়িত্বা পলাংশেন ততো ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
মাষাদূর্দ্ধঞ্চ পীত্বৈতমসৃগ্দররুজাং জয়েৎ।
জরঞ্চ রক্তপিত্তার্শো মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥
মেহশোথারুচিহরত্বশোকারিষ্ট-সংজ্ঞিতঃ।

* "বিংশতির্ব্যাপদো যোনের্নির্দ্দিষ্টরোগসংগ্রহে।
মিথ্যাচারেণ তাঃ স্ত্রীণাং প্রদুষ্টেনার্ত্তবেন বা॥
জায়ন্তে বীজদোষাচ্চ দৈবাচ্চ শৃণু তাঃ পৃথক্।"

১। "বাতলাহারচেষ্টায়া বাতলায়াঃ সমীরণঃ।
বিবৃদ্ধো যোনিমাশ্রিত্য যোনেস্তোদং সবেদনম্॥
স্তম্ভং পিপীলিকাসৃপ্তিমিব কর্কশতাং তথা।
করোতি সুপ্তিমায়াসং বাতজাংশ্চাপরান্ গদান্॥
সা স্যাৎ সশব্দরুক্ফেনতনুরুক্ষার্ত্তবানিলাৎ।" চরকসংহিতা।

দাহ, পাক, জ্বর ও উষ্ণতাদি উপসর্গ সকল দেখা দেয় এবং নীল, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ ও অত্যন্ত উষ্ণ রজঃস্রাব হয়।২

কফজা। অভিষ্যন্দি দ্রব্যাদি ভোজন দ্বারা, যদি কফ-প্রকুপিত হইয়া যোনিদেশকে দূষিত করে; তাহা হইলে যোনিদেশ অত্যন্ত শীতল, পিচ্ছিল,কণ্ডূগ্রস্ত, অল্প বেদনাযুক্ত ও পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং পাণ্ডুবর্ণ, পিচ্ছিল, শোণিত-স্রাব হয়। ৩

সন্নিপাতজা। কটুতিক্তাদি রস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে ত্রিদোষ কুপিত হইয়া যে যোনিরোগ উৎপন্ন করে, তাহাতে ঐ সকল প্রকটিত দোষের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া সকল হয়। যোনিদেশে দাহ ও শূলবেদনা এবং শ্বেতবর্ণ, পিচ্ছিল রজঃস্রাব হয়। ৪

রক্তপিত্তজা। রক্তপিত্তজনক দ্রব্য সর্ব্বদা ভক্ষণ করিলে,রক্ত ও পিত্ত দূষিত হইয়া যে যোনিরোগ উৎপন্ন করে, তাহাতে অধিকমাত্রায়

২। "ব্যাপত্তথাম্ললবণক্ষারাদ্যৈঃ পিত্তজা ভবেৎ।
দাহ-পাক-জ্বরোষ্ণার্ত্তা নীলপীতসিতার্ত্তবা।
ভৃশোষ্ণকুণপস্রাবা যোনিঃ স্যাৎ পিত্তদূষিতা।

৩। "কফোঽভিষ্যন্দিভির্বৃদ্ধো যোনিঞ্চেদ্দূষয়েৎ স্ত্রিয়াঃ।
সশীতাং পিচ্ছিলাং কুর্য্যাৎ কণ্ডূগ্রস্তাল্পবেদনাম্।
পাণ্ডুবর্ণাং তথা পাণ্ডুপিচ্ছিলার্ত্তববাহিনীম্।।"

৪। "সমশ্নত্যা রসান্ সর্ব্বান্ দূষয়িত্বা ত্রয়ো মলাঃ।
যোনিগর্ভাশয়স্থাঃ স্বৈর্যোনিং যুঞ্জন্তি লক্ষণৈঃ।।
সা ভবেদ্দাহশূলার্ত্তা শ্বেতপিচ্ছিলবাহিনী।" চরকসংহিতা।

রক্তস্রাব হইতে থাকে। সেজন্য তাদৃশ অবস্থায় বীজগ্রহণ করিলেও সন্তান হয় না। ৫

অরজস্কা। যদি পিত্ত প্রকুপিত হইয়া গর্ভাশয়ে আর্ত্তবশোণিতকে সংশোষিত করে, তাহা হইলে সে নারী ঋতুমতী হয় না এবং সেজন্য তাহার শরীর অত্যন্ত কৃশ ও বিবর্ণ হয়। ৬

অচরণা। জলদ্বারা ধৌত না করিলে, যদি যোনিদেশে কণ্ডু প্রভৃতি জন্মে, তাহা হইলে কণ্ডূয়ন বশতঃ রমণী অতিশয় পুরুষাভিলাষিণী হয়; ইহাকে অচরণা বলে। ৭

অতিচরণা। অত্যন্ত পুরুষসংসর্গে বায়ু কুপিত হইলে, রমণীর যোনিদেশ শোথযুক্ত, সুপ্ত ও বেদনা বিশিষ্ট হয়। তাহাকে অতিচরণা বলে। ৮

প্রাক্‌চরণা। বালিকাবস্থায় পুরুষসংসর্গ হইলে যদি বায়ু কুপিত হয়, তাহা হইলে বালিকার পৃষ্ঠ, জঙ্ঘা, উরু ও বঙ্ক্ষণ বেদনাযুক্ত এবং যোনি দূষিত হয়। ইহাকে প্রাক্‌চরণা বলে। ৯

৫। "রক্তপিত্তকরৈর্নার্য্যা রক্তং পিত্তেন দূষিতম্।
অতিপ্রবর্ত্ততে যোন্যা লব্ধে বীজেঽপি সাপ্রজাঃ॥"

৬। "যোনিগর্ভাশয়স্থং চেৎ পিত্তং সংদূষয়েদসৃক্।
সারজস্কা মতা কার্শ্যবৈবর্ণ্যজননী ভৃশম্॥"

৭। "যোন্যামধাবনাৎ কণ্ডূং জাতাঃ কুর্ব্বন্তি জন্তবঃ।
সা স্যাদচরণা কণ্ড্বা তয়াতিনরকাঙ্ক্ষিণী॥"

৮। "পবনোঽতিব্যবায়েন শোকসুপ্তিরুজঃ স্ত্রিয়াঃ।
করোতি কুপিতো যোনৌ সা চাতিচরণা মতা"॥

৯। "মৈথুনাদতিবালায়াঃ পৃষ্ঠজঙ্ঘোরুবঙ্ক্ষণম্।
রুজয়ন্ দূষয়েদ্ যোনিং বায়ুঃ প্রাক্‌চরণা হি সা॥" চরকসংহিতা।

উপপ্লুতা। গর্ভাবস্থায় শ্লেষ্ম-বৃদ্ধিকর আহার ব্যবহার করিলে অথবা শ্বাস বা বমির বেগধারণ করিলে, কুপিত বায়ু কফকে যোনি-দেশে আনিয়া যোনিকে দূষিত করে। সেজন্য শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ বেদনাযুক্ত স্রাব অথবা কেবল কফ নির্গত হয় এবং নানাবিধ কফজন্য উপসর্গ সকল দেখা যায়। ইহার নাম উপপ্লুতা। ১০

পরিপ্লুতা। পিত্তপ্রকৃতি রমণী, সহবাস কালে হাঁচি বা উদগারের বেগরোধ করিলে, কুপিত বায়ু পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া যোনি রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। তাহাতে যোনিদেশ শোথযুক্ত, স্পর্শাসহ ও বেদনা বিশিষ্ট হয় এবং নীলবর্ণ স্রাব হয়; নিতম্ব, বঙ্ক্ষণ, পৃষ্ঠদেশে বেদনা ও জ্বর হয়। ইহার নাম পরিপ্লুতা। ১১

উদাবৃত্তা। যদি মলমূত্রাদির বেগধারণ হেতু, বায়ু কুপিত হইয়া যোনিদেশকে অভ্যন্তরভাগে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে সেজন্য যোনিদেশে অত্যন্ত বেদনা হয় ও অত্যন্ত কষ্টে রজো নির্গত হয়। কিন্তু রজঃস্রাব হইয়া গেলে রোগিণী সুস্থা হয়; রজঃস্রাব না হওয়া পর্য্যন্ত অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। ইহাতে আর্ত্তব উৰ্দ্ধগত হয় বলিয়া ইহাকে উদাবৃত্তা বলে। ১২

১০। "গর্ভিণ্যাঃ শ্লেষ্মলাভ্যাসাচ্ছর্দ্দিশ্বাসবিনিগ্রহাৎ।
বায়ুঃ ক্রুদ্ধঃ কফঃ যোনিমুপনীয় প্রদূষয়েৎ॥
পাণ্ডুং সতোদমাস্রাবং শ্বেতং স্রবতি বা কফম্।
কফবাতাময়াব্যাপ্তা সা স্যাদ্ যোনিরুপপ্লুতা॥"

১১। "পিত্তলায়া নৃসংবাসে ক্ষবথূদ্গারধারণাৎ।
পিত্তসংমূর্চ্ছিতো বায়ুর্যোনিং দূষয়তি স্ত্রিয়াঃ॥
শূনা স্পর্শাক্ষমা সার্ত্তিনীলপীতমসৃক্ স্রবেৎ।
শ্রোণীবঙ্ক্ষণপৃষ্ঠার্ত্তিজ্বরার্ত্তায়াঃ পরিপ্লুতা॥" চরকসংহিতা।

১২। "বেগোদাবর্ত্তনাদ্‌যোনিমুদাবর্ত্তয়তেঽনিলঃ।
সা রুগার্ত্তা রজঃ কৃচ্ছ্রেণোদাবৃত্তাং বিমুঞ্চতি॥

কর্ণিনী। গর্ভাবস্থায় অকারণ মলমূত্রাদি প্রবৃত্তির জন্য বেগ দিলে অথবা প্রসব সময়ে অকাল-প্রবাহণ করিলে কুপিত বায়ু গর্ভ দ্বারা আবৃত হইয়া কফ ও রক্তসহ মিলিত হয় এবং যোনিমধ্যে একপ্রকার মাংসগ্রন্থি উৎপাদন করে। সেজন্য রক্তনিঃসারণ পথ রুদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাকে কর্ণিনী বলে। ১৩

পুত্রঘ্নী। যদি গর্ভিণীর রুক্ষ আহার বিহার দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া দূষিত আর্ত্তব হইতে সমুৎপন্ন গর্ভকে পুনঃ পুনঃ নষ্ট করে। তাহা হইলে তাহাকে পুত্রঘ্নী বলে। ১৪

অন্তর্মুখী। অতিরিক্ত ভোজন করিয়া অসমভাবে সহবাস করিলে, বায়ু কুপিত হইয়া যোনি-স্রোতকে অবলম্বন করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য যোনিমুখকে বক্র করিয়া তত্রত্য অস্থি ও মাংসে বিবিধ বেদনার সৃষ্টি করিয়া থাকে। সেজন্য রমণী সহবাসে সমর্থা হয় না। ইহার নাম অন্তর্মুখী। ১৫

সূচীমুখী। গর্ভাবস্থায় মাতার অনুচিত আহার বিহারের দ্বারা

আর্ত্তবে সা বিমুক্তে তু তৎক্ষণং লভতে সুখম্।
রজসো গমনাদূর্দ্ধং জ্ঞেয়োদাবর্ত্তিনী বুধৈঃ॥"

১৩। "অকালে বাহমানায়া গর্ভেণ পিহিতোঽনিলঃ।
কর্ণিকাং জনয়েদ্যোনৌ শ্লেষ্মরক্তেন মূর্চ্ছিতঃ॥
রক্তমার্গাবরোধিন্যা সা তয়া কর্ণিনী মতা।"

১৪। "রৌক্ষ্যাদ্বায়ুর্যদা গর্ভং জাতং জাতং বিনাশয়েৎ।
দুষ্টশোণিতজং নার্য্যাঃ পুত্রঘ্নী নাম সা স্মৃতা॥"

১৫। "ব্যবায়মতিতৃপ্তায়া ভজন্ত্যাস্বত্র পীড়িতঃ।
বায়ুর্মিথ্যাস্থিতাঙ্গায়া যোনিস্রোতসি সংস্থিতঃ॥
বক্রয়ত্যাননং যোন্যাঃ সাস্থিমাংসানিলার্ত্তিভিঃ।
ভৃশার্ত্তির্মৈথুনাশক্তা যোনিরন্তর্মুখী মতা॥" চরকসংহিতা।

কুপিত বায়ু, যদি গর্ভস্থ কন্যার যোনিদেশকে দূষিত করে, তাহা হইলে সেই বালিকার অপত্যপথ সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। ইহাকে সূচীমুখী বলে।১৬

শুষ্কা। সহবাসকালে মল মূত্রাদির বেগধারণ করিলে, বায়ু কুপিত হইয়া মলমূত্রের অবরোধ, তদাশয়ে বেদনা ও যোনিদ্বার শুষ্ক করিয়া থাকে। ইহাকে শুষ্কা বলে। ১৭

বামিনী। যদি কোন রমণীর গর্ভাশয়-গত শুক্র, ছয় অথবা সাত দিন পরেই বেদনার সহিত অথবা বিনা বেদনায় নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বামিনী বলে। ১৮

ষণ্ডী। যে রমণীর পিতৃ-মাতৃ-বীজ-দোষ হেতু, বায়ু কুপিত হইয়া তাহার গর্ভে অবস্থান কালেই গর্ভাশয়কে পীড়িত করে, তাহা হইলে সে স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ পুরুষদ্বেষিণী ও স্তনবিরহিতা হয়। ইহাকে ষণ্ডী বলে। এ রোগ অসাধ্য। ১৯

মহাযোনি। অসমস্থানে ও দুঃখজনক শয্যায় পুরুষ-সহবাস করিলে বায়ু কুপিত হইয়া গর্ভাশয় ও যোনিদ্বারকে শিথিল করে। তাদৃশ রোগকে মহাযোনি বলে। এ রোগে রুক্ষ ফেনযুক্ত স্রাব হয় ও পর্ব্ব এবং বঙ্ক্ষণ স্থানে শূলবেদনা হয়। ২০

১৬। "গর্ভস্থায়াঃ স্ত্রিয়া রৌক্ষ্যাদ্বায়ুর্যোনিং প্রদূষয়ন্।
মাতৃদোষাদণুদ্বারাং কুর্য্যাৎ সূচীমুখী তু সা॥"

১৭। "ব্যবায়কালে রুন্ধন্ত্যা বেগান্ প্রকুপিতোঽনিলঃ।
কুর্য্যাদ্বিণ্মূত্রসঙ্গার্ত্তিং শোষং যোনিমুখস্য তু॥

১৮। "ষড়হাৎ সপ্তরাত্রাদ্বা শুক্রং গর্ভাশয়ং গতম্।
সরুজং নীরুজং বাপি যা স্রবেৎ সা চ বামিনী॥"

১৯। "বীজ-দোষাত্তু গর্ভস্থা মারুতোপহিতাশয়া।
নৃদ্বেষিণ্যস্তনী চৈব ষণ্ডী স্যাদনুপক্রমা॥" চরকসংহিতা।

২০। "বিষমাৎ দুঃখশয্যায়াং মৈথুনাৎ কুপিতোঽনিলঃ।
গর্ভাশয়স্য যোন্যাশ্চ মুখং বিষ্টম্ভয়েৎ স্ত্রিয়াঃ॥

পরিণাম। পূর্ব্বোক্ত বিংশতিপ্রকার রোগ দ্বারা পীড়িতা রমণী গর্ভধারণ করিতে পারে না এবং তাহার গুল্ম, অর্শঃ, প্রদর ও নানাবিধ বায়ুজন্য পীড়া সকল জন্মিয়া থাকে। ২১

যোনিব্যাপচ্চিকিৎসা।

বাতজ যোনিরোগ সমূহে স্নেহস্বেদ ও বস্তিপ্রয়োগ প্রভৃতি বাতনাশক চিকিৎসা করিবে। ১

পিত্তজ যোনিরোগ সমূহে রক্তপিত্ত নাশক শীতল ক্রিয়া করিবে। ২

শ্লেষ্মজ যোনিরোগ সমূহে রুক্ষোষ্ণ ক্রিয়া করিবে। ৩

দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক যোনিরোগ সমূহে তত্তৎদোষের মিশ্রিত ক্রিয়া সকল করিবে। ৪

বিকৃতভাবে অবস্থিত যোনিকে স্বস্থানে স্থাপন করিতে হইলে, প্রথমতঃ স্নেহস্বেদ প্রদান করিবে, তারপর তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় সংস্থিত করিবে। বক্রীভূত যোনিকে হস্তদ্বারা নমিত করিতে হইবে। সঙ্কীর্ণ যোনিকে যথোচিত বিবৃত করিবে। নিঃসৃতযোনিকে প্রবিষ্ট করিয়া

অসংবৃতমুখী সার্ত্তা রুক্ষফেনাস্রবাহিনী।
মাংসোৎসন্না মহাযোনিঃ পর্ব্ববঙ্ক্ষণশূলিনী ॥"

২১। "ইত্যেতে লক্ষণৈঃ প্রোক্তা বিংশতির্যোনিজাগদাঃ।
ন শুক্রং ধারয়ন্ত্যেভির্দোষৈর্যোনিরুপক্রতা ॥
তস্মাদ্‌গর্ভং ন গৃহ্ণাতি স্ত্রী গচ্ছত্যাময়ান্ বহূন্।
গুল্মার্শঃপ্রদরাদীংশ্চ বাতাদ্যৈশ্চাতিপীড়নম্ ॥

চরকসংহিতা।

১। "স্নেহস্বেদনবস্ত্যাদি বাতলাস্বনিলাপহম্।
২। কারয়েদ্ রক্তপিত্তঘ্নং শীতং পিত্তকৃতাসু চ ॥
৩। শ্লেষ্মলাসু চ রুক্ষোষ্ণং কর্ম্ম কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
৪। সন্নিপাতে বিমিশ্রন্তু সংসৃষ্টাসু চ কারয়েৎ ॥"

দিবে। বিবৃত-যোনিকে যথোচিত সংবৃত করিবে। যোনি স্থানচ্যুত হইলে স্ত্রীদিগের শল্যস্বরূপ হইয়া থাকে। ৫

যোনিব্যাপৎ-রোগে,—গুলঞ্চ, আমলা, হরীতকী, বহেড়া ও দন্তীর কাথে যোনি পরিষেচন করিবে। ৬

তগরপাদুকা, বৃহতী, কুড়, সৈন্ধব ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্যের কল্ক /১সের, দুগ্ধ ।৬ ষোল সের ও তৈল /৪ সের পাক করিবে। এই তৈলের পিচুধারণ করিলে অর্থাৎ এই তৈল সিক্ত-বস্ত্রখণ্ড বা তুলা, বর্ত্তিকার মত করিয়া অপত্যপথে প্রবেশ করাইয়া রাখিলে যোনিশূল নষ্ট হয়। ৭

পিপুল, মরিচ, মাষকলায়, শুল্‌ফা, কুড় ও সৈন্ধব, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া অঙ্গুলির মত বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি ধারণ করিলে যোনি শোধিত হয়। ৮

তৈল মূষিকমাংসের সহিত রৌদ্রপক করিয়া যোনিতে মর্দ্দন করিলে অথবা মূষিকমাংস এবং সৈন্ধবের স্বেদ প্রদান করিলে যোনির অর্শঃ বিনষ্ট হয়। ৯

৫। "স্নিগ্ধস্বিন্নাং তথা যোনিং দুঃস্থিতাং স্থাপয়েৎ পুনঃ।
প্রবেশয়েন্নিস্থতাঞ্চ বিবৃতাং পরিবর্ত্তয়েৎ ॥
পাণিনা নাময়েজ্জিহ্মাং সংবৃতাং বর্দ্ধয়েৎ পুনঃ।
যোনিঃ স্থানাপবৃত্তা হি শল্যভূতা স্ত্রিয়া মতা ॥"

৬। "গুড়ূচীত্রিফলাদন্তীকাথৈশ্চ পরিষেচয়েৎ।"

৭। "সৈন্ধবং তগরং কুষ্ঠং বৃহতী দেবদারুণঃ ॥
সমাংশৈঃ সাধিতং কল্কৈস্তৈলং ধার্য্যং রুজাপহম্।

৮। "পিপ্‌পল্যা মরিচৈর্মাষৈঃ শতাহ্বা কুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ।
বর্ত্তিস্তুল্যা প্রদেশিন্যা ধার্য্যা যোনিবিশোধনী।"

৯। "মূষিকমাংসসংযুক্তং তৈলমাতপভাবিতম্।
অভ্যঙ্গাৎ হন্তি যোন্যর্শঃ স্বেদস্তন্মাংসসৈন্ধবৈঃ ॥" চরকসংহিতা।

গোপিত্তে বা মৎস্যপিত্তে রেশমী বস্ত্র তিন সপ্তাহ ভাবনা দিয়া অথবা সুরাবীজ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া যোনিতে নিহিত করিবে। ইহা যোনিদোষ নাশক, স্রোতঃশোধক এবং কণ্ডু, ক্লেদ ও শোথ নাশক।১০

বামিনী, উপপ্লুতা ও পরিপ্লুতা রোগে স্বেদ দিবে। অনন্তর স্নেহ পিচু (পটী) দিয়া তর্পণ করিবে। ১১

শল্লকী, মঞ্জিষ্ঠা, জামছাল, ধব ও খদিরের ছাল এবং বটাদি পঞ্চ বল্কল, এই সকলের ক্বাথ ষোলসের ও তৈল /৪ সের পাক করিয়া ঐ তৈলের পিচু ধারণ করিলে বিপ্লুতা যোনিরোগ বিনষ্ট হয়। ১২

কর্ণিনী নামক যোনিরোগে,—কুড়, পিপুল, আকন্দপাতা ও সৈন্ধব ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তির মত করিয়া প্রয়োগ করিবে।১৩

উদাবর্ত্ত ও বাতিক যোনিতে ত্রিবৃতা-স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিবে। মহাযোনি ও স্রস্তাযোনিতেও এই প্রকার চিকিৎসা করিবে। ১৪

শুল্‌ফা ও বদরীপত্র তৈলের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে বিদীর্ণ যোনি সুস্থ হয়। ১৫

১০। "গোপিত্তে মৎস্যপিত্তে বা ক্ষৌমং ত্রিঃসপ্তভাবিতম্।
মধুনা কিণ্বচূর্ণং বা দদ্যাদচরণাপহম্॥
স্রোতসাং শোধনং শোথকণ্ডুক্লেদহরঞ্চ তৎ॥"

১১। "বামিন্যাঃ পুতিযোন্যাশ্চ কর্ত্তব্যঃ স্বেদনো বিধিঃ।
ক্রমঃ কার্য্যস্ততঃ স্নেহপিচুভিস্তর্পণং ভবেৎ।"

১২। "শল্লকী-জিঙ্গিনী-জম্বু ধবত্বক্ পঞ্চ বল্কলৈঃ।
কষায়ৈঃ সাধিতঃ স্নেহঃ পিচুঃ স্যাদ্বিপ্লুতাপহঃ॥"

১৩। "কর্ণিন্যাং বর্ত্তিকা কুষ্ঠপিপ্পল্যর্কাগ্রসৈন্ধবৈঃ।
বস্তমূত্রকৃতা ধার্য্যা সর্ব্বঞ্চ শ্লেষ্মনুদ্ধিতম্॥"

১৪। "ত্রৈবৃতং স্নেহনং স্বেদ উদাবর্ত্তানিলার্ত্তিষু।
তদেব চ মহাযোন্যাং স্রস্তায়াঞ্চ বিধীয়তে॥"

১৫। "শতপুষ্পাতৈল-লেপাদ্বদরীদলজাস্তথা।
পেটিকামূললেপাচ্চ যোনির্ভিন্না প্রশাম্যতি।" চরকসংহিতা।

করলামূল পেষণ করিয়া লেপন করিলে অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনি বহির্গত হয় এবং ইন্দুরের বসা মর্দ্দন করিলে বহির্গত যোনি পুনঃ প্রবিষ্ট হয়। ১৬

লোধ ও তিতলাউ পেষণ করিয়া লেপন করিলে অথবা বেতমূলের কাথ দ্বারা ধৌত করিলে যোনি দৃঢ় হয়। ১৭

আম, জাম, কদ্‌বেল, গোঁড়ালেবু ও বেল, এই সকল বৃক্ষের পাতা যষ্টিমধু ও মালতীফুলের কল্ক এবং ঘৃত রৌদ্রে বা অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা ব্যবহার করিলে যোনির দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। ১৮

তিতলাউবীজ, দন্তীমূল, পিপুল, গুড়, মদনফল, সুরাবীজ ও যষ্টিমধু, মনসার দুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তিকা করিবে। এই বর্ত্তি ব্যবহার করিলে, রজঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে॥ ১৯

জবাফুল কাঁজির সহিত বাঁটিয়া অথবা লতা ফট্‌কীর পাতা ভাজিয়া কিংবা দূর্ব্বা ও তণ্ডুলের পিষ্টক করিয়া ভক্ষণ করিলে, রজঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে॥ ২০

১৬। "মুষরীমূললেপাচ্চ প্রবিষ্টান্তর্বহির্ভবেৎ।
যোনির্মূষরসাভ্যঙ্গাল্লিঃসৃতা প্রবিশেদপি॥"

১৭। "লোধ্রতুম্বীফলালেপো যোনিদার্ঢ্যং করোতি চ।
বেতসমূলনিঃকাথক্ষালনেন তথৈব চ॥"

১৮। "পঞ্চপল্লবযষ্ট্যাহ্ব-মালতীকুসুমৈ র্ঘৃতম্।
রবিপক্কমন্যথা বা যোনিগন্ধবিশোধনম্॥"

১৯। "ইক্ষাকুবীজদন্তীচপলাগুড়মদনকিম্বযষ্ট্যাহ্বৈঃ।
সম্নুক্‌ক্ষীরৈর্বর্ত্তির্যোনিগতা কুসুমসঞ্জননী॥"

২০। সকাঞ্জিকং জবাপুষ্পং ভৃষ্টং জ্যোতিষ্মতীদলম্।
দূর্ব্বায়াঃ পিষ্টকং প্রাশ্য বনিতাঘার্ত্তবং লভেৎ॥" চক্রদত্তঃ।

ঋতুস্নানান্তে অশ্বগন্ধার কাথের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া ঘৃতসহ পান করিলে নিশ্চয়ই গর্ভ হয়। ২১

পিপুল, শুঁঠ, মরিচ ও নাগকেশরের চূর্ণ, ঘৃতের সহিত পান করিলে বন্ধ্যারও পুত্রলাভ হয়। ২২

ফলকল্যাণ ঘৃত।

জীবদ্বৎসা গাভীর দুগ্ধজাত ঘৃত ./৪সের। শতমূলীর রস ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ,—মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধা-মূল, বনযমানী, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, হিঙ্গু, কট্‌কী, রক্তোৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, লক্ষ্মণামূল, প্রত্যেকে ২ তোলা। বন ঘুঁটের আগুনে যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে পুরুষের বলবীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হয় এবং স্ত্রীগণের যোনিদোষ ও গর্ভদোষাদি দূরীভূত হইয়া আয়ুঃশালী, বলবান্ ও রূপবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ১

২১। "কাথেন হয়গন্ধায়াঃ সাধিতং সঘৃতং পয়ঃ।
ঋতুস্নাতা বালা পীত্বা ধত্তে গর্ভং ন সংশয়ঃ।"

২২। "পিপ্‌পল্যঃ শৃঙ্গবেরঞ্চ মরিচং কেশরং তথা।
ঘৃতেন সহ পাতব্যং বন্ধ্যাপি লভতে সুতম্॥" চক্রদত্তঃ।

১। মঞ্জিষ্ঠা মধুকং কুষ্ঠং ত্রিফলা শর্করা বলা।
মেদা পয়স্যা কাকোলী মূলঞ্চৈবাশ্বগন্ধজম্॥
অজমোদা হরিদ্রে দ্বে হিঙ্গুকং কটুরোহিণী।
উৎপলং কুমুদং দ্রাক্ষা কাকোলী চন্দনদ্বয়ম্॥
এতেষাং কার্ষিকৈ র্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
শতাবরীরসক্ষীরং ঘৃতাদ্দেয়ং চতুর্গুণম্।

কুমারকল্পক্রমঘৃত।

গব্যঘৃত ⁄৮সের। কাথার্থ নপুংসক ছাগমাংস ⁄৬৷৷০ সের, পাকার্থ জল ১০০ সের, শেষ ২৫ সের। দুগ্ধ ⁄৮ সের। শতমূলীর রস ⁄৮সের। কল্কার্থ,—কুড়, শটী, মেদা, (অশ্বগন্ধা) মহামেদা, (অনন্তমূল) জীবক, (গুলঞ্চ) ঋষভক, (ভূমিকুষ্মাণ্ড) প্রিয়ঙ্গু, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, দেবদারু, তেজপত্র, এলাচ, শতমূলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, ক্ষীর-কাকোলী, মুতা, নীলসুন্দী, হঁবন্তী, রক্তচন্দন, কাকোলী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শ্বেতবেড়েলার মূল, শরপুঙ্খমূল, কুষ্মাণ্ড, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুলে,শালপানি, নাগেশ্বর, দারুহরিদ্রা, রেণুক, লতাফটকীমূল, শঙ্খপুষ্পী, নীলবৃক্ষ, বচ, অগুরু, দারুচিনি, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, প্রত্যেকে দুই তোলা। শুভ দিনে দেবপূজা করিয়া তাম্রময় বা মৃণ্ময় পাত্রে পাক করিবে। পাকান্তে ছাঁকিয়া কজ্জলী ৪ তোলা, অভ্রভস্ম ২ তোলা ও মধু ⁄২ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৷৷০ হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান ছাগদুগ্ধ, অভাবে গব্যদুগ্ধ। এই ঘৃত সেবনে জন্মবন্ধ্যাও পুত্রবতী হয়। রজোদোষ, শুক্র-দোষ, যোনিদোষ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ দোষের শান্তি হয়। যাহাদের বারংবার সন্তান হইয়া বিনষ্ট হয় এবং কোন প্রকার ঔষধাদিতে যাহাদের পুত্র না জন্মে, তাহাদের এই ঘৃত পানে সর্ব্ববিধ স্ত্রীরোগ ও গর্ভদোষ দূরীভূত হইয়া দীর্ঘজীবী, কন্দর্পতুল্য ও বলবীর্য্যাদিসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করে।২

যোনিদোষে রজোদোষে পরিস্রাবে চ শস্যতে।
প্রজাবর্দ্ধনমায়ুষ্যং সর্ব্বগ্রহনিবারণম্॥
নাম্না ফলঘৃতং হ্যেতদশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতম্।
অনুক্তং লক্ষ্মণামূলং ক্ষিপন্ত্যত্র চিকিৎসকাঃ
জীববৎসৈকবর্ণায়া ঘৃতমত্র তু গৃহ্যতে।
আরণ্যগোময়েনাপি বহ্নিজ্বালা প্রদীয়তে॥" চক্রদত্তঃ।

২। "পঞ্চাশচ্ছাগমাংসস্য দশমূল্যাস্তথৈব চ।
জলমষ্টগুণং দত্ত্বা কাথেন মৃদুনাগ্নিনা॥

এতদ্ভিন্ন প্রদর রোগাধিকারোক্ত পুষ্যানুগচূর্ণ, বৃহৎ-শতাবরীঘৃত অশোকঘৃত প্রভৃতি ঔষধ সকলও সর্ব্বপ্রকার যোনিরোগ নাশক।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

কন্দ।

দিবানিদ্রা, অত্যন্ত ক্রোধ, ব্যায়াম, অতিমৈথুন প্রভৃতি কারণে এবং নখাদি দ্বারা আঘাত লাগিলে, বায়ু কুপিত হইয়া যোনিস্থানে পীতরক্ত বর্ণ-

---

চতুর্ভাগাবশেষঞ্চ ক্কাথং গৃহ্যাৎ প্রযত্নতঃ।
গব্যং প্রস্থদ্বয়ং সর্পির্গৃহ্নীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥
ক্ষীরং ঘৃতসমং দদ্যান্নারায়ণ্যা রসং তথা।
তাম্রে বা মৃণ্ময়ে পাত্রে তদেকত্র পচেচ্ছনৈঃ॥
কুষ্ঠং শটী চ মেদে দ্বে জীবকর্ষভকৌ তথা।
প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা দারু পত্রমেলাশতাবরী॥
কাশ্মরী মধুকং ক্ষীরকাকোলী মুস্তমুৎপলম্।
জীবন্তী চন্দনঞ্চৈব কাকোলী শারিবাযুগম্॥
শ্বেতবাট্যালজং মূলং মূলঞ্চ শরপুঙ্খজম্।
বিদারীদ্বয়মঞ্জিষ্ঠা পর্ণিনীদ্বয়মেব চ॥
নাগপুষ্পং তথা দারু হরিদ্রা রেণুকং তথা।
জ্যোতিষ্মতীভবং মূলং শঙ্খিনী নীলনী বচা॥
অগুরুত্বগ্ লবঙ্গঞ্চ কুঙ্কুমং নিক্ষিপেৎ ততঃ।
এতেষাং কার্ষিকং কল্কং দত্বা শুভদিনে সুধীঃ॥
পাকং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন বিজানন্ মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
সিদ্ধশীতে ক্ষিপেত্তত্র পারদং পদ্মিনির্ম্মলম্॥

বিশিষ্ট লকুচ অর্থাৎ মান্দারের ফুলের মত যে মাংস কন্দ উৎপন্ন করে, তাহাকে কন্দ বলে। ১

রুক্ষ, বিবর্ণ ও স্ফুটিত হইলে বাতিক; রক্তবর্ণ, জ্বালা ও জ্বরযুক্ত হইলে পৈত্তিক; নীলবর্ণ ও কণ্ডূ-যুক্ত হইলে শ্লৈষ্মিক এবং সান্নিপাতিক কন্দে ত্রিদোষেরই লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়।২

সুজীর্ণং শোধিতঞ্চাভ্রং গন্ধকং কার্ষিকং ন্যসেৎ।
ততঃ পুষ্পরসং তত্র প্রস্থার্দ্ধঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ॥
অনুপানং প্রকুর্ব্বীত পয়শ্ছাগং বিশেষতঃ।
গব্যং ব্যপি পিবেৎ ক্ষীরং শীতং পলযুগং তথা॥
অস্য প্রসাদাৎ যণ্ডোঽপি সুতায়াং জনয়েৎ সুতান্।
রজোদোষেণ যা দুষ্টা শুক্রদোষেণ যাপি চ॥
স্ত্রীভগস্থগদেনৈব পীড়িতা যা:চ সর্ব্বদা।
যা চ পুষ্পং ন বিন্দেত ঋতুনা পীড়িতা চ যা॥
ভূত্বা ভূত্বা চ নশ্যন্তি সুতা যাসাং মুহুর্মুহুঃ।
অনেকৌষধযোগেণ মন্ত্রযোগেণ বা পুনঃ॥
অনেকব্রতযোগেণ যাসাং পুত্রো জায়তে।
তাসাং কামসমাঃ পুত্রা জায়ন্তে চিরজীবিনঃ॥"

১। "দিবাস্বপ্নাদতিক্রোধাদ্ব্যায়ামাদতিমৈথুনাৎ।
ক্ষতাচ্চ নখদন্তাদ্যৈর্বাতাদ্যাঃ কুপিতা যদা॥
পূয়শোণিতসঙ্কাশং লকুচাকৃতিসন্নিভম্।
জনয়ন্তি যদা যোনৌ নাম্না কন্দঃ স যোনিজঃ॥

২। রুক্ষং বিবর্ণং স্ফুটিতং বাতিকং তং বিনির্দ্দিশেৎ।
দাহরাগজ্বরযুতং বিদ্যাৎ পিত্তাত্মকং তু তম্॥
নীলপুষ্পপ্রতীকাশং কণ্ডূমন্তং কফাত্মকম্।
সর্ব্বলিঙ্গসমাযুক্তং সন্নিপাতাত্মকং বিদুঃ॥" নিদানম্।

কন্দরোগ চিকিৎসা।

মূষিকের সদ্যোমাংস /১ সের ও তৈল /৪ সের পাক করিবে। যখন মাংস গলিয়া যাইবে তখন নামাইয়া তৈল ছাঁকিয়া লইবে। এই তৈলে বস্ত্র সিক্ত করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে স্ত্রীলোকের লজ্জাকর যোনিকন্দরোগ বিনষ্ট হয়। ১

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

রক্তগুল্ম।

রক্তগুল্ম ভিন্ন আরও চারিপ্রকার গুল্মরোগ আছে; তাহা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই হইতে পারে। কিন্তু, রক্তগুল্ম কেবল স্ত্রীলোকেরই হইয়া থাকে। সেজন্য ইহাতে রক্তগুল্মের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।১

রক্তগুল্মের নিদান—মলমূত্রাদির বেগধারণ, অকালে গর্ভপাত, সূতিকার সময় বায়ুবর্দ্ধক আহার বিহার, ঋতুকালে উপবাস প্রভৃতি বিবিধ কারণে শরীরস্থ বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইলে, সেই কুপিত বায়ু গর্ভাশয়

১। "আখোর্মাংসং সপদি বহুধা খণ্ডখণ্ডীকৃতং যৎ।
তৈলে পাচ্যং দ্রবতি নিয়তং যাবদেতন্ন সম্যক্॥
তত্তৈলাক্তং বসনমনিশং যোনিভাগে দধানা।
হন্তি ব্রীড়াকরভগফলং নাত্র সন্দেহবুদ্ধিঃ॥ চক্রদত্তঃ।

১। "কুর্ব্বন্তি পঞ্চধাগুল্মং—
পুরুষাণাং তথা স্ত্রীণাং জ্ঞেয়ঃ রক্তেন চাপরঃ'। মাধবকরঃ

মুখে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ আর্ত্তব শোণিতকে সংরুদ্ধ করিয়া থাকে। সেই সংরুদ্ধ আর্ত্তব শোণিতই রক্তগুল্ম। গর্ভাশয় মধ্যে আর্ত্তব শোণিত সংরুদ্ধ হইলে প্রতি মাসেই তাহা ঋতুশোণিত দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া উদরের বৃদ্ধি ঘটাইয়া থাকে। ১

রক্তগুল্মের লক্ষণ।—রক্তগুল্ম হইলে,—শূল, কাস, অতীসার, বমি, অরুচি, অপাক, গাত্রে বেদনা, নিদ্রা, আলস্য ও কফস্রাব হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন গর্ভলক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। যথা—স্তনযুগলে দুগ্ধসঞ্চার, ওষ্ঠ ও স্তনের মুখ কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষুর্দ্বয় ম্লান, শরীরের গ্লানি, মূর্চ্ছা, বমনবেগ, নানা প্রকার ভোগ্যদ্রব্যে অভিলাষ, পাদশোথ এবং অন্যান্য গর্ভিণী লক্ষণ সমূহ। ২

গর্ভভ্রান্তি।—অনভিজ্ঞ লোকে তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া গর্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞচিকিৎসক বিশেষরূপ অনুধাবন করিলে রক্তগুল্ম ও গর্ভের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন।

রক্তগুল্ম ও গর্ভের পার্থক্য।—প্রকৃত গর্ভসঞ্চার হইলে গর্ভস্থ সন্তান প্রায়ই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত সঞ্চলিত হইয়া থাকে এবং সঞ্চলন কালে কোন রকম বেদনা বুঝিতে পারাযায় না। কিন্তু রক্ত-গুল্ম হইলে সেই সংরুদ্ধ রক্তপিণ্ডটী অনেককাল বিলম্বে মধ্যে মধ্যে বায়ু কর্তৃক

১। "সততমপচারানুরোধাদ্বেগানুদীর্ণান্ উপরুন্ধত্যা আমগর্ভে বাপ্যচিরাৎ পতিতে তথাপ্যচিরপ্রজাতায়াঃ ঋতৌ বা বাতপ্রকোপণান্যাসেবমানায়া বাতঃ প্রকোপমাপদ্যতে। স প্রকুপিতো যোন্যা মুখমনুপ্রবিশ্যার্ত্তবমুপরুণদ্ধি। মাসি মাসি তদার্ত্তবমুপরুধ্যমানং কুক্ষিমভিবর্দ্ধয়তি॥"

২। "তস্যাঃ শূলকাসাতীসারচ্ছর্দ্যরোচকাবিপাকাঙ্গমর্দ্দনিদ্রালস্যকফপ্রসেকাঃ সমুপজায়ন্তে স্তনয়োশ্চ স্তন্যমোষ্ঠয়োঃ স্তনমণ্ডলয়োশ্চ কার্ষ্ণ্যং গ্লানিঃ চক্ষুষোর্মূর্চ্ছা হৃল্লাসো। দোহদঃ শ্বয়থুঃ পাদয়োরীষচ্চোদ্গমো রোমরাজ্যা যোন্যাশ্চাজালত্বমপিচ যোন্যা দৌর্গন্ধ্যমাস্রাবশ্চোপজায়তে॥" চরকসংহিতা।

সঞ্চালিত হয় এবং যখন রক্তপিণ্ড নড়িতে থাকে, তখন পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। তথাপি যদি কেহ রক্তগুল্ম ও গর্ভের পার্থক্য না বুঝিয়া চিকিৎসা করিতে গিয়া অনিষ্ট সংঘটন করিয়া ফেলেন বলিয়া শাস্ত্রের উপদেশ,—দশমাস অতীত হইলে রক্তগুল্মের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ১

রক্তগুল্ম চিকিৎসা।

রক্তগুল্মে সমস্ত গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃত গর্ভ না রোগ, এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য প্রসবকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রক্তগুল্মের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য রোগ কালান্তরে দুঃসাধ্য হয়, কিন্তু রক্তগুল্ম তাহার বিপরীত। কালান্তরে ইহা সুসাধ্য হইয়া থাকে।

রক্তগুল্মে প্রথমতঃ স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ স্নেহবিরেচন দিবে। ১

পলাশের ক্ষার, ছয়গুণ বা চারিগুণ জলে গুলিয়া ২১ বার ছাঁকিবে। সেই ক্ষার জল ৩২ সের। ঘৃত ও তৈল মিলিত ৩২ সের। একত্র পাক করিবে। কেবল ঘৃত তৈল মাত্র অর্থাৎ ৩২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই স্নেহক্ষার উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে রক্তগুল্ম বিনষ্ট হয়।৩

গুলঞ্চ, নাটাকরঞ্জের ছাল, দারুহরিদ্রা, বামুনহাটী ও পিপুল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ তিলের ক্বাথের সহিত পান করিলে রক্তগুল্ম নষ্ট হয়।৪

১। "যঃ স্পন্দতে পিণ্ডিত এব নাঙ্গৈশ্চিরাৎ সশূলঃ সমগর্ভলিঙ্গঃ।
সরৌধিরঃ স্ত্রীভব এব গুল্মো মাসে ব্যতীতে দশমে চিকিৎস্যঃ।"

১। "রৌধিরস্য তু গুল্মস্য গর্ভকালব্যতিক্রমে।
স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরায় দদ্যাৎ স্নেহবিরেচনম্।।"

২। "পলাশক্ষার পাত্রে দ্বে দ্বে পাত্রে তৈলসর্পিষোঃ।
গুল্মশৈথিল্যজননীং পক্ত্বা মাত্রাং প্রযোজয়েৎ।।" চরকসংহিতা।

৩। "শতাহ্বা চিরবিল্বত্বগ্দারুভার্গীকণোদ্ভবঃ।
কল্কঃ পীতো হরেদ্ গুল্মং তিলক্বাথেন রক্তজ।।"

গুড়, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিঙ্গু ও বামুনহাটী ইহাদের চূর্ণ তিলের কাথের সহিত পান করিলে রক্তগুল্ম বিনষ্ট হয় ও রজোদর্শন বিলুপ্ত হইলে তাহার পুনরায় প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ১

কাঙ্কায়নগুড়িকা।

শটী, কুড়, দন্তীমূল, চিতামূল, অড়হর, শুঁঠ, বচ ও তৈডড়ী মূল, প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল, হিঙ্গু ৩ পল, যবক্ষার ২ পল, অম্লবেতস চূর্ণ ২ পল, যমানী, শ্বেতজীরা, মরিচ ও ধনে প্রত্যেকচূর্ণ ২ তোলা, কৃষ্ণজীরা, যমানী প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া টাবালেবুর রসে মাড়িয়া ৵০ আনা প্রমাণ বটিকা করিবে। দিনে দুই তিন বার সেব্য। অনুপান ঈষদুষ্ণ জল, কাঁজি, মদ্য, মুদ্গাদির যূষ, ঘৃত বা দুগ্ধ প্রভৃতি। ইহা সেবনে সর্ব্ববিধ গুল্ম ও অন্যান্য উপসর্গ সকল বিনষ্ট হয়। ২

১। "তিলকাথো গুড়ব্যোষহিঙ্গুভার্গীযুতো ভবেৎ।
পানং রক্তভবে গুল্মে নষ্টে পুষ্পে চ যোষিতাম্।"

২। "শটীং পুষ্করমূলঞ্চ দন্তীং চিত্রকমাঢ়কীম্।
শৃঙ্গবেরং বচাঞ্চৈব পলিকানি সমাহরেৎ॥
ত্রিবৃতায়াঃ পঞ্চৈব কুর্য্যাৎ ত্রীণি চ হিঙ্গুনঃ।
যবক্ষার পলে দ্বে চ দ্বে পলে চাম্লবেতসাৎ॥
যমান্যজাজী মরিচং ধান্যকঞ্চেতি কার্ষিকম্।
উপকুঞ্চ্যজমোদাভ্যাং তথা চাষ্টমিকামপি॥
মাতুলুঙ্গরসেনৈব গুড়িকাঃ কারয়েদ্ভিষক্।
তাসামেকাং পিবেদ্ দ্বে চ তিস্রো বাপি সুখাম্বুনা॥
অম্লৈশ্চ মদ্যযূষৈশ্চ ঘৃতেন পয়সাথবা।
রক্তগুল্মে চ নারীণামুষ্ট্রীক্ষীরেণ পায়য়েৎ॥ চক্রদত্তঃ।

পঞ্চানন রস।

পারদ,গন্ধক (কজ্জলী) শোধিত তুঁতে, শোধিত জয়পাল, পিপুলচূর্ণ ও সোঁদাল ফলের আটা এই সমুদয় সিজের আটায় ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া রোগীর অবস্থা বুঝিয়া বিশেষ বিবেচনা ও সাবধানতার সহিত এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান আমলকীরস বা তেঁতুলের রস। পথ্য, দধি ও অন্ন। ইহাতে রক্তগুল্ম নিবারিত হয়। ১

গুল্মকালানলরস।

পারদ, গন্ধক (কজ্জলী) শোধিত হরিতাল, তাম্রভস্ম, সোহাগার খৈ, প্রত্যেকে ২ তোলা, যবক্ষার ১০ তোলা, মুতা, পিপুল ,শুঁঠ, মরিচ, গজ-পিপুল, হরীতকী, বচ ও কুড় প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা। সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া ক্ষেতপাপড়া, মুতা, শুঁঠ ও আকনাদি, ইহাদের কাথে ভাবনা দিয়া শুকাইয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান হরীতকীর জল। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়।২

১। "পারদং শিখিতুথঞ্চ গন্ধং জৈপালপিপ্পলী।
আরগ্বধফলামজ্জা বজ্রীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ॥
ধাত্রীরসযুতং খাদেৎ রক্তগুল্মপ্রশান্তয়ে।
চিঞ্চাফলরসঞ্চানু পথ্যং দধ্যোদনং হিতম্॥"

২। "পারদং গন্ধকং তালং তাম্রকং টঙ্কণং সমম্।
তোলদ্বয়মিতং ভাগং যবক্ষারঞ্চ তৎসমম্॥
মুস্তকং পিপ্পলী শুণ্ঠী মরিচং গজপিপ্পলী।
হরীতকী বচা কুষ্ঠং তোলৈকং চূর্ণয়েৎ সুধীঃ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং পাত্রে ভাবনা ক্রিয়তে ততঃ।
পর্পটং মুস্তকং শুণ্ঠ্যপমার্গং পাপচেলিকম্॥
তৎপুনশ্চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ সর্ব্বগুল্মনিবারণম্।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ং খাদেদ্ধরীতক্যনুপানতঃ॥ রসেন্দ্রসারসংগ্রহঃ।

ত্রায়মাণাদ্যঘৃত।

ঘৃত /১ সের। ক্বাথার্থ, বলাডুমুর ৪ পল, জল /৫ সের শেষ /১সের। আমলকীর রস /১ সের। দুগ্ধ /১ সের। কল্কার্থ, কট্কী, মুতা, বলা-ডুমুর, দুরালভা, ভূমি-আমলা ক্ষীরকাকোলী,জীবন্তী, রক্তচন্দন,নীলোৎপল প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা সেবনে রক্তগুল্ম, পিত্তগুল্ম প্রভৃতি বহুবিধ পীড়ার শান্তি হয়। ১

বাসাঘৃত।

বাসকের মূল ও ছাল কুট্টিত করিয়া ঘৃতের অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিবে এবং অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথে বাসকপুষ্পের কল্ক দিয়া পাক করিবে। পাকান্তে ছাঁকিয়া ঘৃতের চতুর্থাংশ মধু মিশাইয়া রাখিবে। এই ঘৃত পান করিলে রক্তগুল্ম, পিত্তগুল্ম, রক্তপিত্ত, জ্বর ও কাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।২

বাতিকং পৈত্তিকং গুল্মং শ্লৈষ্মিকং সন্নিপাতিকম্।
দ্বন্দ্বজং বিনিহন্ত্যাশু বাতগুল্মং বিশেষতঃ।।"

১। "জলে দশগুণে সাধ্যং ত্রায়মাণাচতুষ্পলম্।
পঞ্চভাগস্থিতং পূতং কল্কৈঃ সংযোজ্য কার্ষিকৈঃ।
রোহিণী কটুকা মুস্তা ত্রায়মাণা দুরালভা।
কল্কৈস্তামলকী-বীরা-জীবন্তী-চন্দনোৎপলৈঃ।।
রসস্যামলকানাঞ্চ ক্ষীরস্য চ ঘৃতস্য চ।
পলানি পৃথগষ্টাষ্টৌ দত্ত্বা সম্যগ্ বিপাচয়েৎ।।
পিত্তরক্তভবং গুল্মং বিসর্পং পৈত্তিকং জ্বরম্।
হৃদ্রোগং কামলাং কুষ্ঠং হন্যাদেতৎ ঘৃতোত্তমম্।।"

২। "বৃষং সমূলমাপোথ্য পচেদষ্টগুণেঽম্ভসি।
শেষেঽষ্টভাগে তস্যৈব পুষ্পকল্কং প্রদাপয়েৎ।।
তেন সিদ্ধং ঘৃতং শীতং সক্ষৌদ্রং পিত্তগুল্মনুৎ।
রক্তপিত্ত-জ্বর-শ্বাস-কাস-হৃদ্রোগ-নাশনম্।।"

দন্তীহরীতকী।

দন্তীমূল ২৫ পল, চিতামূল ২৫ পল, জল ৬৪ সের। পাকের সময়, ২৫ টা ভাল বড় হরীতকী, এক খণ্ড বস্ত্রে আল্গা করিয়া বাঁধিয়া সিদ্ধ করিতে দিবে এবং আটসের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে। পরে, সেই ক্বাথে ২৫পল পুরাতন গুড় গুলিয়া পাক করিবে এবং ঐ পাকের সময়, পূর্ব্বোক্ত হরীতকী গুলি ৪পল ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে নিঃক্ষেপ করিবে। পাক প্রায় শেষ হইয়া আসিলে, তাহাতে তেউড়ীমূল-চূর্ণ ৪ পল, পিপুলচূর্ণ ৪ তোলা ও শুঁঠচূর্ণ ৪ তোলা, প্রক্ষেপ দিয়া লেহবৎ করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে, তাহাতে মধু ৪ পল ও দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচ ও নাগেশ্বর, ইহাদের প্রত্যেকচূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে মিশাইবে। প্রত্যহ একটী করিয়া হরীতকী স্নেহসহ ভক্ষণ করিলে, সুখে বিরেচন হইবে এবং ইহা দ্বারা,—গুল্ম, শোথ, অর্শঃ, পাণ্ডু, অরুচি, হৃদ্রোগ, গ্রহণী-দোষ, কামলা ও বিষমজ্বর প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়। ১

১। "জলদ্রোণে বিপক্তব্যা বিংশতিঃ পঞ্চ চাভয়াঃ।
দন্ত্যাঃ পলানি তাবন্তি চিত্রকস্য তথৈব চ।।
অষ্টভাগাবশেষস্তু রসং পূতমধিক্ষিপেৎ।
দন্তীসমং গুড়ং পূতং ক্ষিপেৎ তত্রাভয়াশ্চ তাঃ।।
তৈলার্দ্ধকুড়বঞ্চৈব ত্রিবৃতায়াশ্চতুঃপলম্।
চূর্ণিতঞ্চার্দ্ধপলিকং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।।
তৎ সাধ্যং লেহবচ্ছীতে তস্মিংস্তৈলসমং মধু।
দদ্যাচ্চূর্ণপলঞ্চৈকং ত্বগেলাপত্রকেশরাৎ।।
ততো লেহপলং লীঢ়্বা জগ্ধা চৈকাং হরীতকীম্।
সুখং বিরিচ্যতে স্নিগ্ধো দোষপ্রস্থমনাময়ম্।।
গুল্মং শ্বয়থুমর্শাংসি পাণ্ডুরোগমরোচকম্।
হৃদ্রোগং গ্রহণীদোষং কামলাং বিষমজ্বরম্।।" চরকসংহিতা

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

শিশুচিকিৎসা।

যে সকল বালক কেবল স্তনদুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদের যে সকল রোগ জন্মে, তাহার প্রধান কারণ জননীর দুগ্ধ।

শিশু বাতদুষ্ট স্তনদুগ্ধ পান করিলে বাতরোগাক্রান্ত, ক্ষীণস্বর ও কৃশাঙ্গ এবং তাহার মল মূত্রাদির সঙ্কোচ হইয়া থাকে। পিত্তদুষ্ট স্তন্য পান করিলে ঘর্ম্ম, মলভেদ, তৃষ্ণা, গাত্রসন্তাপ, কামলা ও অন্যান্য পিত্তরোগ জন্মে। কফদুষ্ট স্তন্য পান করিলে লালাস্রাব, শ্লৈষ্মিক পীড়া সমূহ, নিদ্রা, জড়তা, দুধতোলা এবং বালকের মুখ ও চক্ষুঃ স্ফীত হয়। দ্বিদোষ দুষ্ট-দুগ্ধ পানে দুই দোষের এবং ত্রিদোষ-দুষ্ট দুগ্ধ পানে সমুদয় দোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়।১

বালকের নাভি-পাকে,—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধু, ইহাদের কল্কে তৈল পাক করিয়া নাভিতে লাগাইবে এবং ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা নাভিদেশ পরিব্যাপ্ত করিবে। ২

১। "বাতদুষ্টং শিশুঃ স্তন্যং পিবন্ বাতগদাতুরঃ।
ক্ষামস্বরঃ কৃশাঙ্গঃ স্যাদ্বদ্ধবিণ্মূত্র-মারুতঃ॥
স্বিন্নো ভিন্নমলো বালঃ কামলা-পিত্তরোগবান্।
তৃষ্ণালু রুক্ষসর্ব্বাঙ্গঃ পিত্তদুষ্টং পয়ঃ পিবন্॥
কফদুষ্টং পিবন্ ক্ষীরং লালালুঃ শ্লেষ্মরোগবান্।
নিদ্রান্বিতো জড়ঃ শূনবক্ত্রাক্ষশ্ছর্দ্দনঃ শিশুঃ॥
দ্বন্দ্বজে দ্বন্দ্বজং রূপং সর্ব্বজে সর্ব্বলক্ষণম্।" নিদানম্।

২। "তস্য চেল্লাভিঃ পচ্যেৎ, তাং লোধ্রমধুকপ্রিয়ঙ্গুদারুহরিদ্রাকল্কসিদ্ধেন তৈলেনাভ্যজ্যাস্যেষামেব তৈলৌষধানাং চূর্ণেনাবচূর্ণয়েৎ।' চরকসংহিতা।

বালকের নাভি উঠিলে, একখণ্ড মৃৎপিণ্ড আগুনে পোড়াইয়া দুগ্ধে ডুবাইবে এবং সেই মৃৎপিণ্ড দুগ্ধসিক্ত হইয়া উষ্মান্বিত হইলে, তাহা দ্বারা নাভিতে স্বেদ দিবে। ইহা দ্বারা নাভিশোথ প্রশমিত হয়। ৩

(১) কুড়, মধু, ঘৃত, বচ ও সোণার তবক (২) ব্রাহ্মী, শঙ্খপুষ্পী, মধু ঘৃত ও স্বর্ণতবক (৩) অর্কপুষ্পী, বচ, মধু, ঘৃত ও স্বর্ণ (৪) কট্‌ফল, শ্বেত-দূর্ব্বা, মধু, ঘৃত ও স্বর্ণ, এই কয়েকটী যোগ বালককে লেহন করাইলে তাঁহার শরীরে বল, বর্ণ, পুষ্টি ও মেধা প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়। ৪

সদ্যোজাত বালক স্তন্যপান না করিলে, আমলা ও হরীতকী চূর্ণ, ঘৃত ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া বালকের জিহ্বায় ঘর্ষণ করিয়া দিলে স্তন্য পান করে। ৫

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বচ ও হরিদ্রা, ইহাদের চূর্ণ দুগ্ধসহ সেবন করাইলে বালকের কণ্ঠস্থ শ্লেষ্মা নির্গত হয় ও বালকের শরীর দৃঢ় হয়। ৬

৩। "মৃৎপিণ্ডেনাগ্নিতপ্তেন ক্ষীরসিক্তেন সোষ্মণা।
স্বেদয়েদুত্থিতাং নাভিং শোথস্তেনোপশাম্যতি ॥" চক্রদত্তঃ।

৪। "সৌবর্ণং সুকৃতং চূর্ণং কুষ্ঠং মধু ঘৃতং বচা।
মৎস্যাক্ষকং শঙ্খপুষ্পী মধু সর্পিঃ সকাঞ্চনম্ ॥
অর্কপুষ্পী মধু ঘৃতং চূর্ণিতং কনকং বচা।
সহেমচূর্ণং কৈটর্য্যং শ্বেতা দূর্ব্বা ঘৃতং মধু ॥
চত্বারোঽভিহিতাঃ প্রাশা অর্দ্ধশ্লোকসমাপনাঃ।
কুমারাণাং বপুর্মেধাবলপুষ্টিকরাঃ স্মৃতাঃ ॥" ভাবপ্রকাশঃ।

৫। "বালোঽচিরজাতঃ স্তন্যং ন গৃহ্ণাতি তস্য সহসৈব।
ধাত্রীমধুঘৃতপথ্যাকল্কেনাঘর্ষয়েজ্জিহ্বাম ॥" ভৈষজ্যরত্নাবলী।

৬। "ব্যোষশিবোগ্রারজনীকল্কং বা পীতমথ পয়সা।
উল্বং নিঃশেষং কুরুতে পটুতাং বালস্য চাত্যন্তম ॥

ভদ্রমুস্তাদি।

নাগরমুতা, হরীতকী, নিম্বপত্র, পটোলপত্র যষ্টিমধু ইহাদের কাথ একটু গরম থাকিতে ২ পান করাইলে বালকের জ্বর ভাল হয়। ৭

হরিদ্রাদি।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কণ্টকারী ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ পান করাইলে বালকের জ্বর ও অতিসার ভাল হয়। ইহা স্তন্যদোষ নাশক। ৮

ধাতক্যাদি।

ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। ইহা মধুর সহিত লেহন করাইলে বালকের জ্বরাতিসার ও বমন নিবারিত হয়। ৯

বালচতুর্ভদ্রিকা।

মুতা, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করাইলে বালকের জ্বরাতিসার, খাস, কাস ও বমন দূরীভূত হয়।১০

শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুতা ও আতইচ, ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করাইলে

৭। "ভদ্রমুস্তাভয়ানিম্বপটোলমধুকৈঃ কৃতঃ।
কাথঃ কোষ্ণঃ শিশোরেষ নিঃশেষজ্বরনাশনঃ ॥" ভাবপ্রকাশঃ।

৮। "হরিদ্রাদ্বয়যষ্ট্যাহ্বসিংহীশক্রযবৈঃ কৃতঃ
শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নঃ কষায়ঃ স্তন্যদোষনুৎ ॥ চক্রদত্তঃ।

৯। "ধাতকীবিল্বধন্যাকলোধ্রেন্দ্রযববালকৈঃ।
লেহঃ ক্ষৌদ্রেণ বালানাং জ্বরাতিসারবান্তিনুৎ ॥"

১০। "ঘনকৃষ্ণারুণাশৃঙ্গীচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্।
শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নং কাসশ্বাসবমীহরম্ ॥"

অথবা কেবল আতইচ চূর্ণ লেহন করাইলে শিশুদের কাসি, জ্বর ও বমি ভাল হয়। ১১

কণাদি লেহ।

পিপুল, মরিচ চিনি, মধু, ছোট এলাচ ও সৈন্ধব, প্রত্যেকে সমান। ইহা লেহন করাইলে বালকের মূত্রকৃচ্ছ (প্রস্রাবের কষ্ট ভাল হয়)। ১২

পুষ্করাদিচূর্ণ।

কুড়, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও দুরালভা, ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করাইলে বালকের সর্ব্বপ্রকার কাসি ভাল হয়। ১৩

নাগরাদি।

শুঁঠ, আতইচ, মুতা, বালা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ সকাল বেলায় পান করাইলে, বালকের সর্ব্বপ্রকার প্রবল অতিসার আরোগ্য হয়। ১৪

১১। "শৃঙ্গীং সমুস্তাতিবিষাং বিচূর্ণ্য লেহং বিদধ্যাম্মধুনা শিশূনাম্।
কাসজ্বরচ্ছর্দ্দিরর্দ্দিতানাং সমাক্ষিকঞ্চাতিবিষাং তথৈকাম্॥"

চক্রদত্তঃ।

১২। "কণোষণাসিতাক্ষৌদ্রসূক্ষ্মৈলাসৈন্ধবৈঃ কৃতঃ।
মূত্রগ্রহে প্রযোক্তব্যঃ শিশূনাং লেহ উত্তমঃ॥" ভাবপ্রকাশঃ।

১৩। "পুষ্করাতিবিষা শৃঙ্গী মাগধী ধন্বযাসকম্।
চূর্ণিতং মধুনা লীঢ়ং শিশূনাং পঞ্চ-কাস-নুৎ॥"

১৪। "নাগরাতিবিষামুস্তবালকেন্দ্রযবৈঃ শৃতম্।
কুমারং পায়য়েৎ প্রাতঃ সর্ব্বাতীসারনাশনম্।"

চক্রদত্তঃ।

পটোলাদি।

পল্‌তা, বহেড়া, হরীতকী. আমলা, নিমপাতা ও হলুদ ইহাদের ক্বাথ পান করাইলে বালকদের ক্ষত, বিসর্প, বিস্ফোট ও জ্বরের শান্তি হয়। ১৫

লবঙ্গ চতুঃসম।

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খৈ, প্রত্যেকে সমান। ইহা চিনি ও মধুর সহিত লেহণ করাইলে, আমাতিসার ও তজ্জন্য পেটের বেদনা প্রভৃতি ভাল হয়। ১৬

দাড়িম্ব চতুঃসম।

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খৈ, প্রত্যেকে সমান পরিমাণ; জলে মাড়িয়া দাড়িমফলের মধ্যে পুরিয়া মাটির লেপ দিয়া পোড়াইবে। অনন্তর ফলের মধ্য হইতে ঐ ঔষধ বাহির করিয়া ছাগদুগ্ধে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ। মাত্র অর্দ্ধরতি হইতে ২ রতি পর্য্যন্ত।১৭

বালকুটজাবলেহ।

কুড়চিমূলের ছাল ৮ তোলা, জল ⁄১ সের, শেষ ⁄।০ পোয়া। আতইচ, আকনাদি, জীরা, বেলশুঁঠ, আমআঁটির শস্য, শুল্‌ফা, ধাইফুল, মুতা ও

১৫। "পটোলত্রিফলারিষ্টহরিদ্রাক্বথিতং পিবেৎ।
ক্ষতবীসর্পবিস্ফোটজ্বরাণাং শান্তয়ে শিশোঃ॥ ভাবপ্রকাশঃ।

১৬। "জাতীফলং ত্রিদশপুষ্পসমন্বিতঞ্চ জীরঞ্চ টঙ্কণযুতং চরকৈঃ প্রযুক্তম্।
চূর্ণানি মাক্ষিকসিতা সহিতানি লীঢ়া সামাতিসারমখিলং গুরু হন্তি শূলম্॥"

১৭। "এতদ্দ্রব্যচতুষ্কং চেৎ দাড়িমীফলমধ্যগম।
পুটপক্বং পয়ঃপিষ্টং তদ্দাড়িম্বচতুঃসমম্॥"

জায়ফল, ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ।০ আনা, তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। ইহা দ্বারা আমশূল ও রক্তস্রাব প্রভৃতি ভাল হয়। ১৮

অষ্টমঙ্গল ঘৃত।

বচ, কুড়, ব্রাহ্মী, শ্বেতসর্ষপ, অনন্তমূল, সৈন্ধব ও পিপুল, এই সকল দ্রব্যের কল্ক একসের, জল ষোলসের ও ঘৃত চারি সের পাক করিবে। এই ঘৃত পান করাইলে বালকের বুদ্ধি, স্মৃতি ও মেধা প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়। ১৯

এতদ্ভিন্ন শিশুর পরিপালন ও চিকিৎসা সমূহ "শিশুচিকিৎসা" নামক গ্রন্থান্তরে বর্ণিত হইবে।

১৮। "মূলত্বচং বৎসকস্য পলমেকং সুকুট্টিতম্।
অষ্টভাগং জলং দত্ত্বা চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥
অতিবিষা চ পাঠা চ জীরকং বিল্বমেব চ।
আম্রাস্থি শতপুষ্পাচ ধাতকী মুস্তকং তথা॥
জাতীফলঞ্চ সঞ্চূর্ণ্য নিক্ষিপেৎ তত্র যত্নতঃ।
বালানামামশূলঘ্নো রক্তস্রাবং সুদারুণম্॥
অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তং জয়েদেতন্ন সংশয়ঃ।"

১৯। "বচাকুষ্ঠং তথা ব্রাহ্মী সিদ্ধার্থকমথাপি চ।
শারিবা সৈন্ধবঞ্চাপি পিপ্পলী ঘৃতমষ্টকম্॥
মেধ্যং ঘৃতমিদং সিদ্ধং পাতব্যঞ্চ দিনে দিনে।
দৃঢ়স্মৃতিঃ ক্ষিপ্রমেধাঃ কুমারো বুদ্ধিমান্ ভবেৎ॥" চক্রদত্তঃ।

—০—

সম্পূর্ণম্।

পরিশিষ্ট।

শ্রোণিচক্র।

মানবের শ্রোণি বা নিতম্বপ্রদেশ চারি খণ্ড অস্থি দ্বারা গঠিত। পৃষ্ঠবংশের নিম্নদেশে যে এক খানি ত্রিকোণাকার অস্থি আছে, তাহার নাম ত্রিক। ত্রিকের দুই পার্শ্বে দুই খানি শ্রোণিফলক। ত্রিকের নিম্নদেশে আর এক খানি ত্রিকোণাকার অস্থি আছে, তাহার নাম অনুত্রিক।

ক। শ্রোণিচক্র—Pelvis, খ। ত্রিক—Sacrum, গ। অনুত্রিক—Coccyx.

শ্রোণিচক্রের অভ্যন্তরস্থ গহ্বর প্রদেশের নাম **বস্তিগুহা**। পুরুষের বস্তিগুহা গভীর ও স্বল্পায়ত। কিন্তু স্ত্রীলোকের বস্তিগুহা অনতি-গভীর এবং পুরুষের অপেক্ষা বিশালভাবে আয়ত।

বস্তিগুহার মধ্যে পুরুষের **মলাশয়** ও **মূত্রাশয়** এবং স্ত্রীলোকের তদতিরিক্ত **গর্ভাশয়**,—এই তিনটী আশয় অবস্থিত আছে। গর্ভাশয়,—মলাশয় ও মূত্রাশয়ের মধ্যদেশে সংস্থিত। গর্ভাশয়ের আকৃতি একটী নিম্নমুখ ক্ষুদ্র কলসীর ন্যায় এবং তাহার মুখ রোহিত মৎস্যের মুখের মত। প্রতি ঋতুসময়ে ঐ মুখ বিকশিত হয় এবং ঋতু-কালান্তে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। গর্ভাশয়ের নিম্নদেশে যে বৃহৎ নলাকার প্রণালী সংযুক্ত আছে, তাহার নাম **যোনি** বা **অপত্যপথ**। গর্ভাশয়ের যে অংশ যোনির মধ্যে স্বভাবতঃ অবস্থিত, উহার নাম **গর্ভাশয়গ্রীবা** এবং গর্ভাশয়ের যে ছিদ্র যোনির অভ্যন্তরে অবস্থিত উহার নাম **গর্ভচ্ছিদ্র**।

১। বস্তিগুহা—Pelvic cavity. ২। মলাশয়—Colon (Part only.) ৩। মূত্রাশয়—bladder ৪। গর্ভাশয়—[illegible]. ৫। যোনি—Vagina. গর্ভাশয়গ্রীবা—Cervix.

গর্ভাশয় ২
বীজস্রোতঃ ৩
বীজস্রোতঃ ৩
বীজকোষ ৪
জরায়ুপক্ষতিকলা ৫
বীজকোষ ৪
জরায়ুপক্ষতিকলা ৫
গর্ভচ্ছিদ্র ১
অপত্যপথ ৬
যোনি ৬
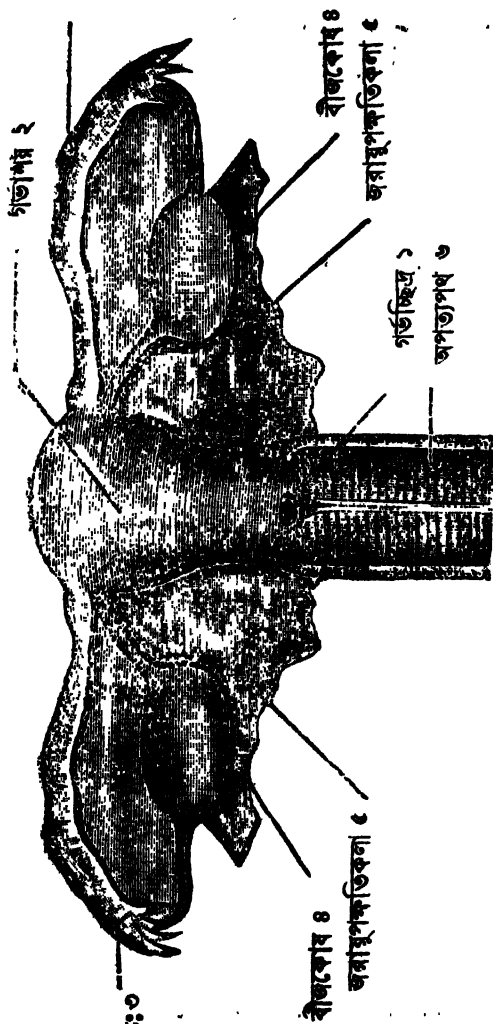
১। গর্ভচ্ছিদ্র—Os Uterus, ২। গর্ভাশয়—Uterus ৩। বীজস্রোতঃ—Fallopian-tube, ৪। বীজকোষ—Ovary, ৫। জরায়ুপক্ষতিকলা—Broad Ligament ৬। যোনি বা অপত্যপথ—Vagina

গর্ভাশয়ের দুই পার্শ্বে দুইটী **বীজকোষ** অবস্থিত। সেই বীজকোষ হইতে দুইটী **বীজস্রোতঃ** আসিয়া গর্ভাশয়ে মিলিত হইয়াছে। প্রত্যেক বীজকোষ, অভ্যন্তর দিকে একটী বন্ধন রজ্জু দ্বারা গর্ভাশয়ের উর্দ্ধপার্শ্বে সংবদ্ধ এবং বহির্দ্দিকে বীজস্রোতের মুক্ত প্রান্তে দুই এক খণ্ড সূত্র দ্বারা আবদ্ধ।

গর্ভবিবরণ।

বীজকোষের অভ্যন্তরে **বীজাণু** সকল প্রস্তুত হইয়া অঙ্কুরাবস্থায় অবস্থান করে এবং যখন ঐ সকল বীজাণু পরিপক্ক হইয়া উঠে, তখন কোষগুলি স্ফীত হইয়া থাকে ও উহাদের মধ্যে এক প্রকার রসের সঞ্চার হয়; সেই রসে বীজাণু সকল ভাসিতে থাকে। ক্রমে যখন রসের আধিক্য-বশতঃ কোষগুলি ফাটিয়া যায়, তখন বীজকোষ হইতে বীজাণু সকল বাহির হইয়া বীজস্রোতের মুক্ত প্রান্তে আসিয়া সংলগ্ন হয় ও উহারা ক্রমশঃ গর্ভাশয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। অনন্তর স্ত্রীপুরুষের মিলন কালে শুক্র-বীজাণু সকল গর্ভাশয় মধ্যে উহাদের সহিত মিলিত হইয়া বীজাণু সকলকে প্রস্ফুটিত করে এবং উহাদের পরস্পর মিলনে গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে। ইহাই শাস্ত্রোক্ত শুক্রশোণিত-সংযোগ।

বীজে গর্ভ সঞ্চার হইলে, সেই বীজ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং শীঘ্রই অণ্ডাকারে পরিণত হয়। উহা তিন মাস পর্য্যন্ত গর্ভাশয় মধ্যে প্রায় অসংলগ্ন ভাবে অবস্থান করে এবং ঐ সময়ে একটা পুরু পরদা সমস্ত অণ্ড দেহটী আবৃত করিয়া রাখে। তিন মাসের পর ঐ পরদাটাই ফুল-রূপে পরিণত হইয়া থাকে এবং অবশিষ্টাংশ ঝিল্লি বা কলারূপে গর্ভকে বেষ্টন করিয়া থাকে। ফুলের সংস্কৃত নাম **অমরা**[১] এবং ঝিল্লির সংস্কৃত নাম **কলা**[২]

১। অমরা—Placenta. ২। কলা—Membrane.

প্রথম মাসের অণ্ড, একটী মটরের মত হইয়া থাকে এবং সেই অণ্ডটী একটী উদ্ভ্র দ্বারা আবৃত থাকে ও তাহার মধ্যে লালার মত এক প্রকার পদার্থ থাকে। ঐ উদ্ভ্রাবৃত অণ্ডটী প্রথম মাসান্তে একটী পারাবতের অণ্ডসদৃশ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় মাসে উহা অপেক্ষাকৃত বড় এবং তাহার মাথা খুব বড় ও হস্তপদাদির স্থান সকল একটু উচ্চ বলিয়া বোধ হয়। তখন ভ্রূণটী অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ অর্থাৎ এক ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। তিন মাসের ভ্রূণ তিন চারি ইঞ্চি লম্বা হয়। ঐ সময়ে তাহার দেহের চেয়ে মাথা খুব বড় হয় ও অঙ্গুলি সকলের চিহ্ন বেশ দেখা যায় এবং চক্ষু দুইটী চিংড়ি মাছের মত উচ্চ দেখায়। চারি মাসে ভ্রূণের স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ লক্ষিত হয়, মাথায় অল্প অল্প চুল দেখা যায়; কিন্তু নখ হয় না ও লম্বায় ছয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। পাঁচ মাসে;—নখ, মাথায় বেশ চুল, গায়ে অল্প অল্প লোম ও লম্বায় দশ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয় এবং গর্ভিণী গর্ভ মধ্যে তাহার সঞ্চলন বুঝিতে পারে। ছয় মাসে,—বার ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়, ভ্রূ দেখা যায়, কিন্তু তখন চোক ফোটে না, অণ্ডকোষ দুইটী পেটের মধ্যেই থাকে। ঐ সময়ে ভূমিষ্ঠ হইলে, কিছুক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সাত মাসে,—প্রায় চৌদ্দ ইঞ্চি লম্বা হয়, চোখ ফোটে, অণ্ডকোষ দুইটী বাহির হয়। তখন জন্মিলে বাঁচিবার আশা থাকে। অষ্টম মাসে—সন্তান ষোল ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয় এবং নয় বা দশ মাসে সন্তান পরিপুষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইয়া থাকে।

পাঁচ ছয় মাসের পর গর্ভিণীর পেটে হাত দিলে, গর্ভস্থ সন্তানের সঞ্চলন বুঝিতে পারা যায় এবং কখন কখন তাহার হাত অথবা পা পেটের মধ্যে এক স্থানে উঁচু হইতেও দেখা যায়। ঐ সময়ে পেটের উপর কর্ণ দিয়া শুনিলে, সন্তানের হৃদযন্ত্রের স্পন্দনও অনুভূত হইয়া থাকে।

প্রসব-লক্ষণ।

গর্ভের সম্পূর্ণ পরিবৃদ্ধি হইলে গর্ভাশয়ের পূর্ণবিস্তৃতি হইয়া থাকে। তখন উহা বুক পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠে। কিন্তু প্রসবের দুই তিন সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে সন্তানসহ জরায়ু ক্রমে ক্রমে নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িতে থাকে। তখন গর্ভিণীর পূর্ব্বের ন্যায় শ্বাসকষ্টাদি থাকে না। কিন্তু বারংবার মূত্রপ্রবৃত্তি হয় ও প্রসবপথ শিথিল এবং পদদ্বয় ঈষৎ শোথযুক্ত হইয়া থাকে। প্রসবের প্রায় দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে ঈষৎ রক্তাভ-শ্বেতবর্ণ লালার মত এক প্রকার পদার্থ যোনির অভ্যন্তরে ক্ষরিত হইতে থাকে। তাহা দ্বারা প্রসবপথ পিচ্ছিল হয়, সেজন্য প্রসব কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে।

এই সময়ে কখন কখনও এক প্রকার **মিথ্যা প্রসববেদনা** উপস্থিত হয়। তাদৃশ বেদনা, সাধারণতঃ গর্ভিণীর উদরাময় বা মলবদ্ধতার জন্যই হইয়া থাকে। সবিশেষ অনুধাবন করিলে প্রকৃত ও মিথ্যা প্রসববেদনার পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃত প্রসববেদনা কটি-দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সম্মুখের দিকে আসে, আর মিথ্যা বেদনা কেবল মাত্র পেটের সম্মুখভাগেই বোধ হয়। প্রসবের ব্যথা নিয়ম মত আসে ও কিছুক্ষণ থাকিয়া নিবৃত্ত হয়। কখনও শীঘ্র শীঘ্র আসিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে; কখনও বা বিলম্বে আসিয়া অল্পক্ষণেই নিবৃত্ত হয় এবং প্রায়ই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু মিথ্যা প্রসব বেদনা সেরূপ হয় না। প্রসব-বেদনায় গর্ভচ্ছিদ্রের বিস্তৃতি ঘটিয়া প্রসবপথ সংক্ষিপ্ত হইতে থাকে। মিথ্যা বেদনায় সে সব কিছু হয় না। তদ্ভিন্ন বস্তিপ্রয়োগ অর্থাৎ পিচকারী দ্বারা মল পরিষ্কার করাইয়া দিলে প্রকৃত প্রসব-বেদনার বৃদ্ধি হয়; কিন্তু মিথ্যা বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রসব-বেদনার সংস্কৃত নাম **আবী**।

প্রসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।—

১। **গর্ভাশয়ের সঙ্কোচ**,—প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে মধ্যে মধ্যে আবী অর্থাৎ ব্যথা আসিতে থাকে। ব্যথার সময় পেটে হাত দিলে গর্ভাশয় কিছুক্ষণ খুব শক্ত হইয়া পরে কিঞ্চিৎ শিথিল হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। পুনঃপুনঃ ব্যথা আসিলে গর্ভাশয় উত্তরোত্তর সঙ্কুচিত হইতে থাকে। প্রত্যেকবার সঙ্কোচের ফলে গর্ভাশয় পূর্ব্বাপেক্ষা ছোট থাকিয়া যায়। এই ব্যথার জন্য গর্ভচ্ছিদ্র ও অপত্যপথ ক্রমশঃ বিস্ফারিত হয় এবং গর্ভ নিম্নে নামিতে থাকে। প্রসূতির শারীরিক অবস্থানুসারে প্রসববেদনা ক্ষীণ অথবা প্রবল বেগে আসিতে থাকে।

২। **উদরের সঙ্কোচ**।—প্রসববেদনা যখন তীব্র হইতে থাকে, তখন উদরের মাংসপেশী সকলও সঙ্কুচিত হইয়া খুব শক্ত মত হয়। তাহাতে প্রসব কার্য্যের সবিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে।

৩। **গর্ভাশয়ের মুখবিস্তৃতি**।—প্রসবব্যথা উপস্থিত হইলে গর্ভাশয়ের সঙ্কোচ ও গর্ভচ্ছিদ্র বা গর্ভাশয়ের মুখ ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। গর্ভচ্ছিদ্র পঞ্চাঙ্গুল পরিমিত বিস্তৃত হইলে **পূর্ণবিস্তার** বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। পূর্ণবিস্তার হইলে গর্ভাশয় ও অপত্য-পথ উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যায়।

৪। **উল্ব**।—উল্ব অর্থাৎ যে জলপূর্ণ থলির মধ্যে সন্তান অবস্থান করে। তাহার নিম্নাংশ, গর্ভাশয়ের সঙ্কোচের ফলে ক্রমে একটা থলির মত হইয়া গর্ভচ্ছিদ্র দিয়া ক্রমশঃ বহির্গত হইতে থাকে। এই অবস্থায় বিশেষ সতর্কভাবে হাত দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সন্তানের কোন্ অংশ প্রথমে আসিতেছে।

গর্ভচ্ছিদ্রের পূর্ণবিস্তার হইলে উল্ব ফাটিয়া গিয়া খানিকটা জল বাহির হইয়া যায়। চলিত কথায় তাহাকে **পানমুচিভাঙ্গা** বলে। প্রকৃত পানমুচির বাহিরেও একটা **মিথ্যাপানমুচি** থাকে। তাহা ফাটিয়া

গিয়া জল নির্গত হইলে প্রকৃত পানমুচিভাঙ্গা বলিয়া ভুল হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পানমুচি ভাঙ্গিয়া গেলে হাত দিয়া সন্তানের মাথার সঙ্কুচিত চর্ম্ম বেশ বুঝিতে পারা যায়। আর মিথ্যা পানমুচি ভাঙ্গিয়া গেলে ব্যথার সময় আঙ্গুল দিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উহা বেশ শক্ত আছে এবং ছেলের মাথার নীচে জল আছে ও বেদনানিবৃত্তির সময়ে আঙ্গুল দিয়া উহা সঙ্কুচিত করিতেও পারা যায়।

৫। **শিরঃস্ফীতি,**—প্রসবসময়ে, প্রথমে সন্তানের মাথার যে টুকু অংশ বাহির হয়, তাহা স্ফীত এবং টিপিলে তলতলে বলিয়া বোধ

প্রসবের তিন অবস্থা।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল কোন্ কোন্ সময়ে প্রকাশ পায়, তাহা সবিশেষ জানিতে হইলে, সমগ্র প্রসবকালকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। প্রসব-বেদনার আরম্ভ হইতে গর্ভচ্ছিদ্রের পূর্ণবিস্তৃতি পর্য্যন্ত কাল,—প্রথমাবস্থা। গর্ভচ্ছিদ্রের পূর্ণবিস্তৃতি হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত কাল,—দ্বিতীয়াবস্থা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে অমরাপতন পর্য্যন্ত কাল,—তৃতীয়াবস্থা।

প্রথমাবস্থায়—গর্ভিণীর প্রসব বেদনা ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতে থাকে। নাড়ীর গতি দ্রুত হয় ও প্রস্রাব ঘন ঘন হইতে থাকে এবং কাহারও বা বমি কিংবা কম্প হইতে দেখা যায়। এই সময়ে গর্ভচ্ছিদ্র ক্রমে বিস্তৃত হইতে থাকে এবং যে পর্য্যন্ত গর্ভচ্ছিদ্রের পূর্ণবিস্তার না হয়, ততক্ষণ প্রসূতির বিশেষ যন্ত্রণা হইতে থাকে।

পরিশিষ্ট।

প্রসবোন্মুখ শিশু।
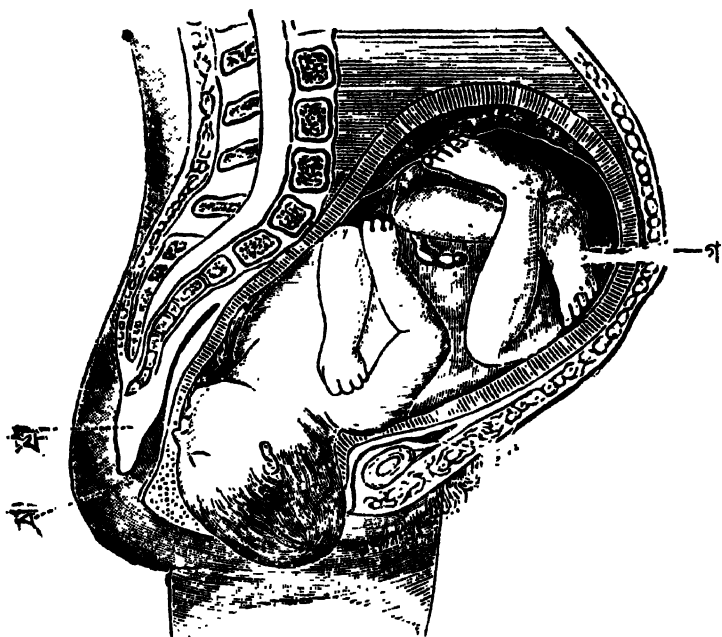
গর্ভচ্ছিদ্রের পূর্ণবিস্তৃতি হইলে উল্ব কাটিয়া জল বাহির হয় ও সে সঙ্গে সন্তানের মাথা আসিয়া প্রসব-দ্বারে উপস্থিত হয়। তখন গর্ভাশয়-মুখের ও অপত্যপথের কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না, উভয়ে মিলিয়া একটী পথমাত্রে পরিণত হয়।

সাধারণতঃ গর্ভচ্ছিদ্রের পূর্ণ বিস্তৃতি হইতে প্রথম প্রসূতির পক্ষে পনের ঘণ্টা লাগে এবং যাহাদের দুই তিন বার সন্তান হইয়াছে, তাহাদের সাত আট ঘণ্টা সময় লাগে। প্রসূতির শারীরিক অবস্থানুসারে কথনও বা

ক—মলদ্বারের পশ্চাদ্ভাগ। খ—মলদ্বার। গ—গর্ভাশয়।

অতি অল্প বা অতি দীর্ঘকালও লাগিয়া থাকে। তিন অঙ্গুলি পরিমাণ গর্ভচ্ছিদ্রের বিস্তৃতি হইতে যত সময় লাগে, সাধারণতঃ পূর্ণবিস্তৃতি হইতে তাহার অর্দ্ধেক সময় লাগিয়া থাকে। স্বাভাবিক প্রসবের ইহাই নিয়ম।

দ্বিতীয়াবস্থায়,—পানমুচি ভাঙ্গার পর প্রসব বেদনার কথঞ্চিৎ শান্তি হয়। সেই সময় গর্ভিণীও একটু সুস্থ হয়। তারপর আবার তীব্রভাবে ঘন ঘন বেদনার আবির্ভাব হয়। তখন প্রসূতি ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে থাকে ও কিছু চাপিয়া ধরিয়া জোরে প্রবাহণ করিতে (কোঁথ দিতে) থাকে। এই সময়েই প্রবাহণের দ্বারা প্রসব কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হয়। কেন না, প্রবাহণের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানও বাহির হইতে থাকে। তখন **মূলাধারভূমি** বা মূলভূমি অর্থাৎ যোনিদ্বার ও মলদ্বারের মধ্যবর্ত্তী স্থান অত্যন্ত স্ফীত ও বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং উহা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হয়। ঐ সময়ে প্রসবোন্মুখ সন্তানের মস্তক গর্ভাশয় সঙ্কোচের ফলে বাহির হইতে চেষ্টা করে এবং ঐ স্থানে পুনঃপুনঃ বাধা প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে প্রসববেগ প্রবল হইলে মূলভূমি* বিদীর্ণ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। মূলভূমি সম্পূর্ণরূপে ফাটিয়া গেলে, মলদ্বার ও যোনিদ্বার এক হইয়া যাইতে পারে। উহাতে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা আছে। অতএব যাহাতে উহা না ফাটিতে পারে সে বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক। সন্তানের মস্তক বাহির হইলে, প্রসূতি কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়। তারপর যখন অবশিষ্ট দেহটা বাহির হইয়া আসে, তখন সেই সঙ্গে অবশিষ্ট জলও বাহির হইয়া পড়ে। প্রথম প্রসূতির দ্বিতীয়াবস্থা প্রায় দুই ঘণ্টা থাকে। কিন্তু যাহাদের একাধিক সন্তান হইয়াছে, তাহাদের এক ঘণ্টা বা তদপেক্ষাও অল্প সময় লাগে।

তৃতীয়াবস্থা,—সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর গর্ভাশয় দৃঢ়ভাবে

---

*'মূলাধারভূমির্মূলভূমির্বা নাম গুদোপস্থমধ্যস্থো ভাগঃ সেবনীচিহ্নিতঃ।' প্রত্যক্ষশারীরম। মূলাধারভূমি—Perineum.

সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত হয়, ততক্ষণ গর্ভাশয় হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। এই সময়ে অমরা-পতনের জন্য আবার ব্যথার উদয় হয় এবং সেই ব্যথাতেই অমরা বা ফুল পড়িয়া যায়। ফুল পড়িয়া গেলে, জরায়ু সঙ্কুচিত হইয়া মুষ্টিগ্রাহ্য হইয়া থাকে। কাজেই তখন জরায়ুর মধ্যে অবকাশ না থাকায় রক্তস্রাবও রহিত হইয়া যায়। যদি জরায়ুর দৃঢ়ভাবে সঙ্কোচ হইতে বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে অমরার কতক অংশ ছাড়িয়া যায় ও কতক অংশ জরায়ু-গাত্রে লাগিয়া থাকে, সেজন্য গর্ভাশয়ের মধ্যে রক্তস্রাব হইতে থাকে। এই রক্তস্রাব অধিক হইলে প্রসূতির প্রাণনাশের সম্ভাবনা, সেজন্য এই সময়ে গর্ভাশয় যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র সঙ্কুচিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

প্রসবান্তে বেদনা,—প্রসবের পরে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত তলপেটে প্রসব বেদনার ন্যায় এক প্রকার মন্দ মন্দ ব্যথা হইতে থাকে। তাহাতে জরায়ু উত্তরোত্তর দৃঢ়ভাবে সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং সেজন্য গর্ভাশয়ের যাবতীয় ক্লেদ বাহির হইয়া পড়ে।

প্রসবকালে কর্ত্তব্য।

প্রসবের সময় কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

১। প্রসবগৃহ। গৃহটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে এবং ঘরের ভিতরে দুই তিন জনের অধিক লোক থাকিবে না। যদি সেই ঘরে পূর্ব্বে কাহারও সন্তান হইয়া গর্ভিণীর সূতিকা-সন্নিপাতে বা সন্তানের ধনুষ্টঙ্কারে মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে সে গৃহ ত্যাগ করাই উচিত। যদি তাহা ত্যাগ করা অসম্ভব হয়; তবে, পাকাঘর হইলে কলি ফিরাইয়া দিবে। আর মাটির অথবা বেড়ার ঘর হইলে রসকর্পূর *জলে গুলিয়া সেই জল

---

* রসকর্পূর (Perchloride of Mercury) এক সের জলে ।০আনা পরিমাণ দিলেই কার্য্যোপযোগী লোশন হইবে। আইজলে (Izal) লোশন করিতে হইলে দুই সের জলে এক কাঁচ্চা 'আইজল' দিবে। জল অগ্রে ফুটাইয়া লওয়া আবশ্যক।

দিয়া ঘরের মেজে, দেওয়াল ও চাল প্রভৃতি সমস্ত স্থান গুলি উত্তম-রূপে ধৌত বা পরিশোধিত করিয়া লইবে।

২। প্রসূতির শয্যা ও বস্ত্রাদি। প্রসবের পূর্ব্বে প্রসূতিকে এক খানি ধোয়া কাপড় পরিতে দিবে। তাহার নিজের ও সন্তানের শয্যা এবং গাত্রবস্ত্র প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য সূতিকা-গৃহে গ্রহণ করিতে হইবে, সে সমস্তও পূর্ব্ব হইতে ধোপাবাড়ি দিয়া অথবা সাবান কিংবা সাজি মাটিতে সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া বেশ করিয়া শুকাইয়া সন্নিকটে রাখিয়া দিবে।

৩। ধাত্রীর কর্ত্তব্য। প্রসব-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, ধাত্রীরও পরিষ্কৃত এবং পরিশুদ্ধ বস্ত্রাদি পরিধান করা কর্ত্তব্য। কারণ, যে সকল বস্ত্রাদি তিনি সর্ব্বদা ব্যবহার করেন, তাহাতে ধনুষ্টঙ্কার বা সূতিকা-সন্নিপাতের বিষজীবাণু সকল অলক্ষিতে বাস করিতে পারে। সেজন্য সে সকল পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। অনন্তর ধাত্রী হাতের নখগুলি কাটিবেন ও হস্ত দুইটী কনুই পর্য্যন্ত বেশ করিয়া সাবান দিয়া পরিষ্কার করিবেন ও দুই হাতে রসকর্পূর-মিশ্র জল (বা আইজল লোশন) দিয়া উত্তমরূপে বিশুদ্ধ করিয়া লইবেন। প্রসবান্তে সন্তানের নাড়ী-চ্ছেদের জন্য যে কাঁচি ব্যবহৃত হইবে, তাহাও উত্তমরূপে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। এরূপ শোধন বিষয়ে এ দেশের সাধারণ লোকের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। সেজন্য বৎসর বৎসর কত যে প্রসূতি ও সন্তান সূতিকাগৃহে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

প্রসবের-অবস্থায় কর্ত্তব্য (Duriug labur)

প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে গর্ভিণীর জন্য এক খানি চৌকীতে (মেজেতে নহে) বেশ পরিষ্কৃত বিছানা করিবে এবং ঐ বিছানায় একখানি ধোয়া কাপড় চারিপাট করিয়া (অথবা একখানি 'অয়েল ক্লথ') গর্ভিণীর কোমরের নীচে হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটায় পাতিয়া দিবে। যদি গর্ভিণীর

কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে, দুই সের গরম জলে এক ছটাক সাবান গুলিয়া উহার (ডুশ বা) বস্তিপ্রয়োগ দ্বারা গর্ভিণীর সঞ্চিত মল নির্গত করাইয়া দিবে এবং প্রসবদ্বার বা যোনিমুখ বাহির হইতে সাবান জল দিয়া উত্তম রূপে পরিষ্কৃত করিয়া দিবে। পরে প্রসূতিকে খানিক গরম দুগ্ধ খাওয়াইয়া চলিয়া বেড়াইতে বলিবে। যে পর্য্যন্ত ভিতরে গর্ভদ্বারের পূর্ণবিস্তৃতি না ঘটে, সে পর্য্যন্ত যতদূর সম্ভব চলিয়া বেড়ান প্রসূতির পক্ষে বিশেষ হিতকর; কেননা চলিয়া বেড়াইলে গর্ভদ্বারের বিস্তৃতি শীঘ্র শীঘ্র ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থায় সর্ব্বপ্রথমে একবার মাত্র হস্তশোধন করিয়া গর্ভদ্বারের ও গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থান সম্বন্ধে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু অধিকবার পরীক্ষা বা ঘাঁটাঘাঁটি কদাচ করিবে না। ঐরূপ করায় বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা আছে। গর্ভদ্বারের পূর্ণবিস্তৃতি ঘটিলে পর প্রসূতিকে শয্যায় শোয়াইয়া দিবে এবং পানমুচি ফাটিয়া যাওয়ার প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।

পানমুচি ফাটিলে কর্ত্তব্য।—পানমুচি ফাটিবার পরে অতি সত্বরই শিশুর মাথা যোনিদ্বার পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। এই সময়ে দুইটী বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক।

১। সন্তানের গলায় নাড়ী বেষ্টিত আছে কি না, তাহার পরীক্ষা। ইহা সহজেই সন্তানের গলার চারিদিকে অঙ্গুলি ঘুরাইয়া দেখিলেই জানা যায়। যদি গলায় নাড়ী বেষ্টিত থাকে, তবে অল্পে অল্পে মাথা গলাইয়া নাড়ীর বেষ্টন খুলিয়া দিবে অথবা নাড়ী যাহাতে শক্তভাবে না আটকাইতে পারে, সেরূপ করিয়া দিবে। নিতান্তই যদি এই উভয় কার্য্যের কোনটাই করিতে না পারা যায়; তাহা হইলে সেই নাড়ীর মধ্যস্থলে দুই পার্শ্বে দুইটী বেশ শক্ত করিয়া বাঁধন দিবে এবং ঐ বন্ধনদ্বয়ের মাঝখানে কাঁচি দিয়া কাটিয়া দিবে। বিশেষ সাবধান, যেন কাঁচির আগাটা কোথাও না বিঁধিয়া যায়।

২। **মূলাধারভূমি বা পেরিনিয়ম্ রক্ষা**;—প্রসবের বেগে অনেক সময়েই যোনি ও মলদ্বারের মধ্যস্থলে মূলভূমি বা মূলাধারভূমি ফাটিয়া যায় এবং এইরূপ ফাটিয়া যাওয়াতে প্রসূতির তৎকালে সূতিকা-সন্নিপাত প্রভৃতি এবং পরে যোনিকন্দ বা জরায়ুনির্গম প্রভৃতি দারুণ দুশ্চিকিৎস্য রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। এজন্য যাহাতে মূলাধারভূমি না ফাটিয়া যায়, তদ্‌বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক।

মূলাধারভূমির রক্ষার যত প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়ই প্রশস্ত।

যখন শিশুর মস্তক যোনিমুখে দেখা যাইবে, তখন খানিকটা বিশুদ্ধ তূলা বা পরিশুদ্ধ বস্ত্রখণ্ডের নুটী করিয়া সম্মুখে মলদ্বারের উপর একহস্তে এরূপভাবে বিবেচনার সহিত চাপিয়া ধরিবে, যাহাতে মূলাধারভূমি শিথিল থাকে এবং অপর হস্তদ্বারা শিশুর মস্তক যাহাতে অতি সত্বর বাহির হইতে না পারে, সেজন্য উহা প্রসববেগ আসিলে ভিতরের দিকে ঠেলিয়া রাখিবে। দুই চারি বার এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে মূলাধারভূমি অল্পে অল্পে ফাঁক হইয়া প্রসবপথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে। এই সময়ে যদি অপর কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হস্তের দুইটী অঙ্গুলি দ্বারা খানিকটা গরম তৈল লইয়া যোনির নিম্ন পরিধি ধীরে ধীরে ফাঁক করিয়া দিতে থাকেন, তাহা হইলে মূলাধারভূমি-রক্ষা আরও সহজ হয়। প্রথম-প্রসূতির মূলাধার-ভূমির উপর গরম জলের স্বেদ দিলে আরও উপকার হয়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে,—প্রথমেই সে জীবিত কিনা অর্থাৎ বেশ শ্বাস লইতেছে কিনা তাহাই দেখিবে এবং প্রসূতির রক্তস্রাব অধিক হইতেছে কিনা তদ্বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য করিবে। স্মরণ রাখিবে, এই দুইটী বিষয়ের সহিত শিশুর ও প্রসূতির জীবন-মরণ-সম্বন্ধ। এজন্য একজন যেমন শিশুর ভার লইবে, অমনই অপর একজন প্রসূতির তলপেটে জোরে চাপ দিয়া জরায়ু মুঠার মধ্যে ধরিয়া রাখিবে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই যদি কাঁদিয়া উঠে, তবে উহার নাক, মুখ,চোক ও গলার ভিতর বেশ করিয়া মুছাইয়া দিবে। যদি সন্তানের মুখে লালা ঘড়ঘড় করে, তবে আঙ্গুল দিয়া অথবা এক খণ্ড পরিষ্কৃত ন্যাকড়া দিয়া সন্তানের লালা পরিষ্কার করিয়া দিবে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদি না কাঁদে, তাহা হইলে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। প্রথমতঃ সন্তানের গলায় আঙ্গুল দিয়া লালা বা শ্লেষ্মা বাহির করিয়া দিবে ও পা দুটী ধরিয়া মাথা একটু নীচু করিয়া একবার ঝাঁকানি দিবে। ইহাতে যদি সন্তান নিঃশ্বাস না ফেলে, তাহা হইলে শিশুকে উপুর করিয়া পিঠে দুই তিনটী চড় মারিবে ও মুখে চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিবে এবং এক খানি শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড লইয়া সন্তানের বুকে ও পিঠে জোরে তাড়াতাড়ি ঘর্ষণ করিতে থাকিবে। এই সকল উপায়ে প্রায়ই মৃতপ্রায় শিশুও কাঁদিয়া উঠিবে। আর যদি ইহাতেও কোন ফল না হয়, তাহা হইলে পাশাপাশি এক গামলা ঠাণ্ডা জল ও এক গামলা গরম জল রাখিয়া তাহাতে সন্তানের মুখ বাদ রাখিয়া গলা পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে অর্থাৎ একবার গরম জলে আর একবার ঠাণ্ডা জলে ডুবাইতে থাকিবে এবং সন্তানের মুখে পর্য্যায়ক্রমে গরম জলের ও ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিতে থাকিবে। এই রকম বার কত করিতে করিতে প্রায়ই সন্তান কাঁদিয়া উঠে। ইহাতে যদি কিছু না হয়, তবে নাড়ী কাটিয়া শিশুকে পৃথক করিবে এবং কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া দ্বারা শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া,—শিশুকে চৌকিতে এরূপভাবে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া দিবে, যেন তাহার মাথাটী তোমার দিকে থাকে। অপর একজন সন্তানের পায়ের দিকে বসিয়া শিশুর পা-দুটাকে সোজা ভাবে রাখিয়া যোড় করিয়া (জোরে নহে) ধরিয়া থাকিবে। তারপর তুমি সন্তানের হাত দুইটী দুই হাতে ধরিয়া নিজের পার্শ্ব দিয়া এরূপে

টানিয়া ধরিবে যেন উৰ্দ্ধদিকে প্রসারিত হস্তদ্বয় সন্তানের মাথার দুই পার্শ্বে ঠেকে। আবার পরক্ষণেই হাত দুইটাকে সঙ্কুচিত করিয়া সন্তা-নের দুই পার্শ্বে পাঁজরের উপর সবলে টিপিয়া ধরিবে এবং যখন সন্তানের হস্তদ্বয় উপর দিকে তুলিবে, তখন তাহার মুখে একবার করিয়া খুব জোরে ফুঁ দিতে থাকিবে। এইরূপে পুনঃপুনঃ হস্তদ্বয়ের সঙ্কোচন ও প্রসারণ করিলে এবং সেই সঙ্গে একবার করিয়া ফুঁ দিতে থাকিলে সন্তানের বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে থাকিবে এবং শ্বাসবায়ুও যাতায়াত করিবে। অধিক তাড়াতাড়ি না করিয়া মিনিটে ১৫।২০ বার এইরূপ সঙ্কোচন প্রসারণ করিলেই চলিতে পারে। এইরূপ করিতে করিতে যখন দেখিবে সন্তান খাবি খাওয়ার মত করিতেছে, তখনও বার কতক ঐরূপ প্রক্রিয়া করিবে। সাধারণতঃ ১৫ পনের মিনিট হইতে আধ ঘণ্টার মধ্যে স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার আরম্ভ হয়। সন্তান ভালরূপ শ্বাস লইতে আরম্ভ করিলে বাঁচিবার যথেষ্ট আশা হইল জানিবে। তখন কৃত্রিম-শ্বাসক্রিয়া অল্পে অল্পে বন্ধ করিবে।

পূর্ব্ববর্ণিত উপায় সকল দ্বারা যদি সন্তান জীবিত না হয়, তবে তাহার প্রত্যাশা করা বৃথা।

প্রসবান্তে কর্ত্তব্য।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, সন্তান জীবিত থাকুক আর নাই থাকুক, সকল স্থলেই অতঃপর প্রধানতঃ দুইটী কার্য্য কর্ত্তব্য। প্রথম নাড়ীকাটা, দ্বিতীয় ফুলপড়া।

নাড়ীকাটা।—জাত সন্তানের অবস্থা স্বাভাবিক হইলেও কিছু-ক্ষণ বিলম্ব করিয়া নাড়ীকাটা উচিত। কেন না, জাতমাত্রেই নাড়ী কাটিলে ফুলের মধ্যস্থিত অনেকটা রক্ত হইতে শিশু বঞ্চিত হয়, তাহাতে

সন্তান কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সেজন্য নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে জাত বালকের নাড়ীতে হাত দিয়া দেখিবে, যখন নাড়ীর স্পন্দন রহিত হইয়াছে ও নাড়ী শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তখন নাড়ী কাটিবার সময় হইয়াছে বুঝিবে এবং পরিষ্কৃত ও বিশোধিত হস্তের দুইটী অঙ্গুলি দিয়া নাড়ীর রক্তটা চুচিয়া সন্তানের নাভির দিকে দিয়া, নাভি হইতে ৩।৪ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান বাদ দিয়া এক অঙ্গুল অন্তর দুইটী শক্ত বন্ধন দিবে এবং সেই বন্ধনের মাঝ খানে কাটিয়া দিবে। যদি দেখাযায়,—নাড়ীকাটার পরেও সন্তানের নাভিনাড়ী দিয়া রক্ত পড়িতেছে, তাহাহইলে পূর্ব্ব বন্ধনের আগে আবার একটী দৃঢ়ভাবে বন্ধন দিবে। নতুবা রক্তস্রাব হইতে থাকিলে বালকের মৃত্যু হইতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—নাড়ী কাটিবার পূর্ব্বে কাঁচি ও সূতা গরম জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া লইবে এবং হাত দুটীকে বেশ করিয়া সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলিবে, তারপর রসকর্পূরের জলে পুনরায় হাত দুইটীকে ভাল করিয়া ধুইয়া বিশোধিত করিয়া লইবে। কদাচ কাঁচি, সূতা ও হাত প্রভৃতি উত্তমরূপে বিশোধিত না করিয়া সন্তানের নাড়ী কাটিবে না। সাধারণতঃ দেখাযায় যে, পল্লীগ্রামে এই বিশোধন ক্রিয়ার অনভিজ্ঞতাবশতঃ কত সন্তান ও প্রসূতি অকালে সূতিকাগৃহেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। যদি অবিশোধিত যন্ত্রাদি বা হস্তের দ্বারা সন্তানের নাড়ী কাটা হয়, তবে তাহার দোষে শিশুর ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি নানাবিধ মারাত্মক ব্যাধি হইতে পারে। **পেঁচোয় পাওয়া** বলিয়া আমাদের দেশে যে ব্যাধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সাধারণতঃ নাড়ী কাটার দোষেই হইয়া থাকে ; বস্তুতঃ উহা গ্রহদোষে ঘটে না, বুদ্ধিদোষেই ঘটিয়া থাকে।

নাড়ীকাটার পর,—বিশুদ্ধ তূলা (Boric cotton) বা এক খানি সুপরিষ্কৃত বিশুদ্ধ ন্যাকড়া তিন চারি পুরু করিয়া পাট করিয়া সন্তানের নাভির উপর চাপা দিয়া পেটে একটী পেটী জড়াইয়া দিবে।

এবং সর্ষপ তৈলে (বা ডাক্তারী সুইট অয়েলে) ন্যাকড়া ভিজাইয়া আস্তে আস্তে শিশুর গায়ের ছাৎলা তুলিয়া দিবে এবং বিশেষ সাবধানতার সহিত গরমজলে স্নান করাইয়া অর্থাৎ গলা পর্য্যন্ত সমস্ত দেহটা ধুইয়া বেশ করিয়া মুছাইয়া দিবে। স্নানের সময় নাভীতে জড়ান পেটীটা না ভিজিলেই ভাল হয়। তথাপি স্নানের পরে পেটীর ন্যাকড়া বা তুলা প্রভৃতি সমস্তই বদ্‌লাইয়া দিবে।

ফুলপড়া। সাধারণতঃ ফুল বাহির করিবার জন্য বড় একটা চেষ্টা করিতে হয় না। প্রকৃতির নিয়মে যখন জরায়ু উত্তমরূপে সঙ্কুচিত হয়, তখন আপনা হইতেই ফুল পড়িয়া থাকে ও রক্তস্রাবের পথ রুদ্ধ হয়। যদি আপনা হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ফুল না পড়ে বা অধিক রক্তস্রাব হইতে থাকে, তবে গর্ভাশয় স্বাভাবিক ভাবে সঙ্কুচিত হইতেছে না বুঝিতে হইবে। তখন প্রসূতির তলপেটে হাত দিয়া জরায়ুটী ধরিয়া চট্‌কাইতে থাকিবে। এইরূপ করিতে করিতে দেখিতে পাইবে জরায়ুটা ক্রমে ক্রমে শক্ত হইতে থাকিবে এবং কিছু ক্ষণের মধ্যেই যখন জরায়ুটা খুব সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে, তখনই ফুলটাও বাহির হইয়া যাইবে। কিন্তু এইরূপে জরায়ু চট্‌কাইবার পূর্ব্বে প্রসূতির পেটের উপর হাত দিয়া বেশ করিয়া দেখিবে জরায়ুর অবস্থা কিরূপ। যদি স্পষ্টভাবে বুঝাযায় যে, তাহাতে আর একটী সন্তান আছে, তবে তাহার প্রসবের জন্য অপেক্ষা করিবে।

ফুল বাহির হইয়া আসিলে বিশেষ করিয়া দেখিবে যে ফুলটা সমগ্র বাহির হইয়াছে কিনা। যদি দেখ ফুলের মধ্যে খানিকটা ফাঁক আছে, তবেই বুঝিতে হইবে ফুলের কিয়দংশ পেটের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে; তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ জরায়ুটাকে চট্‌কাইতে থাকিবে। ঐরূপ করিলে ফুলের বাকী অংশটুকু রক্তের সহিত বাহির হইবে।

কাহার কাহারও জরায়ু হইতে ফুল খসিয়া আসিয়া যোনিদ্বারে আট্‌কাইয়া যায়। যদি সেরূপ হয়, তাহা হইলে একহাতে জরায়ুটাকে খুব দৃঢ়-

ভাবে মুঠার মধ্যে ধরিয়া অপর হাতে ফুলটা ধীরে ধীরে দুবাইয়া ঘুরাইয়া কৌশলক্রমে বাহির করিবে।

সতর্কতা।—কদাচ ফুল বাহির করিবার জন্য নাড়ী ধরিয়া টানিবে না। যদি জরায়ু হইতে ফুল না খসিয়া থাকে, তাহা হইলে নাড়ীর টানের সঙ্গে জরায়ু পর্য্যন্ত বাহির হইয়া আসিতে পারে। কিংবা নাড়ী বা ফুলের অংশবিশেষ পেটের মধ্যে থাকিয়া যাইতে পারে। সেজন্য তখনই অধিক রক্তস্রাবে অথবা পরিণামে সূতিকাসন্নিপাতে প্রসূতির মৃত্যু হইতে পারে।

প্রসবের পর একঘণ্টা পর্য্যন্ত পূর্ব্বকথিত প্রক্রিয়া সত্ত্বেও যদি ফুল না পড়ে, অথবা ফুল পড়িবার পূর্ব্বে বা পরে অত্যধিক রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহা হইলে কোন প্রসূতিতত্ত্ব-নিপুণ চিকিৎসককে ডাকিয়া পাঠাইবে।

ফুলপড়ার পর,—প্রসূতিকে এককাচ্চা অশোকসার [বা ১৫ ফোটা আরগট্] শীতল জলের সহিত মিশাইয়া খাইতে দিবে; তাহা হইলে জরায়ু দৃঢ়ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে রক্তস্রাবও বন্ধ হইবে। তারপর বিশুদ্ধ গরমজল বা রসকর্পূরের জল দিয়া প্রসূতির যোনির সম্মুখ ভাগ বেশ করিয়া ধুইয়া মুছাইয়া দিবে ও পরিষ্কার বিশুদ্ধ তূলার বা ন্যাক্ড়ার ছোট একটী গদির মত করিয়া যোনির মুখভাগে দিয়া কৌপীন পরাইয়া দিবে এবং আর একটী অপেক্ষাকৃত বড় বিশুদ্ধ তূলা বা ন্যাকড়ার গদির মত করিয়া তলপেটে জরায়ুর উপর দিয়া একখানা ছোট লম্বা কাপড় দিয়া পেটটা উত্তমরূপে জড়াইয়া বাঁধিয়া দিবে এবং ঐ বন্ধনীর লম্বা কাপড়ের দ্বারা প্রসূতির নিতম্ব ও উরুদ্বয়ের কিয়দংশ স্থান পর্য্যন্ত জড়াইয়া বাঁধিয়া দিবে,যাহাতে প্রসূতি পা ফাঁক করিয়া চলিয়া ফিরিয়া না বেড়াইতে পারে; অনন্তর প্রসূতিকে স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে বলিবে।

প্রসূতি-চর্য্যা।—সন্তান প্রসবের কিছুক্ষণ পরে প্রসূতিকে লঘু পথ্য দিবে। পেট ভার থাকিলে পথ্যাদি কিছু না দিয়া অল্প অল্প গরম

জল পান করিতে দিবে। কিন্তু রক্তস্রাবের সম্ভাবনা থাকিলে গরম জল না দিয়া শীতল জল দিবে।

প্রসূতির যাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, তাহার জন্য বিশেষ সাবধান হইবে এবং যদি দেখ, পর পর দুইরাত্রি প্রসূতির নিদ্রা হইতেছে না; তাহা হইলে প্রসূতির বিকার হইবার সম্ভাবনা আছে বুঝিবে। তাদৃশ অবস্থায় উপযুক্ত চিকিৎসককে ডাকিয়া দেখাইবে।

প্রসবের পর তিন দিন পর্য্যন্ত প্রসূতিকে উঠিতে বসিতে দিবে না। প্রস্রাব ত্যাগ করা আবশ্যক হইলে, দুই তিন দিন পর্য্যন্ত শুইয়া শুইয়া প্রস্রাব করাই ভাল। নিতান্তই আবশ্যক বোধ হইলে বড় জোর শয্যার উপর বসিয়া প্রস্রাব করা চলিতে পারে।

যদি প্রসবান্তে প্রসূতির প্রস্রাব বন্ধ থাকার জন্য বিশেষ কষ্ট হয়, তবে তলপেটে বস্তিপ্রদেশে (bladder) গরম জলের সেক দিবে। তাহাতে যদি প্রস্রাব না হয়, তাহা হইলে শলাকা দিয়া প্রস্রাব করাইয়া দিবে।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, প্রত্যেকবার প্রস্রাব বা দাস্ত হইবার পর প্রসূতির যোনিমুখ বিশুদ্ধ গরম জল দিয়া ধৌত করিয়া কোপীন বদলাইয়া দিতে হইবে এবং অপর সময়েও প্রসবান্তের স্বাভাবিক স্রাবে ভিজিয়া গেলে মধ্যে মধ্যে কৌপীন বদলান আবশ্যক।

প্রসূতির তিন দিন পরেও যদি প্রসূতির মলবদ্ধ থাকে, তবে আধ ছটাক এরণ্ড তৈলের (Castor Oil) জোলাপ দিবে। তাহাতে যদি মল পরিষ্কার না হয়, তবে বস্তিপ্রয়োগ (পিচ্‌কারী) করিয়া দাস্ত করাইয়া দিবে। কদাচ মল প্রভৃতির জন্য কোঁথ দিতে দিবে না। কেন না তাহাতে রক্তস্রাবাদি নানাবিধ উপসর্গ হইবার সম্ভাবনা।

প্রসবের পর প্রথম তিন চারি দিন কেবল রক্তস্রাব হইয়া থাকে। তার পর রক্ত কমিয়া আসে এবং যাহা কিছু স্রাব হয়, তাহার রঙের তত গাঢ়তা থাকে না। সাত আট দিন পরে স্রাবের রং পীতাভ হইয়া আসে।

একুশ দিনের পর সাধারণতঃ স্রাব বন্ধ হইয়া যায়। আর যদি অধিক দিন পর্য্যন্ত রক্তাভ স্রাব হইতে থাকে। তাহা হইলে গর্ভাশয় স্বাভাবিক সঙ্কুচিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই বুঝিয়া যথাযথ চিকিৎসা করাইবে। এরূপ অবস্থায় রক্তপ্রদরোক্ত ব্যবস্থা পালনীয়।

প্রসবের পর প্রত্যহ প্রসূতির নাড়ীর গতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যদি কোন দিন সামান্য একটু জ্বর বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে বিশেষ চিন্তিত হইবার আবশ্যক নাই। আর যদি জ্বর বেশী বলিয়া বোধ হয়, তবে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে যে, ঐ জ্বর প্রসূতির কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য অথবা স্তনে দুগ্ধ আসার জন্য হইয়াছে কি না। যদি মলবদ্ধতার জন্য জ্বর হয়, তাহা হইলে দুই তোলা বিশুদ্ধ এরণ্ড তৈলের (Costor Oil) জোলাপের ব্যবস্থা করিবে। তাহাতে দুই তিনবার মল বাহির হইয়া গেলেই জ্বরের প্রকোপ কমিয়া যাইবে। আর যদি স্তনে দুগ্ধ আসার জন্য জ্বর হয়, তাহা হইলে স্তনের দুগ্ধ গালিয়া ফেলিবে বা অপর কোন শিশুকে স্তন্য পান করাইয়া দিবে, তাহাতে জ্বরের উপশম হইবে। পূর্ব্বোক্ত কারণদ্বয় ব্যতিরিকেও যদি প্রসূতির প্রবল জ্বর হয়, মাথার যন্ত্রণা থাকে, চক্ষুঃ লাল হয়, তাহা হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসককে ডাকাইয়া তাঁহার হস্তে চিকিৎসার ভার অর্পণ করিবে এবং তাঁহার ব্যবস্থামত রোগিণীর পরিচর্য্যা করিবে এরূপ অবস্থায় সূতিকা-সন্নিপাতের বিশেষ আশঙ্কা জানিবে।

গর্ভিণীর বিপৎসমূহ।

গর্ভাবস্থায় নানা প্রকার ব্যাধির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যেরূপ আচার ব্যবহারে থাকিলে গর্ভিণীর রোগ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প,

সে সকল উপায় একাদশ অধ্যায়ে (৩৫ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে কয়েকটী অবশ্য জ্ঞাতব্য রোগের বিষয় লিখিত হইতেছে।

শোথ।

গর্ভাবস্থায় সপ্তম বা অষ্টম মাসে যদি গর্ভিণীর পদদ্বয়ে শোথ দেখা যায় এবং মুখও ঈষৎ স্ফীত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে অচিরে তাহার প্রতীকারের উপায় করিবে। নচেৎ বিপদের সম্ভাবনা আছে।

প্রথমতঃ প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া দেখিবে তাহাতে ওজোধাতু (albumen) আছে কি না। এক খানি নূতন সরাতেবা মাটীর হাঁড়িতে রোগিণীর প্রস্রাব রাখিয়া জ্বাল দিবে। যদি দেখ ঐ প্রস্রাবের নীচে খানিকটা সাদামত কিছু জমিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে লেবুর রস দিলেও উহা ভাঙ্গিয়া যায় না, জমাট বাঁধিয়াই থাকে; তাহা হইলে বুঝিবে প্রস্রাবে, albumen আছে এবং সেই জন্যই গর্ভিণীর শোথ দেখা দিয়াছে।

তাদৃশ অবস্থায় গর্ভিণীকে কেবল দুগ্ধান্ন পথ্য দিবে এবং লবণ ও জল খাইতে নিষেধ করিয়া দিবে। পিপাসার সময়েও জল না দিয়া দুগ্ধ পান করিতে দিবে। যদি পথ্যাদির পরিবর্ত্তনাদি দ্বারা রোগের উপশম না হয়, তাহা হইলে রীতিমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। *

প্রসবের পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বে গর্ভিণীর পদদ্বয়ে যে শোথ দেখা যায়, তাহাতে কোন আশঙ্কা নাই।

রক্তামাশয়।

গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত হইলে অথবা ঠাণ্ডা লাগাইলে

---

* এরূপ অবস্থায় পুনর্নবামণ্ডূর ও পুনর্নবাষ্টক-পাচন প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

গর্ভিণীর আমাশয় রোগ হইতে পারে এবং প্রথম হইতে তাহার যথোচিত প্রতীকার না করিলে ক্রমে রক্তামাশয়ে পরিণত হয়।

আমাশয় হইলে আর কাল বিলম্ব না করিয়া মৃদু জোলাপের ব্যবস্থা করা উচিত। তাহাতে সঞ্চিত মলরাশি নির্গত হইয়া গেলে শীঘ্রই রোগ সারিয়া যায়। এক কাঁচ্চা এরণ্ড (Castor Oil) তৈলেই উত্তম জোলাপ হইয়া যাইবে। রোগ বেশী দিনের হইলে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিবে।

গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত।

গর্ভাবস্থায় আঘাত লাগা, ভারি জিনিষ তোলা, অত্যন্ত পথ হাঁটা, বাহ্যের সময় খুব বেশী বেগ দেওয়া, মনের উদ্বেগ, গর্ভসঙ্কোচক ঔষধ সেবন, অতিরিক্ত শীত বা গরম লাগান এবং প্রবল জ্বর বা অতিসার হাম, বসন্ত ও গর্ম্মি প্রভৃতি রোগের দ্বারা আক্রমণ প্রভৃতি নানাবিধ কারণের দ্বারা গর্ভপাত হইতে পারে।

অল্প অল্প রক্তস্রাব ও পেটে বেদনা প্রভৃতি দ্বারা গর্ভপাতের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে গর্ভিণীকে শোয়াইয়া রাখিবে এবং রক্তস্রাব যাহাতে না হইতে পারে, সেইরূপ ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিবে (৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও যদি গর্ভস্রাব রহিত না হয়, তাহা হইলে আর গর্ভ রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে না এবং গর্ভস্থ ভ্রূণ অর্থাৎ ছাঁচ পড়িয়া গেলে প্রসবের পর যেরূপ প্রসূতির পরিচর্য্যা করিতে হয়, সেইরূপ শুশ্রূষাদি করিবে। (পরিশিষ্ট ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

কখন কখনও অপরিণত ভ্রূণের কিয়দংশ গর্ভস্রাবের পরেও গর্ভাশয় মধ্যে থাকিয়া যাইতে পারে। উহা সত্বর বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ ঐ অংশমাত্র গর্ভাশয়ে পচিয়া গর্ভিণীর বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে;

এমন কি সূতিকা-সন্নিপাত পর্য্যন্ত হইতে পারে। সেজন্য প্রসূতির প্রাণহানির আশঙ্কা আছে, অতএব গর্ভস্রাবের পর প্রসূতির বিশেষ যত্নের সহিত পরিচর্য্যা করিবে। রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে উপযুক্ত চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং যতক্ষণ চিকিৎসক না আসেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জরায়ু হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া চট্‌কাইতে থাকিবে। ঐরূপ কিছুক্ষণ করিতে করিতে রক্তস্রাব রহিত হইতে পারে। রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পরে পেট বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

গর্ভাপস্মার (Eclampsia.)

পরিপূর্ণ গর্ভাবস্থায়, প্রসবের পূর্ব্বে অথবা প্রসবের সময় যদি গর্ভিণীর ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে থাকে, তাহা হইলে জানিবে গর্ভিণীর গর্ভাপস্মার হইয়াছে। এই রোগ প্রকটিত হইবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে গর্ভিণীর শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়, চক্ষুর পাতায় ও পদদ্বয়ে শোথ দেখা যায় এবং সময়ে সময়ে দৃষ্টি শক্তির হ্রাসও হয়। রোগ প্রকাশ পাইলে রোগিণী অজ্ঞান হইয়া পড়ে, দাঁত লাগিয়া যায়, হাত পা ছুড়িতে থাকে, মুখ হইতে অনবরত ফেনা ও লালা নির্গত হয় এবং মৃগীর ন্যায় সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

প্রথম প্রথম দশ পনের মিনিট বা আধ ঘণ্টা অন্তর রোগিণীর মূর্চ্ছা হইতে থাকে। পরে আরও ঘন ঘন মূর্চ্ছার বেগ আসিতে থাকে। অতি সত্বর ইহার প্রতিকার করা আবশ্যক, নচেৎ এ রোগে গর্ভিণীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

এই রোগ প্রকাশ পাইলে অচিরাৎ প্রসব করান আবশ্যক হইয়া থাকে। সেজন্য রোগের প্রথমাবস্থা হইতেই উপযুক্ত চিকিৎসকের হস্তে সমর্পণ করিবে এবং যাবৎ উপযুক্ত চিকিৎসক না পাওয়া যায় তাবৎ রোগিণীর মাথায় শীতল জলের ধারা বা বরফ দিতে থাকিবে এবং সম্ভব

হইলে সিকি রতি মাত্রায় আফিং (বা মর্ফিয়া) ঘন ঘন ৪।৫ বার পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিবে এবং দরজা জানালা খুলিয়া দিবে। সুবিধা থাকিলে বস্তিক্রিয়া (ডুস) দ্বারা মল পরিষ্কার করিয়া দিবে। এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা রোগ কিছু উপশম হইতে পারে।

প্রসূতির বিপৎসমূহ।

প্রসবের সময়ে এবং প্রসবের পরেও প্রসূতির কতকগুলি বিপদের সম্ভাবনা আছে। তন্মধ্যে,—মূলাধারভূমির রক্ষা, প্রসবান্তে রক্তস্রাব প্রভৃতি বিষয়গুলি পূর্ব্বেই বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসবকালে এবং প্রসবান্তে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, সে সকল যত্ন পূর্ব্বক অবলম্বন করিলে বিপদের সম্ভাবনা প্রায়ই থাকে না। অতএব যাহাতে পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রসবের পরে প্রসূতির যতপ্রকার বিপদ্ আছে, তন্মধ্যে সূতিকা সন্নিপাতের ন্যায় মারাত্মক ব্যাধি বোধহয় আর নাই। সেজন্য যাহাতে উক্ত রোগ না হইতে পারে, তজ্জন্য প্রতিপদে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি পুনরায় ঐ দুষ্টরোগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের কতকগুলি অমূল্য উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে।

সূতিকা-সন্নিপাত।

যদি প্রসবকালের উপকরণ সকল উত্তমরূপে বিশোধিত না করিয়া ব্যবহার করা যায় অথবা সূতিকাগৃহ বা ধাত্রীর হস্ত কোন প্রকারে দূষিত হয় এবং যদি ধাত্রী অপরিস্কৃত ও অবিশুদ্ধ হস্তে প্রসবকার্য্য সম্পাদন করে, তাহাহইলে পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহের দ্বারা সূতিকা সন্নিপাতের জীবাণু-বিষ

প্রসূতির দেহে সংক্রমিত হইতে পারে। সাধারণতঃ যেস্থলে প্রসব স্বাভাবিক ভাবে না হইয়া যন্ত্রাদি সাহায্যে সম্পাদিত হয়, অথবা যেস্থলে মূর্খধাত্রীরা অন্যায়রূপে ঘাঁটাঘাটি করিয়া গর্ভাশয় বা অপত্যপথ দূষিত করে কিম্বা যেস্থানে প্রসবান্তে গর্ভাশয়ের স্বাভাবিক সঙ্কোচ না হওয়ায় রক্তের চাপ সকল অথবা ফুলের কোন অংশ উহার মধ্যে থাকিয়া পচিতে থাকে। সেই স্থলেই সূতিকা সন্নিপাতের বিশেষ সম্ভাবনা।

সূতিকাসন্নিপাতের জীবাণু সকল দেহমধ্যে প্রবেশ করিলে, প্রায় পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই খুব কম্প দিয়া জ্বর হয়। অনেকস্থলে জরায়ু টিপিলে ব্যথা বোধ হয় ও তলপেটে স্থানেস্থানে শক্ত বলিয়া বোধ হয়। কখনও বা পেট-কাপে ও তলপেটে এত ব্যথা বোধ হয় যে, সামান্য কিছুদ্বারা স্পর্শ করিলেও প্রসূতি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। কখনও বা তলপেটে কিছুমাত্র বেদনা থাকে না বা কোনপ্রকার স্রাবও থাকেনা। কিন্তু রোগিণীর নাড়ীর গতি অতিক্ষীণ হইয়া আসে ও সন্নিপাতোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। প্রথম সাত আট দিনের মধ্যে অকস্মাৎ প্রস্রাব বন্ধ হইয়া জ্বর হইলে বা স্রাবে দুর্গন্ধ অনুভূত হইলে সূতিকাসন্নিপাত হইতেছে বা হইবে বলিয়া বুঝিতে হয়। এরূপ অবস্থায় বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক।

কোন কোন সময়ে প্রসূতির হস্তপদের সন্ধি সকলে অত্যন্ত বেদনা হয় ও সে সকল স্থান ফুলিয়া উঠে বা স্থানে স্থানে ফোঁড়া হইতে দেখা যায়। ইহা সূতিকাসন্নিপাতের আর একরূপ।

সূতিকাসন্নিপাত অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি। এইরোগের বীজাণু দ্বারা অতিসত্বর অপর একজন প্রসূতিও আক্রান্ত হইতে পারে। ইহার পরিণামফলও অত্যন্ত শোচনীয়। পেটের মধ্যে ফুলের ছিন্নাংশ পচিয়াও জ্বর হইতে পারে। কিন্তু উহা ঠিক্ সূতিকাসন্নিপাত নহে, তবে তাহারও অতি সত্বর প্রতীকার করা আবশ্যক। নচেৎ তাহা উপেক্ষিত হইলে সূতিকা-সন্নিপাতে পরিণত হইতে পারে। অতএব প্রসবের পর জ্বর দেখা

দিলে উপযুক্ত প্রসূতি তন্ত্রবিৎ চিকিৎসকের আদেশমত কার্য্য করা উচিত। তাহা হইলে কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা থাকেনা।

জরায়ুবিকৃতি।

প্রসবের পরে ফুল টানিয়া বাহির করিলে অথবা অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে আপনা হইতেই জরায়ু বাহির হইয়া আসিতে পারে। জরায়ু বাহির হইয়া পড়িলে আর কাল বিলম্ব না করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসক ডাকিয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করাইয়া দেওয়া উচিত। নতুবা প্রসূতির প্রাণসংশয় হইয়া থাকে।

আর যদি প্রসবের পর জরায়ু রীতিমত সঙ্কুচিত না হয়, তাহা হইলে প্রসূতির কটীদেশে বেদনা এবং মল ও মূত্র নির্গমনকালে তলপেটে ব্যথা প্রভৃতি হইয়া থাকে; প্রসূতি চলিতে কষ্টবোধ করে এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত স্রাব থাকে। প্রসূতির তাদৃশ অবস্থা ঘটিলে উপযুক্ত চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য।

নূতন-স্ত্রীরোগ।

পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও দুইটী নূতন রোগ বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায়। একটী বিষমেহ (গণোরিয়া) অপরটী ফিরঙ্গ (গর্ম্মি) রোগ। অতি প্রাচীন কালে এদেশে ঐ দুইটী রোগের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গেই ঐ রোগ দুইটী এদেশে আগমন করে এবং কালক্রমে উহারা স্ত্রী পুরুষের উপর বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

সংসর্গ-দোষেই বিষমেহ ও ফিরঙ্গরোগের উৎপত্তি হয়। যে সকল অসংযতেন্দ্রিয় পুরুষ চাঞ্চল্যবশতঃ উক্তরোগগ্রস্ত দুষ্টা স্ত্রীর সহিত মিলিত হয়। তাহাদের শরীরে সর্ব্বপ্রথমে ঐ সকল রোগের বীজাণু সকল প্রবেশ-লাভ করে। পরে তাদৃশ রোগগ্রস্থ পুরুষের সংসর্গে নিরীহ কুলললনারও উক্ত রোগসকল প্রকাশ পায়।

বিষমেহ ।

স্ত্রীলোকের বিষমেহ হইলে প্রস্রাবে অত্যন্ত যন্ত্রণা ও নানাপ্রকার বেদনা হয়। প্রস্রাবদ্বার ফোলে, লাল হয় ও ভিতর হইতে পূয় নির্গত হয়। তদ্ভিন্ন কুঁচ্‌কিতে বীচি ফোলে। বিষাক্ত পূয়স্রাব লাগিয়া প্রসবপথেও ঘা হয়, ক্রমে গর্ভাশয়, বীজস্রোতঃ এবং বীজকোষ পর্য্যন্ত তাদৃশ দুষ্টরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। সেজন্য রোগিণীর তলপেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় ও নানাপ্রকার উপসর্গ সকল দেখাযায়। বিশেষ চিকিসার দ্বারা রোগের যন্ত্রণা সকল নিবৃত্তি হইতে পারে বটে; কিন্তু রোগের বিষ একেবারে চলিয়া যায় না। উক্তরোগগ্রস্থা রমণীর প্রায়ই মৃতবৎসা বা বন্ধ্যাদোষ ঘটিয়া থাকে।

ফিরঙ্গ-রোগ ।

ফিরঙ্গরোগ-গ্রস্ত পুরুষের সংসর্গে স্ত্রীলোকেরও উক্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। ফিঙ্গরোগ হইলে প্রথমতঃ প্রসবপথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ির মত হয়। সেই ফুস্কুড়ি পাকিয়া ফাটিয়া গেলে, তাহার পূঁযরক্ত লাগিয়া অনেক গুলি ক্ষত হয়। ক্রমে ঐ ক্ষতের দূষিত বীজাণু সকল দ্বারা গর্ভাশয় প্রভৃতিও রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। এ রোগেও বিষমেহের ন্যায় কুঁচ্‌কি ফোলে, ব্যথা হয় ও শক্ত হয় এবং রোগিণীর সর্ব্বাঙ্গে নানা-প্রকার দূষিত চূনকণা সকল ইরাপ্‌সন্) বাহির হয়।

চিকিৎসা,—বিষমেহ ও ফিরঙ্গরোগে ঔষধ মিশ্র অথবা নিমপাতা সিদ্ধ জল দিয়া ক্ষতস্থান সকল পরিস্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিবে এবং ক্ষতনাশক মলম সকল লাগাইবে ও উক্তরোগদ্বয়ের বিষনাশক ঔষধ সকলও সেবন করিবে।

পরিণাম—বিষমেহ ও ফিরঙ্গরোগ অতি ভয়ানক। এই রোগদ্বারা আক্রান্ত স্ত্রীপুরুষের এমন রোগ নাই যাহা তাহাদের না হইতে পারে। ঐ

রোগ যাহাদের একবার হইয়াছে, তাহাদের দেহই শুধু বিকৃত হয়, এরূপ নহে; বংশ-পরম্পরা পর্য্যন্ত ঐ দুষ্কৃতির ফলভোগ করিতে থাকে। অতএব সকলেরই তাদৃশ দুষ্টজনের সংসর্গ পরিহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। উক্ত রোগগ্রস্ত স্ত্রীপুরুষের ব্যবহৃত শয্যা, বস্ত্র ও ভোজনপাত্র প্রভৃতি কদাচ ব্যবহার যোগ্য নহে।

শিশুপরিচর্য্যা

আহার।

প্রসবের পর প্রায় দুই দিন পরে প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ আসে। যে কয়দিন দুগ্ধ না আসে, সে কয়দিন প্রসূতির স্তনে যে ঘনদুগ্ধ থাকে, তাহাই প্রথমদিনে ছয়ঘণ্টা অন্তর চারিবার এবং দ্বিতীয় দিনে চারিঘণ্টা অন্তর ছয় বার দেওয়া উচিত। তারপর স্তনে দুগ্ধ আসিলে, দুইঘণ্টা অন্তর বালককে দুগ্ধপান করান উচিত।

প্রসূতির স্তনদুগ্ধের অল্পতা হইলে বা অন্য কোন কারণে অভাব ঘটিলে ধাত্রীর দুগ্ধ অথবা গরু, ছাগল বা গাধার দুগ্ধ পান করান যাইতে পারে।

সন্তানকে গোদুগ্ধ পান করাইতে হইলে, তিন দিন হইতে চৌদ্দদিন পর্য্যন্ত দিনে রাতে দুই ঘণ্টা অন্তর দশবার দুধ খাওয়াইবে এবং প্রত্যেক বারে তিনকাচ্চা বা একছটাক পরিমাণে দিবে। তন্মধ্যে সকালবেলা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আটবার, তারপর সারারাত্রির মধ্যে দুইবার দুধ খাইতে দিতে পার। চৌদ্দদিন হইতে একমাস পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ দুইঘণ্টা

অন্তর দিনে রাতে দশবারই দুগ্ধ দিবে। কিন্তু দুগ্ধের পরিমাণ প্রতিবারে কিছু কিছু বাড়াইয়া দিবে।

প্রথম সপ্তাহে একভাগ গোদুগ্ধে তিনভাগ জল মিশাইয়া, দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে একমাস পর্য্যন্ত গোদুগ্ধ একভাগ ও জল দুইভাগ একত্র মিশাইয়া গরম করিয়া বালককে খাইতে দিবে। বালককে যখনই দুগ্ধ দেওয়া হইবে, তখনই গরম করিয়া দেওয়া উচিত। ঠাণ্ডাদুগ্ধে সন্তানের সর্দ্দি কাসি প্রভৃতি হইয়া থাকে।

স্নান।

যতদিন বালকের নাভি না পড়ে ততদিন তাহাকে তেল মাখাইয়া ভিজা, গামোছা দিয়া গা মুছাইয়া দিবে। তারপর নাভি পড়িয়া গেলে ও নাভির ঘা শুকাইয়া গেলে, প্রত্যহ একটু গরম জলে বালককে স্নান করাইয়া দিবে। কিন্তু অনাবৃত স্থানে স্নান না করাইয়া ঘরের মধ্যেই স্নান করান ভাল। তাহাতে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া বালকের অসুখ হইবার ভয় থাকে না।

নিদ্রা,—সদ্যোজাত শিশু প্রায়ই নিদ্রা যায়। যখন ক্ষুধা পায়, তখনই উঠিয়া কাঁদিতে থাকে ; তখন দুধ খাওয়াইয়া দিলে আবার ঘুমাইয়া পড়ে। আর যদি বিনা কারণেই কাঁদিতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে শিশুর পেট-ব্যথা করিতেছে বা অন্য কোন রকম অসুখ করিয়াছে।

শিশুরোগসমূহ।

নাভিরোগ—যদি সন্তানের নাভি-কাটার কোন প্রকার দোষ ঘটে, তাহা হইলে নাভি পাকিয়া উঠে। সেজন্য সন্তানের জ্বরও হইতে পারে। সেরূপ অবস্থায় পূর্ব্ববর্ণিত (১৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) উপায়ে তাহার প্রতীকার করিবে। বিশেষ বাড়াবাড়ি হইলে উপযুক্ত চিকিৎসক দেখান কর্ত্তব্য।

কোন কোন সন্তানের নাভি শুকাইয়া গেলে গোঁড় বাহির হয়। সাধারণতঃ যে সকল শিশু অধিক কাঁদে বা কোঁথ দেয়, তাহাদেরই গোড় বাহির হয়। যাহাতে বালক বেশী না কাঁদে, তাহার মল পরিষ্কার থাকে, তাহার উপায় করিলে এবং নাভি-পড়ার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত নাভিতে পেটি বাঁধিয়া রাখিলে সারিয়া যায়।

ধনুষ্টঙ্কার বা পেঁচোয় পাওয়া :—সাধারণতঃ নাভি কাটার দোষেই তাদৃশ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যদি নাভি কাটিবার সময় ধাত্রী ভাল করিয়া হাত বা অস্ত্রখানি পরিশোধিত করিয়া না লয়, অথবা অপরিষ্কৃত ও অবিশোধিত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা নাভিতে পেটে বাঁধিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে সেই সকল দ্রব্যদ্বারা ধনুষ্টঙ্কারের জীবাণু সন্তানের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বালকের তাদৃশ রোগোৎপন্ন করে। রোগ হইলে সন্তানের চোয়াল আটকাইয়া যায়, সেজন্য শিশু স্তনপান করিতে পারেনা; মাঝে মাঝে হাত পা শক্ত করিয়া স্থির করে, ঘন ঘন মূর্চ্ছা হয়, শরীর নীল অথবা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়, সন্তান নানাপ্রকার স্বরে বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিতে থাকে। তখন অজ্ঞলোকেরা বলে, শিশুকে পেঁচোয় পাইয়াছে। তাদৃশ অবস্থায় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে সমর্পণ করিলে শিশুর জীবনরক্ষা হইতে পারে।

চোকউঠা,—যদি প্রসূতির প্রসবদ্বার দিয়া সাদা সাদা অথবা হলদে হলদে স্রাব নির্গত হয়, উহা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ দূষিত স্রাব প্রসবকালে সন্তানের চোকে লাগিলে অথবা ধোঁয়া কিংবা ঠাণ্ডা লাগিলে শিশুর চোক ফুলে, লাল হয়, পিচুটি কাটে ও চোক জুড়িয়া যায়। তাদৃশ অবস্থায় দিনে ২।৩ বার বেশ পরিষ্কার জলে চোক ধুইয়া দেওয়া উচিত। ফট্‌কিরির জল ২।১ ফোঁটা চোকের মধ্যে দেওয়া ও মনসা পাতার কাজল দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি এই সামান্য প্রক্রিয়া দ্বারা বিশেষ কিছু ফল

না হয়, তবে চিকিৎসক ডাকাইয়া ভাল করিয়া চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য। নচেৎ শিশুর চোক নষ্ট হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

তড়্কা,—প্রায়ই ভূমিষ্ঠ হইবার ১৪।১৫ দিন পরেই কোন কোন শিশুর এইরোগ হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ আহারের দোষেই অধিকাংশ স্থলে তড়্কা হইতে দেখা যায়। যদি পেটের দোষেই রোগ হয়, তাহাহইলে আহারাদির পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া উচিত। আর তাহা না হইলে, গরম জলে শিশুর সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইয়া রাখিয়া মাথায় ঠাণ্ডাজল ঢালিলে তড়্কা ভাল হইয়া থাকে।

পেটের অসুখ,—দুধ হজম না হইতেই পুনঃ পুনঃ দুধ খাওয়াইতে থাকিলে, সন্তানের পেটের অসুখ দেখা দেয়। শিশু পাৎলা পাৎলা হল্দে হল্দে বা সবুজ সবুজ ছানার মত অনেকবার বাহ্যে করে এবং পেট কামড়াইলে কাঁদিতে থাকে। সেরূপ অবস্থায় শিশুর আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। তদ্ভিন্ন “নাগরাদিকাথ” বা “লবণ-ভুষ্কর” (১৪৩ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি ঔষধেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়, বেশী বাড়াবাড়ি দেখিলে চিকিৎসক দেখান কর্ত্তব্য।

কোষ্ঠকাঠিন্য,—যদি সন্তানের মলবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে পানের বোঁটা অথবা এক টুক্রা নরম সাবান সরু বাতির মত করিয়া মলদ্বারের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলে বাহ্যে হইয়া যায়। সাধারণতঃ গোদুগ্ধে মাখমের অংশ কম হইলে সন্তানের মলবদ্ধ হইয়া থাকে। সেরূপ ক্ষেত্রে একটু দুধের সর দুধের সহিত মিশাইয়া দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

সমাপ্ত।